প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রবীণ শিল্পী

শ্রীকালিদাস কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

কোনো সাহিত্য তখনই সম্পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন সেই ভাষার মাধ্যমেই সারা বিশ্বকে জানা যায়। অর্থাৎ, যার মাতৃভাষা বাংলা, সে শুধু বাংলার মাধ্যমেই যাবতীয় বিজ্ঞান, দর্শন ও অপরাপর সমস্ত সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, এ রকমটি হওয়া উচিত। অনলস পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা এরকম ধনী করছেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গৌতম রায় সেই রকম একজন।

যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত ভালোভাবে পড়া না থাকলে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের পুরোপুরি মর্ম বোঝা যায় না, সেইরকমই প্রাচীন গ্রীসের বিস্ময়কর সাহিত্যকীর্তিগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যই বুঝতে অসুবিধে হবে। অগ্নি-পরীক্ষা, লক্ষ্মণের গণ্ডি, সূচাগ্র মেদিনী এই ধরনের কথা আধুনিক কাব্য ও কাহিনীতে অনবরত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই সব উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের অনুষঙ্গ জড়ানো। সেই রকমই, অ্যাকিলিসের গোড়ালি, ট্রয়ের ঘোড়া, লরেলের মুকুট এই ধরনের ব্যবহার আধুনিক ইংরেজি ও ইওরোপীয় সাহিত্যে অনবরতই দেখা যায়। সিনেমার কল্যাণে এখনকার সাধারণ লোকও এই সব কাহিনী কিছু কিছু জেনে গেছে বটে, কিন্তু সাহিত্যপাঠ না করলে শব্দের সঠিক ব্যবহার ঠিক ধরা যায় না। যেমন, সিনেমা-দর্শকরা ট্রয়ের ঘোড়ার ব্যাপারটা জানে, কিন্তু অ্যাকিলিসের গোড়ালি বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা চলচ্চিত্রে বোধগম্য হতে পারে না, তার জন্য হোমার পড়তে হবে।

ইওরোপে যখন কোনো সঠিক ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি দানা বাঁধে নি, পেগানইজ্‌মের আমলে আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্যই ছিল জীবনযাত্রার অঙ্গ, সেই সময়ই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত থেকে আস্তে আস্তে কাব্য সাহিত্য দানা বাঁধে। খৃষ্ট জন্মের চার-পাঁচশো বছর আগে গ্রীসে যে-কয়েকজন মহা-শক্তিধর লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরা এখনো আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত রেখেছেন। ইস্কাইলাস, ইউরিপিডিস, সাফোক্লিস (মূল উচ্চারণ নিশ্চয়ই অন্য রকম) এই তিন নাট্যকারের রচনা আড়াই হাজার বছর ধরে ইওরোপীয় সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে।

আরও আশ্চর্যের কথা, গ্রীসের সেই সাহিত্যচর্চার আদি আমলে ট্র্যাজেডিরই উৎপত্তি হয়েছিল প্রথমে। পরে তার থেকেই ট্র্যাজি-কমেডি ও রোমান্সের ধারা শুরু হয়। এর একটা কারণ বোধ হয়, খৃষ্টধর্মের আগে পেগানরা ছিল অতি মাত্রায় নিয়তিবাদী। গ্রীক দেব-দেবীগুলিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করার বদলে সাধারণ মানুষ ভয়ই পেত বেশী। ডায়োনিসুস নামে একজন দেবতা ছিলেন একটি বৎসরের মৃত্যু এবং পরবর্তী বৎসরের পুর্বজন্মের সঙ্গে জড়িত। তাঁর সম্মানের জন্য যে নৃত্য-উৎসব হতো, সেই সময়কার গান থেকেই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। শুরু খৃষ্ট জন্মের ছশো বছর আগে, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই উপরোক্ত তিন নাট্যকার ট্র্যাজেডিকে মহিমা দিলেন। ওরই কাছাকাছি সময়ে ভারতেও অনেক কাব্য-নাটক রচিত হয়েছিল, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি অনুপস্থিত।

এই সব মূল লেখাগুলি পাঠ করতে গেলে অনেক ধৈর্য ও জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জন্যই ইংরেজিতে সহজ ও আধুনিক ভাষায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের অনেক রকম বই পাওয়া যায়। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা, তাদের পক্ষে এই সব কাহিনী জানার কোনোই অসুবিধে নেই। কিন্তু বাংলা যাদের মাতৃভাষা, তারা গ্রীক-রোমের কাহিনী কেন ইংরেজিতে পড়বে, কেন বাংলায় পড়তে পারবে না? গৌতম রায় সেই অভাবটিই পূরণ করছেন, গ্রীক সাহিত্য বিষয়ে এটি তাঁর দ্বিতীয় বই।

গৌতম রায় প্রথমে পরিচিত হয়েছিলেন শিল্পী হিসেবে, গত কয়েক বৎসরে তিনি লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেই পাঠকদের মন জয় করেছেন। তাঁর শিল্পী-পরিচয় ও লেখক-পরিচয়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় তা এখন বলা শক্ত, ধরা যাক, দুটিই সমান। তাঁর ভাষা সাবলীল ও পরিচ্ছন্ন এবং এই কাহিনীগুলি রচনার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। বাঙালী পাঠকরা এই বই পেয়ে অনেক উপকৃত হবেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

গ্রীক পুরাণের বিরাট ও বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় বহু গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে অনেক গল্প ট্র্যাজিক গল্প হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু সব কাহিনীই ট্র্যাজিক ধর্মী হতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যা আমাদের কাছে বিয়োগান্ত তাই ট্র্যাজিডি না। ট্র্যাজিডি কয়েকটি নিয়ম মেনে চলে। আমরা দেখেছি কোথাও কোন গল্পাংশের পরিণতিতে বিয়োগান্ত সুর থাকলেই চোখ কান বন্ধ রেখে তা ট্র্যাজিডি বলতে আমাদের আটকায় না। কিন্তু অ্যারিস্টটলের তথ্য মানতে গেলেই আমাদের প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খেতে হয়। তখনই ভাবতে হয় সত্যই এ গল্প ট্র্যাজিক পর্যায়ে পড়ে কিনা! প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কবি এবং দার্শনিক প্লেটোর সুযোগ্য শিষ্য অ্যারিস্টটল যে কাব্যতত্ত্ব লিখেছিলেন আজও তা সমালোচনা জগতে বিস্ময়। তাঁর নির্ধারিত কাব্য ও সাহিত্যতত্ত্ব ব্যতিরেকে সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ণয় প্রায় অসম্ভব।

ট্র্যাজিডি নির্দ্ধারণ সত্যই বড় কঠিন এবং শ্রমসাধ্য। বিশেষ গ্রীক পুরাণে ছড়ানো ছিটনো অজস্র গল্পের মধ্য থেকে ট্র্যাজিক সংজ্ঞা মেনে যথার্থ ট্র্যাজিক গল্প আহরণ বড়ই দুরূহ কর্ম।

গ্রীক সাহিত্যের মহান কর্মগুলি লুকিয়ে রয়েছে ট্র্যাজিক কাহিনীগুলির মধ্যে। গ্রীক ট্র্যাজিডি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম। খৃঃ পূঃ ৮০০ বছর আগে হোমার রচনা করলেন দুটি মহাকাব্য। ইলিয়ড এবং ওডিসি। হোমার থেকেই গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাস শুরু। তারপর এলেন একে একে মহান সব প্রতিভাধরেরা। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেসিওদ, সাফো, ত্যুরতায়উস, পিটার, ইসকাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপিডিস। গ্রীক সাহিত্য এঁদেরই দানে পরিপুষ্ট।

গ্রীক ট্র্যাজিডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বহু গ্রন্থে বহু আলোচনা আছে। অনেক জ্ঞানী এবং গুণীজন এ প্রসঙ্গে বহু কথাই বলেছেন। তবে 'ডাওনিসান' উপাসনাকে কেন্দ্র করেই যে ট্র্যাজিডির উৎপত্তি ঘটেছে একথা মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেছেন। এবং এখনও পর্যন্ত অ্যারিস্টটল নির্দ্ধারিত তত্ত্বই সর্বজন গৃহীত।

ট্র্যাজিডি সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মূল সংজ্ঞা "Tragedy then is an imitation of an action that is serious, complete and of certain

magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament the several kinds being found in seperate parts of the play ; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting proper purgation of these emotions."

এই সংজ্ঞার মধ্যে দুটো জিনিষ বোধ হয় সর্বাগ্রে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন। 'imitation of an action that is serious·· ' এবং 'incidents arousing pity and fear···' অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে যা বলা যায় 'ট্র্যাজিডি জীবনের সিরিয়াসধর্মী ভয়ানক মিশ্রিত করুণ রসাত্মক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হবে। ট্র্যাজিডির নায়ক-নায়িকা তারাই হবেন 'those who have done or suffered something terrible.' ট্র্যাজিডি আসলে ভাগ্যবিপর্যয়ের ও শোচনীয় পরিণতিরই রূপ। ')

গ্রীক ট্র্যাজিডির এই খণ্ডে আমি চারজনের কাহিনী বেছে নিয়েছি। প্রমেথিউস, অয়দিপাউস, আন্টিগোনে এবং পেলোপিয়া।

এর মধ্যে অয়দিপাউস ও আন্টিগোনের কাহিনী অনেকেই জানেন। সফোক্লেসের নাটক মাধ্যমে সে কাহিনীর বিষয়বস্তুও পরিচিত। বহুপরিচিত কাহিনী হওয়া সত্বেও 'গ্রীক ট্র্যাজিডি' থেকে এই অমর দুটি কাহিনী বাদ দিতে পারিনি। কারণ এদের বাদ দিলে 'গ্রীক ট্র্যাজিডি' অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই দুই পরিচিত কাহিনী আরো বিস্তারিতভাবে পুরাণকে বিকৃত না করে আমার ব্যক্তিমানসে তারা যেভাবে ধরা দিয়েছে সেই ভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কেন এই চারজন ট্র্যাজিডির নায়ক-নায়িকা হলেন সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এ হয়ত পাঠকের রসগ্রহণে কিঞ্চিত সাহায্য করবে।

গ্রীক ট্র্যাজিডির প্রথম গল্প 'মানবপিতা'। প্রমেথিউসকে নিয়েই মানবপিতা রচিত হয়েছে। গ্রীকপুরাণে বলা হয়েছে মনুষ্যজাতির স্থষ্টিকর্তা হচ্ছেন প্রমেথিউস। সেই মনুষ্যজাতিকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রমেথিউস হয়েছেন এক ট্র্যাজিক নায়ক। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। হয়েছেন দেবরাজ জিউসের বিরাগভাজন। প্রবিত্ত হয়েছিলেন দেবরাজের সঙ্গে সম্মুখ বিরোধে। এবং শেষপর্যন্ত প্রবল প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সূচনা জানিয়ে জিউসের গর্বিত আক্রোশের আগুনে নিজেকে দগ্ধ করেছেন। মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন অকল্পনীয় শাস্তি। "জীবন যেখানে জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রবলতর পরিবেশের সম্মুখীন হয় এবং সেই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিষ্ফল সংগ্রাম করে বারবার পরাজিত হয়ে অবসন্ন ·হয়ে পড়ে

চারদিক থেকে ঘিরে ধরা আঘাত, উৎপীড়ন লাঞ্ছনায়, দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত হতে হতে জীবনের উত্তাপ হারিয়ে ফেলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত প্রাণত্যাগ করে প্রাণের মর্যাদা রাখার চেষ্টা করে, সেখানে "suffers something terrible." (অ্যারিস্টটল)

প্রমেথিউসের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। যদিও তাঁকে শেষ পর্যন্ত জীবনপাত করতে হয়নি। কারণ তিনি দেবতা এবং অমর। তবু প্রমেথিউস suffers something terrible।

. দ্বিতীয় গল্প 'কলঙ্কিত পুরুষ।' এর নায়ক অয়দিপাউস। সর্বসুবিদিত এ কাহিনী এক অসাধারণ ট্র্যাজিক কাহিনী। এর থেকে শোচনীয় ট্র্যাজিক ঘটনা গ্রীক পুরাণে বিরল। "মানুষ নিয়তির ষড়যন্ত্রে, বাহ্যিক পরিবেশের চাপে নিরুপায়ের মত প্রেয় ও শ্রেয়কে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক দুঃখ দুর্দশায় শোচনীয় ভাবে জীবন শেষ করে।" (অ্যারিস্টটল)

অর্থাৎ অয়দিপাউস have done or suffered something terribte'। সর্বদিক থেকে অয়দিপাউসের ট্র্যাজিক নায়ক হতে কোন বাধা নেই। ট্র্যাজিক নায়ক তো তিনি হবেনই, কারণ 'Tragedy is an imitation of persons who are above the common level. Oedipaus was highly renowned and prosperous.

তৃতীয় গল্প ভাগ্যচক্র। এ কাহিনীর নায়িকা আন্টিগোনে। হ্যাঁ, সেও ট্র্যাজিক নায়িকা যদিও ট্র্যাজিক নায়ক নায়িকার সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল বলেছেন অতি ধার্মিক বা দোষহীন ব্যক্তির শোচনীয় পতন আমাদের মধ্যে করুণা জাগায় না কেবলমাত্র ধর্মবোধকে অহেতুকভাবে আঘাত করে।

আন্তিগোনে মহৎ কর্তব্য করতে গিয়ে জীবনের চরম দুঃখ ডেকে এনেছে। অকালে শোচনীয়ভাবে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তার চরিত্রে কোন নীচতা নেই। নীতিগতভাবে কোন হীনতা তাকে গ্রাস করেনি। তাহলে সে কেমন করে ট্র্যাজিক নায়িকা হতে পারল? কারণ perfectly blamless hero ট্র্যাজিডির নায়ক হতে পারেন না। কিন্তু আন্তিগোনে ট্র্যাজিক নায়িকা হতে পেরেছে। তার স্বপক্ষে অ্যারিস্টটলের যুক্তি, আন্তিগোনে মহৎ কিন্তু সে prefectly blamless নয়। তার চরিত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। frailty রয়েছে, অতিরিক্ত ভ্রাতৃপ্রেম। আন্তিগোনে একেবারে নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে না। Innocent hero তাকে বলা যায় না। তার দাবী বা will যেমন ঐকান্তিক তেমনি আপসহীন। প্রয়োজনে সে অশান্ত, দুর্বিনীত এবং বিদ্রোহী।

সর্বমত্যস্তগর্হিতম্ সূত্রটি সামনে রেখে তবে blamless এর বিচার করা দরকার। যে কোন 'অতি'র মধ্যে শোচনীয় পরিণামের সম্ভাবনা থেকে থাকে। অতি ভ্রাতৃপ্রেমই তাকে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত চরিত্র করে তুলতে পারেনি। আন্তিগোনেরও তাই ট্র্যাজিক নায়িকা হতে বাধা নেই।

চতুর্থ গল্প 'বিড়ম্বিতা'। এর নায়িকা পেলোপিয়া। যদিও এ কাহিনীর অন্যতম চরিত্র থিয়েস্টেস গ্রীক পুরাণের অন্যতম ট্র্যাজিক চরিত্র। তবু তাকে আমি বিড়ম্বিতার নায়ক না করে এক নিরীহ নিষ্পাপ সুকুমারীকে কাহিনীর নায়িকা করেছি। অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন perfectly blemless hero কখনোই ট্র্যাজিক নায়ক বা নায়িকা হতে পারেন না। কিন্তু এ নিয়ে অনেক ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে কস্টেলভেত্রো এবং রোস্‌সি বলেন নির্দোষ ব্যক্তিও ট্র্যাজিডির নায়ক বা নায়িকা হতে পারেন। সাধুসন্তকে কেন্দ্র করে যথার্থ ট্র্যাজিডি লেখা সম্ভব। perfectly blamless hero কে ট্র্যাজিক নায়ক না করার কারণে বুচারও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জন এস স্মার্ট এ ব্যাপারে একটি প্রশ্নও রেখেছেন,

'Is is possible for a wholly innocent person to be the hero of a tragedy? Or is it necessary that some form of guilt should be assigned to the sufferer, or at some weakness or defect of character to which the cause of his suffering can be traced?'

অবশেষে তাঁর সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তি যদি দশচক্রে পড়ে দুঃখদুর্দশা ভোগ করেন, এবং শোচনীয়ভাবে জীবনের পরিণতি টানতে বাধ্য হন সেখানেও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়।

তাই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নির্দোষ হয়েও পেলোপিয়া নামের এক সাধ্বী রমণীর ট্র্যাজিক নায়িকা হতে অসুবিধা কোথায়? দশচক্রে এবং ঘটনার আবর্তে পেলোপিয়া এক শোচনীয় অবস্থায় জড়িয়ে পড়ে। যার জন্যে সে কোনমতেই দায়ী না। এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও ঘটনার পরিণতিতে সে এক রক্তাক্ত বীভৎসতায় জীবনপাত করেছে।

অবশ্য অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা অনুসারে পেলোপিয়াও একেবারে ত্রুটিমুক্ত চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। তার সহজ সরল এবং সুন্দর জীবনেও সামান্য মালিন্যের স্পর্শ লেগেছে। আত্রেয়ুসের বিবাহ প্রস্তাব সে নাকচ করে দিতে পারত। কিন্তু করেনি। করেনি, কারণ সে তখন তার কুমারী মাতৃত্বের দায়ে

ছিল বিপন্ন। আর এই বিপন্নের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে লোক লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার কারণে সদ্যোজাত শিশুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিতেও কুন্ঠিত হয়নি। এক সৎ সুন্দর আপাত সাধ্বী রমণীর চরিত্রে এটুকু কলঙ্ক নিশ্চয় তাকে eminently good and just এর দলে ফেলবে না। এ ছাড়া আছে সেই 'অতি' দোষ। 'গুণাতিশয্য' দোষেও সে blamless নয়।

অ্যারিস্টটলের আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি, 'নিরপরাধ ব্যক্তিকে পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থায় নিরুপায়ভাবে পতিত ও অবস্থাচক্রে নিষ্পেষিত হতে দেখে, মানুষের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে, সমবেদনা জাগতে পারে। যেখানে 'সমবেদনা' থাকে—শোচনা স্তম্ভিত হয়ে নীতিবোধের পীড়া প্রাধান্য লাভ করে না, সেখানে অবশ্য ট্র্যাজিডি-রস নিষ্পন্ন হতে পারে।'

পরিশেষে, গ্রীকপুরাণে ট্র্যাজিক কাহিনী বিস্তর। সেই সব কাহিনী একটি গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ করা অনেক কারণেই সম্ভব না। তাই পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি খণ্ডে সেগুলি পাঠকের কাছে উপস্থিত করার ইচ্ছা রইল।

এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে আমার বাল্যবন্ধু শ্রীতপন গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিকতা আমাকে বিশেষ উৎসাহ জাগিয়েছে। তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বনামখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মূল্যবান সময়ের অপচয় করে গ্রীক ট্র্যাজিডিকে ততোধিক মূল্যবান ভূমিকায় প্রাণবন্ত করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর সঠিক ভাষাটি আমার জানা নেই। গ্রন্থকার হিসেবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

গ্রীক ট্র্যাজিডির সকল পাঠক পাঠিকাকে আমার ধন্যবাদ জানালাম।

গৌতম রায়

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রীক প্রেমকথা
পঞ্চম পিতা (রহস্য)
সোনার ঈগল (রহস্য)
গভীরে কুয়াশা (রহস্য)
মহাকালীর মুণ্ডমালা (রহস্য)
শ্রীমতী ভয়ংকরী (উপন্যাস) (যন্ত্রস্থ)
মহামতি বিদুর (যন্ত্রস্থ)
অমৃতকন্যা
খাঁচার পাখি (নাটক)
পদ্মপাতায় জল (নাটক)
অঘটন (একাংক)
নিহত শতাব্দী (একাংক)
মধুরেণু (নাটক)
ছন্দপতন (নাটক)
আনন্দসংবাদ (নাটক)

মানবপিতা

প্রমিথিউস



তরুণ সূর্যের প্রথম আভাটুকু সবেমাত্র ছড়িয়ে পড়েছে পুব-আকাশের গায়ে। মনে হয় কে যেন অসাবধানে গোলাপী কুমকুম এলোমেলো ছড়িয়ে ফেলেছে। শীথিয় গিরিমালার শীর্ষদেশে, কোথাও বা গভীর কোথাও বা স্বল্প রক্তিম রঙবাহার। প্রথম ভালবাসার কথা শুনে কুমারী মেয়ের মনে যেমন লজ্জার রঙ ধরে, এখন আকাশের বুক ঠিক তেমনি।

সুপ্তিশেষে প্রকৃতি ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। বিহঙ্গের কাকলি প্রভাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। ককেশাসের গিরিখাদে, গভীর অরণ্যে বন্যচাঞ্চল্য ফিরে আসছে।

তবু, এখন এই শান্ত আর নির্জন প্রকৃতির রূপ দেখে কে বলবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই গিরিশৃঙ্গে এক নিষ্ঠুরতম ঘটনা ঘটে গেছে।

দেবরাজ জিউসের আদেশে তাঁর দুই অনুচর এক দুরাত্মাকে এখানে বন্দী করে গেছে। নির্জন শৈলগাত্রে সেই দুই অনুচর, ক্রাতোস আর বীয়া, বিশ্বকর্মা হেপাস্টাসের তৈরী করা লৌহকীলক সহ তাকে শৃঙ্খলিত করেছে। হিমগিরির শৈত্য প্রবাহে সেই বন্দীর দেহে সামান্যতম বস্ত্রের আচ্ছাদনও তারা রাখেনি। সর্বশক্তিমান দেবরাজের আদেশ, কঠিনতম এবং দুঃসহ যন্ত্রণায় অনন্তকাল এই বন্দী পর্বতগাত্রে শৃঙ্খলিত হয়ে

থাকবে। কোন দেবতার সাধ্য থাকবে না সেই বন্দীকে শৃঙ্খলমুক্ত করার। এমনি শক্ত বাঁধনে তারা অপরাধীকে বন্ধনযুক্ত করেছে যে বন্দীর সামান্য নড়াচড়াও প্রায় সাধ্যাতীত।

মরজগতের কোন প্রাণী হলে এমন শক্ত আর কঠিন বাঁধন, তদুপরি প্রকৃতির নানাবিধ দুর্যোগ সহ্য করতে পারত না। তার মৃত্যু হত। কিন্তু এ বন্দী নিজেই একজন দেবতা। সেই অর্থে অমর। সুতরাং অনন্তকাল বন্দী থেকে ক্ষমাহীন অপরাধের শাস্তির জন্য দেবাদিদেব জিউসের এই বিধান।

কেবলমাত্র বন্দী করেই জিউস ক্ষান্ত হননি। সুউচ্চ এবং দুর্গম এই শৈল শিখরে বন্দী কোন দিনও কোন মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। কোন প্রাণের দেখাও সে পাবে না, এমনই ব্যবস্থা।

এই তো কিছুক্ষণ আগেই ক্রাতোস শুনিয়ে গেছে নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা। জিউসের আদেশে প্রতিদিন সূর্য তার জ্বলন্ত উত্তাপে বন্দীর উজ্জ্বল সুষমামণ্ডিত দেহত্বক দগ্ধ করবে। দিনে দিনে ম্লান আর তাম্রবর্ণ হয়ে উঠবে দেবদ্যুতিতে ভরপুর স্বর্ণকান্তি।

দগ্ধ দিনান্তে সন্ধ্যা আসে প্রসন্ন শীতলতা নিয়ে। ক্লান্ত প্রাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। কিন্তু এই বন্দীর ক্ষেত্রে তা ঘটবে না। ভয়াবহ শীতলতার পশরা হাতে রাত্রি নেমে আসবে বন্দীকে শৈত্যলাঞ্ছিত করতে। অসহনীয় হিম আর তুষারের দংশনে নিপীড়িত হতে হবে তাকে। অন্তহীন যন্ত্রণার অবিচ্ছিন্ন আঘাতে ক্রমে ক্রমে শক্তিহীন আর নিস্তেজ হয়ে পড়বে এই অপরাধী।

কিন্তু এখানেই শেষ না। যন্ত্রণার রাত্রি শেষ হলে, সূর্য তার প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াতে শুরু করলেই এক তীক্ষ্ণচক্ষু ঈগল সেই বন্দীর উদর বিদীর্ণ করবে। সারাদিন ধরে তার যকৃৎটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে যতক্ষণ না সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে বিশ্রাম নিতে যাবেন। তারপর, সূর্যদেব বিদায় নিলে, রাত্রি যখন গভীর হবে শৈত্য প্রবাহে, ধীরে ধীরে সেই ক্ষতবিক্ষত যকৃৎটি পুনর্বার তার পূর্ণতা ফিরে পাবে পরদিন প্রভাত

হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈগলের খাদ্য হবার কারণে। যন্ত্রণার এই চক্রবৎ বিবর্তন চলবে আবহমান। চলবে অনন্তকাল।

ওরা ফিরে গেছে প্রভাত হবার আগেই। ক্রাতোস, বীয়া আর হেপাস্টাস। এখন এই নির্জন শৈল দেশে একাকী বন্দী প্রমিথিউস। দেবরাজ জিউসের বিচারে তিনি এক ঘৃণিত অপরাধী। জিউসের পরম শত্রু। কেননা তিনি মানবপ্রেমী। তাঁর প্রধান অপরাধ মানুষের কাছে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অগ্নিকে। মানুষকে তিনি অন্ধকার হতে আলোর মুক্তি দেখিয়েছেন। তাই তিনি দেবতার অযোগ্য। যে অগ্নি কেবলমাত্র দেবতার নিজস্ব সম্পদ তাই তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন নিকৃষ্ট জীব মানুষের মধ্যে। এর চেয়ে গর্হিত অপরাধ আর কিই বা থাকতে পারে ?

শৃঙ্খলভারে বিক্ষত প্রমিথিউসের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক করুণ হাসি। কেননা, ঠিক তখনই তিনি দেখতে পেলেন পশ্চিম আকাশের বুকে এক গভীর কৃষ্ণছায়া। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করে ছুটে আসছে এক বৃহদাকার ঈগল। কোন সন্দেহ নেই এই সেই ঈগল। জিউসের আদেশে যে প্রতিদিন তাঁর উদর বিদীর্ণ করে যকৃৎ ভোজন করবে।

চোখ বন্ধ করলেন প্রমিথিউস। দেবরাজের আদেশ অমান্য কেই বা করতে পারে একমাত্র প্রমিথিউস ছাড়া!

কিন্তু প্রমিথিউস তো জিউসের ক্রীতদাস না। অন্ধের মত জিউসের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে থাকতে তিনি পারেন না। হতে পারেন জিউস দেবরাজ। কিন্তু তিনিই বা কম কিসে? তাছাড়া নিজের কাছে নিজেকে মেলে ধরে নিখুঁত বিচার করেছেন নিজের। সেখানে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেননি। বরং প্রতি মুহূর্তেই জিউসকে মনে হয়েছে স্বৈরাচারী। তাই তো' জিউসের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। হ্যাঁ, এ বিদ্রোহ নিশ্চয়ই। মানুষকে ভালবাসা কোন অন্যায় না। চির-অন্ধকার হতে মানবজাতিকে আলোয় নিয়ে আসা, চিরশৈত্যের হাত

হতে মানবকে উষ্ণতার পরশ দেওয়া অপরাধের কিছু না। এবং যা তিনি শ্রেয় মনে করেছেন তাই-ই করেছেন। তার জন্যে যা কিছু শাস্তি সব মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠিত নন।

জিউসের এই আচরণ প্রমিথিউস অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি বলে মনে করেন না। তিনি মনে করেন এ অত্যাচার। ক্ষমতার অপ-ব্যবহার। শক্তির অপচয়। এর পরিণাম একদিন নিশ্চয় জিউসকে ভোগ করতে হবে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রমিথিউস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, জিউস যত আস্ফালনই করুন না কেন, একদিন না একদিন এই স্বেচ্ছাচারের শাস্তি তিনি পাবেন। আর একদিন না একদিন প্রমিথিউস এই যন্ত্রণাময় বন্দীদশা হতে মুক্তি পাবেনই। স্বেচ্ছাচারীর পতন অনিবার্য। স্বৈরাচারীর দম্ভ ভোরের কুয়াশার মত। সূর্যের আগ-মনের সঙ্গেই তার আচ্ছন্ন অবস্থান শেষ হয়।

হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন প্রমিথিউস। কৃষ্ণকায়, বৃহদাকার সেই ঈগলটি ধারালো লৌহশলাকার মত চঞ্চুদ্বারা তাঁর উদর দংশন শুরু করেছে। সত্যিই অবর্ণনীয় এ যন্ত্রণা। জীবন্ত দেহে তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাত নিশ্চয়ই নির্মম। অথচ এই দুরাত্মা পাখিটিকে কিছুতেই বিরত করা যাবে না। প্রচণ্ড আক্রোশে এবং ক্ষুধার্ত উত্তেজনায় সে এখন উন্মত্ত ঘাতক। তার একমাত্র লক্ষ্য প্রমিথিউসের তপ্ত এবং জীবিত যকৃৎ।

দু'চোখ বন্ধ করলেন প্রমিথিউস। মুখের সমস্ত মাংসপেশীকে শক্ত-করে দাঁতে দাঁত চাপলেন। এ ছাড়া আর তাঁর কিছুই করার ছিল না। কেননা নির্মম লৌহবাঁধনে তাঁর হাত দুটি শৃঙ্খলিত।

যন্ত্রণা হতে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় বুঝি যন্ত্রণাকে ভুলে যাওয়া। যন্ত্রণার কথা স্মরণে না আনা। তাই করতে চাইলেন প্রমিথিউস। ক্লিষ্ট দেহ হতে মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন অতীতে। ধীরে ধীরে মানসপটে ফুটে উঠতে লাগল ইতিহাস। যা একদার ঘটনা।

উৎসব মুখরিত প্রাচীন নগরী মিকোজ, মহাযজ্ঞের উৎসব। নানা বর্ণের পত্রপুষ্পে সমস্ত প্রাঙ্গণটি ঝলমল করছে। কেয়ুর আর চন্দনগন্ধে দশ দিক আমোদিত। বাতাসে যজ্ঞের হোমগন্ধ।

কত যে দেবদেবীর আগমন ঘটেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। নামী-দামী দেবতা থেকে শুরু করে সামান্য দেবগণও উপস্থিত। বিচিত্র বর্ণের তাঁদের সব পোশাক পরিচ্ছদ। এমনকি এসেছেন স্বয়ং দেবরাজ জিউস।

আর এসেছে জিউস ঘৃণিত মানবপুত্রের দল। এসেছেন এ যজ্ঞের মহা পুরোহিত বীর প্রমিথিউস।

এত দেবদেবী আর মানবসন্তানদের এই যজ্ঞে আগমনের একটাই উদ্দেশ্য। যজ্ঞ শেষে পশুবলিভাগের প্রসাদ পাওয়া। অবশ্য প্রসাদের থেকেও বড় একটি আকর্ষণ ছিল এই মহাসম্মেলনের।

প্রমিথিউস নিজ হস্তে একটি বৃহৎ বৃষ বলি দেবেন। দুই ভাগে সেটি ভাগ করা হবে। মহামূল্যবান দুটি বস্ত্রখণ্ডে আবৃত অবস্থায় সেটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাখা থাকবে। তারপর দেব এবং মানবের পক্ষ হতে একজন প্রতিনিধি আপন পছন্দমত ভাগটি বেছে নেবেন। উদ্দেশ্য একটাই। দুটি বিভাগের যে কোন একটির মধ্যে যজ্ঞবলির শ্রেষ্ঠ অংশটি লুক্কাইত অবস্থায় থাকবে। শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের ভাগীদার তিনিই হবেন যার বুদ্ধি হবে শ্রেষ্ঠ। নির্বাচনে থাকবে না কোন পক্ষপাতিত্ব।

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। থেমে গেছে উৎসবের বাদ্য, গীত আর নৃত্য। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মহা ধুমধামসহ যজ্ঞের শেষ কার্যটিও শেষ হয়েছে। প্রমিথিউস স্বহস্তে বৃষনিধন পর্বটি সমাপ্ত করেছেন। যেহেতু তাঁরই ওপর বিভাজ্যের দায়িত্ব ছিল, তিনি অন্তরালে বসে সে কাজটিও করেছেন। আপন ইচ্ছা অনুসারে দুটি বিশাল পাত্রে দুটি অংশ সাজিয়ে রেখেছেন। সুদৃশ্য বস্ত্রের আবরণ অন্তরালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

বিশাল ঘণ্টাধ্বনির সাহায্যে জানানো হল এখন যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত। দেব এবং মানবেরা মঞ্চে আসতে পারেন।

হৈ হৈ শব্দে প্রত্যেকেই ছুটে এলেন। মহাউদগ্রীবচিত্তে সকলেই নিজ নিজ স্থান অধিকার করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন মঞ্চের ঠিক মধ্যখানে দুটি রক্তবর্ণের মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত দুটি ভাণ্ড। একটির আকার বৃহৎ। অন্যটি অপেক্ষাকৃত বেশ ছোট। অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল প্রত্যেকের মুখে। এ কেমন সমবন্টন? একটি যদি হয় বিশাল পর্বত অন্যটি তবে ক্ষুদ্র বল্মীক সদৃশ। সত্যবান প্রমিথিউস এ কেমন ভাগ করলেন? যাকে পূর্বেই ডাকা হবে সেই তো নেবে ঐ বৃহৎ অংশটি। শোনা যাচ্ছে দেবতাদেরই নাকি পূর্বে আহ্বান জানানো হবে অংশ নির্বাচনের জন্য। তবে কি সত্যবান প্রমিথিউস পক্ষপাতিত্বে দুষ্ট? নিজে দেবতা হয়ে তিনি দেবতাদেরই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অংশটি তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন?

মানব প্রতিনিধিদের মধ্যেও একই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। অনেককে বলতে শোনা গেল এ তো পূর্বেই জানা ছিল। দেবতা বর্তমানে মানুষ কখনও শ্রেষ্ঠ সম্পদ পেতে পারে না। দেবতারা সত্যই স্বেচ্ছাচারী। এর চেয়ে, এই ছলবণ্টনের সচতুর প্রহসন না করে সরাসরি দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বিভাগ তুলে দিলেই বরং কম অন্যায়ের কাজ হত।

অনেকে সভাস্থল পরিত্যাগ করতেই চেয়েছিল। এমন সময় প্রমিথিউসের সুন্দর আর মিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল তিনি পূর্বাভাস অনুযায়ী আহ্বান জানিয়েছেন দেবতাদের। দেবরাজ জিউসকেই তিনি সরাসরি ডাক দিয়েছেন, 'হে মহামান্য দেবশ্রেষ্ঠ জিউস—আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই যজ্ঞের নিয়ম অনুসারে একটি বৃহৎ পশুকে বলি দেওয়া হয়েছে। সম্মুখে দুটি ভাণ্ডে দুটি ভাগে বিভক্ত অবস্থায় সেই বৃষমাংস রাখা আছে। ওর যে-কোন একটির মধ্যে পশুমাংসের শ্রেষ্ঠ ভাগটি রয়েছে। দেব এবং মানবের মধ্যে যেহেতু আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনাকেই আমি প্রথম আহ্বান জানাচ্ছি। অংশনির্বাচনের অগ্রাধিকার আপনারই।'

স্মিতহাস্যে দেবরাজ আপন আসন ত্যাগ করে উঠে এলেন মঞ্চে। তাঁর রাজোচিত এবং যৌবনপুষ্ট পেশীবহুল দেহের ভারে মঞ্চটি ক্ষণিকের জন্য কম্পিত হল। অনেকেই হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। এমন সুদেহী এবং শক্তিমান পুরুষ কমই দেখা যায়। এ না হলে আর দেবরাজ!

মঞ্চে উঠে জিউস গরিমা আপ্লুত নেত্রে একবার সভাস্থলে তাকালেন। ভাবখানা, ওহে দেবগণ, আমি স্বয়ং জিউস, আমার ওপর আস্থা রাখতে পার। আমি তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ ভাগটিই বেছে নেব। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে গেলেন সেই দুটি বসনাবৃত পাত্রের কাছে। এবং মনের মধ্যে কোনরকম দ্বিধা না রেখেই বেছে নিলেন বৃহৎ পাত্রটি।

সমস্বরে হৈ হৈ করে উঠলেন দেবগণ। যেন বলতে চাইলেন দেবরাজ তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্রটিই বেছে নিয়েছেন। সেই বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ম্রিয়মান মানব সন্তানদের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মৃদু হাসলেন প্রমিথিউস। এক রহস্যময় গভীর হাসি। সে হাসির অর্থ ক্ষণপরেই প্রকাশিত হল।

কারণ জিউস ততক্ষণে রক্তবর্ণের আচ্ছাদনটি সরিয়ে ফেলেছেন। উন্মুক্ত হলে দেখা গেল পাত্রটি বোঝাই করা হয়েছে কেবলমাত্র অস্থি দিয়ে। না, কেবলমাত্র অস্থি না। মেদ আর তন্ত্রীও ছিল সেখানে। সারহীন অগ্রহণযোগ্য সকল বস্তুতে পরিপূর্ণ ভাণ্ডটির দিকে তাকিয়ে নিমেষে অপমানিত জিউস, ক্রোধ আরক্তিম নেত্রে তাকালেন প্রমিথিউসের দিকে। কিন্তু প্রমিথিউস ততক্ষণে অন্য পাত্রটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। উদাত্ত এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'দেব এবং মনুষ্যজাতিকে সাক্ষ্য রেখে দেবরাজ জিউস তাঁর নিজের অংশটি বেছে নিয়েছেন। বাকী অংশটি স্বভাবতই মনুষ্য-জাতির প্রাপ্য। অতএব, হে মরণশীল মানুষ, তোমরা তোমাদের ন্যায্য ভাগটি নিয়ে যাও। এতে আছে কেবলমাত্র মাংস ও অন্যান্য

সারবস্তু সমৃদ্ধ পুষ্টিকর আহারের সেরা অংশ। পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুসারে তোমরাই পেলে যজ্ঞের পশুবলির শ্রেষ্ঠ ভাগটি।'

মনুষ্যকুলের সকলেই তখন সমস্বরে নিজেদের বিজয় ঘোষণা করল। আর প্রমিথিউস, জিউসের রোষকষায়িত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'দেবরাজ, আপনার পরাজয় হয়েছে। দেবতা এবং দেবশ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেও বুদ্ধির বিকাশ এখনও ঘটেনি। নির্বোধের পুরস্কারই আপনি স্বয়ং নির্বাচিত করেছেন। এক্ষেত্রে অযথা আমায় আরক্তিম নেত্রবাণে জর্জরিত করে বৃথাই নিজেকে অপমানিত করছেন।'

অতঃপর একটিও বাক্যব্যয় না করে প্রমিথিউস ফিরে গেলেন স্থানান্তরে।

আর জিউস, প্রমিথিউসের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক নিষ্ঠুর সংকল্পে আপন কর্তব্য স্থির করলেন।

এদিকে যজ্ঞশেষে, নিজের গৃহে ফিরে আসছিলেন প্রমিথিউস। মনে মনে ভাবছিলেন ক্ষণপূর্বের ঘটনাটি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রমিথিউস জানতেন এই হবে। এই হওয়া উচিত। শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন কিন্তু তা অপব্যবহার করা নির্বোধের কাজ। বুদ্ধিমান পায় পুরস্কার, নির্বোধের জন্য তোলা থাকে উপহাস।

অথচ তিনি কোন দিনও চাননি দেবরাজ জিউসকে সর্বজনের সম্মুখে উপহাসের পাত্র করে তুলতে। বরং তিনি বরাবরই জিউসকে তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আর সত্যি কথা বলতে কি প্রমিথিউস না থাকলে, তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি এবং সঠিক নির্দেশের সাহায্য না পেলে জিউসের পক্ষে দেবরাজের আসন পাওয়া সম্ভব হত না। একরকম প্রমিথিউসই স্বর্গের সিংহাসন তুলে দিয়েছেন জিউসের হাতে। সে সব পুরনো কথা। আজ হয়ত জিউসের স্মরণে নেই অথবা জিউস আজ সেইসব ইতিহাস স্মরণে রাখতে চান না—তবু ঘটনা, ঘটনাই। তাকে অস্বীকার করা যায় না। সত্যকে কে কবে অস্বীকার করতে পেরেছে?

পিতা ক্রোনসকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করেন জিউস। কিন্তু সহজে সিংহাসন লাভ করা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। আর সেই সময় একমাত্র প্রমিথিউস ছিলেন জিউসের প্রধান সহায়ক। মন্ত্রণা, বুদ্ধি এবং উপযুক্ত নির্দেশে অচিরেই জিউসের হাতে এসেছিল তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের সিংহাসন।

কিন্তু, যে জিউস একদা প্রমিথিউসের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজেই অগ্রসর হতেন না সেই জিউস নবপ্রাপ্ত শক্তির দম্ভে ক্রমশ হয়ে উঠলেন স্বেচ্ছাচারী, লম্পট এবং দুর্বলের প্রতি অযথা অত্যাচারী। নারীদেহের প্রতি তাঁর অসম্ভব লোলুপতা তাঁকে বহুবার বহুভাবে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে। ক্ষমতার মদমত্ততায় এবং উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি ক্রমশই রূপসী এবং সুন্দরী নারীর ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রায় বিনা কারণে বহু নারী তাঁর হাতে অযথাই লাঞ্ছিতা হয়েছে।

সত্যবক্তা এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রমিথিউস অনেকবার অনেকভাবে সংযত হতে বলেছেন। কিন্তু শাসক যখন শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তার ন্যায় নীতি বিবেক কাণ্ডজ্ঞান দিশেহারা হয়। সমুদ্রবক্ষে কাণ্ডারীহীন দুরন্ত এবং অবাধ্য তরণীর মত অস্থিরতা প্রকাশ পায়। বালককে পিতা যেমন তাঁর শাসনের বেড়াজালে বেঁধে রাখতে চান ঠিক তেমনি প্রমিথিউস চেয়েছিলেন সকল অজ্ঞবুদ্ধির ভয়ংকরতা থেকে জিউসকে রক্ষা করতে। কিন্তু জিউস সেসব কিছুতেই কর্ণপাত করেননি।

পিতাকে কখনও কখনও প্রহারকের ভূমিকা নিতে হয়। কেবলমাত্র আদরে একটি শিশু পরিণত হতে পারে না। প্রয়োজনে তিরস্কার অথবা প্রহারের প্রয়োজন। নইলে আদরপ্রাপ্ত জীবটি অচিরেই শাসনহীন দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠে। ক্ষণপূর্বের ঘটনা প্রমিথিউসের শাস্তিপ্রদানেরই নজির। বোধহীনের চৈতন্য আনার চেষ্টামাত্র। তুচ্ছ এই ঘটনা হতে জিউসের

শিক্ষালাভ করা উচিত কেবলমাত্র শক্তিতে রাজ্য শাসন করা যায় না 'তার সংগে প্রয়োজন বিচার এবং বুদ্ধির। নির্বোধের স্থান স্ত্রীলোকের অঞ্চল অন্তরালে। সর্বজনের প্রতিপালক হতে হলে তার চাই ধীশক্তি আর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। জিউস, যেহেতু তিনি দেবরাজ, তাঁর বোঝা উচিত ছিল একটি বৃষের দেহে মাংস অপেক্ষা অস্থি আর মেদের পরিমাণ বেশী। তাঁর বোঝা উচিত ছিল সার অপেক্ষা অসার পদার্থই দেহে বেশী পরিমাণে থাকে। জিউস যদি চতুর এবং বুদ্ধিমান হতেন তাহলে কখনই লোভীর মত বৃহদাংশ বেছে নিতেন না।

মনে মনে সত্যই তিনি পীড়িত হলেন। শঙ্কিতও হলেন। জিউস যেমন গোঁয়ার এ ং ক্রোধোন্মত্ত তাঁর পক্ষে উত্তেজনায় অমঙ্গল কিছু করা অসম্ভব না। বুদ্ধির খেলায় পরাজিত হয়ে তাঁকে অনুতপ্ত হতে দেখা গেল না বরং কি এক দুর্বোধ্য জিঘাংসায় প্রতিশোধকামী হয়ে উঠল তাঁর মুখাবয়ব। বুদ্ধিহীন জান্তব অভিব্যক্তিতে তাঁর মুখ নিষ্ঠুর ঘাতকের মত হয়ে উঠেছিল। প্রমিথিউস বুঝতে পারলেন কাজটা তিনি বোধহয় ঠিক করলেন না। সত্যিকারের মূর্খকে বিদ্বান করা যায় কিন্তু দাম্ভিক নির্বোধকে সাবধান করা বোকামির কাজ। কে জানে পরাজিত জিউসের অত্যাচার কোন্ নিরীহের প্রাণ হরণ করে? তবে তিনি স্পষ্টই দেখতে পেলেন স্বচ্ছ নীল নভোপটে কৃষ্ণ মেঘের ছায়া।

বোধহয় তিনি সেদিন বুঝেছিলেন অপমানিত আর পরাজিত জিউস তাঁর সকল শক্তি নিক্ষেপ করবেন মানবজাতির বিরুদ্ধে। কারণ হয়ত জিউস বুঝতে পারছেন ক্ষুদ্রদেহী মানবকুল একদা বুদ্ধিতে এবং বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠবে। বিষবৃক্ষকে এখনই নির্মূল করা উচিত। নইলে সে একদিন মহীরুহে পরিণত হয়ে দিগ্বিদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবে। জিউস হয়ত এখন আঘাত হানবেন ঐ মানবজাতির বিরুদ্ধেই। কেননা যতই অপমানিত হোন না কেন এখনই প্রমিথিউসের প্রতি প্রতিশোধ নেবার সাহস তাঁর নেই।

অচিরে নিজের কর্তব্য স্থির করলেন মানবপ্রেমী সত্যদ্রষ্টা প্রমিথিউস।

জিউসের শক্তি প্রয়োগের পূর্বেই তিনি মানুষকে সত্যকারের মানুষ করে তুলবেন। তাদের সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসবেন। জ্ঞানই একমাত্র শক্তি। ক্ষুদ্র পিপীলিকাও উন্মত্ত হস্তীকে কাবু করতে পারে। নির্বোধ পশুরাজও বুদ্ধির খেলায় পরাজিত হতে পারে ক্ষুদ্রদেহী শশকের কাছে।

অহংকারী এবং নির্বোধ গরিমায় অশিক্ষিত দেবকুল ভিত্তিহীন শক্তির গর্বে মূর্খের প্রাসাদে বাস করছে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্পষ্টই সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন দেবতারা একদিন দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবেন। তাঁরা লোকমুখে অলীক গাঁথা হয়ে থাকবেন। কোনদিনও জীবনের ছন্দময় কবিতা হয়ে উঠবেন না। শিক্ষার আলো যেখানে পৌছয় না, অলৌকিক শক্তির মদমত্ততায় যাঁরা অন্ধ, বিধাতার নির্দেশে তাঁরা একদিন অবলুপ্ত হবেনই।

মানবজাতির পরমাত্মা হয়ে তাই তিনি নেমে এলেন মাটির খুব কাছাকাছি। মানুষের সঙ্গে হলেন অন্তরঙ্গ। কারণ তিনি যে মানবপিতা।

দু হাতে ছড়িয়ে দিলেন বিদ্যার অমূল্য সম্পদ, শিক্ষার পর্য্যাপ্ত আলো। অন্ধকার দূর করতে যে পারে সেই আলো। জ্ঞান এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ নিজেকে জানাই একমাত্র তামস অবলুপ্তির সোপান।

প্রজ্ঞাবান গুরু প্রমিথিউস জড়বুদ্ধি মানুষকে শেখালেন বুদ্ধিবৃত্তি আর যুক্তিবোধ। সৃষ্টির পর মানুষ কেবল জানত ক্ষুৎপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধন আর অজ্ঞান পশুর মত রমণ চরিতার্থ করা। প্রমিথিউস শেখালেন ভোজন এবং রমণই জীবনধারণের শেষ কথা না। স্থূল অনুভূতির সীমারেখা পার হয়ে সূক্ষের গভীরে প্রবেশ করাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। জীবনধারণ আর বেঁচে থাকার মূল উদ্দেশ্য জীবনকে জানা, জীবনের উদ্দেশ্যকে মহত্তর করা।

সৃষ্টির শুরুতে মানুষ জানত না আলোর ব্যবহার। সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে বাঁচার মত কলাকৌশলও তাদের জানা ছিল না।

প্রমিথিউস মানুষকে শিক্ষা দিলেন একেবারে আদি থেকে। উলঙ্গ বর্বরতা থেকে টেনে নিয়ে এলেন সভ্যতার আলোকে। শেখালেন বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। বস্ত্র নির্মাণ করার কলাকৌশল। গৃহনির্মাণ পদ্ধতি। বন্য এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের ব্যবহার। অস্ত্র তৈয়ারীর প্রক্রিয়া। মানুষকে জানালেন অগ্নিই একমাত্র জীবনের উৎস। একমাত্র অগ্নির সঠিক ব্যবহারেই বাঁচার রসদ ফিরে পাওয়া যায়। উত্তাপই একমাত্র শক্তি যা জীবনকে দেয় পরশমণি।

ঋতুর তারতম্য মানুষ সেদিন বুঝতে পারত না। প্রমিথিউসই প্রথম পুরুষ যিনি মানবজাতিকে সৌরজ্ঞানে জ্ঞানী করেছিলেন। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শীত কিংবা গ্রীষ্ম প্রকৃতির আচম্বিত আক্রমণ না। ঋতু পরম্পরায় এগুলো মানুষের জীবনে আসে আর যায়।

প্রমিথিউসই প্রথম প্রাণ যিনি মানুষকে শুনিয়েছিলেন কাব্য আর সঙ্গীত। শুনিয়েছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিশ্রমের গান। শুনিয়েছিলেন ভালবাসার মন্ত্র। মানুষকে মানুষেরই ভালবাসতে হবে। দাঁড়াতে হবে একের পাশে অন্যকে। সুখে অথবা দুঃখে। একতাই বল। ঐক্যই ভাবী পৃথিবীর একমাত্র বর্ণমালা। স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের মহাস্ত্র।

তবু শেষরক্ষা হল না। হবে না তাও তিনি জানতেন। জানতেন মহাস্বৈরাচারী জিউস মানুষের উন্নতি সহ্য করতে পারবেন না। মানুষকে তিনি চাইবেন নির্মূল করতে। জগৎ থেকে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে। আর জিউস বোধহয় এটুকু জেনেছিলেন অগ্নিই একমাত্র শক্তি যার দ্বারা মানুষ একদিন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

প্রমিথিউসের প্রতি ক্রোধ এবং মানুষের তিল তিল উন্নতি খর্ব করার জন্য তিনি অগ্নিকে হরণ করলেন। যে শমীবৃক্ষ থেকে অরণিকাষ্ঠ নিয়ে মানুষ আগুনের ব্যবহার করত সেই অরণিকাষ্ঠকেই তিনি মানব-

চক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অগ্নির উৎস স্বরূপ যে চকমকি পাথর তাও তিনি কেড়ে নিলেন পৃথিবীর বুক থেকে।

হাহাকার উঠল মানবজীবনে। অগ্নিহীন জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। কেননা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অগ্নি এক অপরিহার্য সম্পদ। শীত এসে আক্রমণ করল অতর্কিত পশুর মত। এতটুকু উত্তাপের অভাবে জগৎ বুঝি রসাতলে যায়। নিহত পশুর কাঁচা মাংসে একদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্তি করত মানুষ। কেননা সেদিন তারা জানত না সিদ্ধ মাংসের আস্বাদন। ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত রসনা অসিদ্ধ মাংসের স্বাদ ভুলে গেল। এখন অগ্নিহীন ধরণী বুঝি বুভুক্ষায় মরে। খাদ্যহীন অনশনে জীবন বুঝি লুপ্তির পথে যেতে চায়।

উর্ধ্ববাহু মেলে মানবপিতাকে স্মরণ করে মানবসন্তানেরা। একটু আলো। একটু উত্তাপ। একটু আগুন দাও। একটু বাঁচতে দাও প্রভু। হে পিতা, এই প্রবল সংকটে তুমি এসো মূর্তিমান উদ্ধারের প্রতীক হয়ে।

এদিকে মানবপিতাও বসে ছিলেন না। সন্তানের হাহাকার তিনি অনেক পূর্বেই টের পেয়েছিলেন। মানবপুত্রের ক্রন্দন তাঁকে করল আরো বিচলিত। আরো অস্থির। আরো তৎপর।

ছুটে গেলেন তিনি দেবরাজের কাছে।

'এ কেমন আপনার ব্যবহার দেবরাজ। সামান্য মানুষকে বিনা অপরাধে আপনি অগ্নি হতে বঞ্চিত করলেন?'

অলিম্পাস পর্বতশীর্ষে জিউস তখন ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল হাসির রেখা নিয়ে পৃথিবীর মানুষের দুর্দশা উপভোগ করছেন। মনে মনে মানব-দরদী প্রমিথিউসের হৃদয়বেদনার কথা স্মরণ করে প্রীত হচ্ছেন। সহসা প্রমিথিউসকে দেখে তাঁর ভ্রূরেখা বঙ্কিম হল। গর্বোন্নত মস্তকটি একটু বাঁকিয়ে প্রমিথিউসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর যেন কিছুই জানেন না বা ক্ষণপূর্বে প্রমিথিউসের কথা শ্রবণ করেননি এমন ভাব দেখিয়ে বললেন, 'আসুন আসুন ইপেটাস তনয়,

মহাপ্রজ্ঞাবান, দেবশ্রেষ্ঠ, ভবিষ্যৎবক্তা, মানবহিতৈষী মহান প্রমিথিউস। এই অধমের কাছে আপনার মত জ্ঞানী পুরুষের আবির্ভাবের কারণ জানতে পারলে বাধিত হই।'

মহাজ্ঞানী প্রমিথিউস কিন্তু জিউসের এই ব্যঙ্গোক্তিতে কান দিলেন না। পূর্বের মতই ধীর এবং দৃঢ় কণ্ঠে নিজের প্রশ্ন ফিরিয়ে দিলেন জিউসের কাছে, 'সামান্য মানুষকে বিনা অপরাধে কেন আপনি অগ্নি হতে বঞ্চিত করলেন?'

'কৈফিয়ত চাইছেন নাকি দেবনন্দন?'

'এতবড় মহামূর্খ বলে নিজেকে আমি মনে করি না যে দেবরাজ জিউসের কাছে তাঁর কাজের জন্য কৈফিয়ত চাইব। কারণ আমি জানি তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেন। তবে এ প্রশ্ন করার অধিকার আমার আছে বলেই আমি এ প্রশ্ন করছি।'

'অধিকার? কিসের অধিকার?'

'ভালবাসার।'

'ভালবাসা?'

হ্যাঁ দেবরাজ। ভালবাসা। যা আপনার স্বভাবে নেই।'

'স্পর্ধা অতিক্রম করবেন না প্রমিথিউস। জিউস একমাত্র নিজেকে ছাড়া অন্যের কাছে কোন কাজের জবাবদিহি করে না। অন্যের মুখে নিজের সমালোচনা শুনতেও সে অভ্যস্ত নয়। সে যাই হোক, দেবতা হয়ে মানুষকে ভালবাসবেন কোন্ কারণে?'

'কারণ একটাই প্রভু। তারা আমার সন্তান। মানবজাতি আমার মানসপুত্র। আমার কল্পনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।'

'কিন্তু আপনি কি জানেন অযথা মনুষ্যপ্রীতি আমি পছন্দ করি না?'

'জানি।'

'আপনি কি জানেন ঐ ক্ষুদ্রাকার জীবটিকে আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারি না?'

'জানি।'

'আপনি কি জানেন আমি ওদের ধ্বংস চাই?'

'যেদিন আপনি মানুষের কাছ থেকে অগ্নিকে কেড়ে নিয়েছেন সেদিনই বুঝেছি আপনি ওদের মৃত্যুকামী।'

'তাহলে আপনি কেন ওদের হয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন?'

'তার কারণ আমি আপনাকে অন্যায় থেকে বিরত করতে চাইছি।'

'দেবরাজ জিউসের কর্মের সমালোচনা করছেন আপনি? এতদূর স্পর্ধা? আপনি কি জিউসের ক্রোধ ভুলে গেছেন?'

স্মিত হাসলেন প্রমিথিউস। তারপর বললেন, 'দেবরাজ বোধহয় নিজেই নিজের বিস্মৃতির কথা আমাকে জানালেন। কারণ তাঁর জানা উচিত প্রমিথিউস এমনই একজন পুরুষ যে কোনকিছু ভুলে যায় না। অতীতের সব কথা তার স্মরণে থাকে। বর্তমানকে সে চিনতে ভুল করে না। ভবিষ্যৎ সে দেখতে পায়!'

'আপনি কি বলতে চাইছেন প্রমিথিউস?'

'বলতে চাইছি সর্বশক্তিমান জিউসের এই মতিবিভ্রম সুলক্ষণ না। অযথা শক্তির অপচয় পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।'

'ভয় দেখাচ্ছেন?'

'সঠিক পথ চিনতে সাহায্য করছি।'

'দেবরাজকে আপনি পথের নিশানা দিতে চাইছেন?'

'বিভ্রম যদি ঘটে থাকে তাহলে স্মরণ করিয়ে দিই, প্রমিথিউসের প্রদর্শিত পথ ছাড়া জিউস কোনদিনও স্বর্ণসিংহাসন লাভ করতে পারতেন না।'

'আমিও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এ আপনার মূর্খতার পরিচয়।'

'মূর্খতা? যেমন?'

'আপনি যদি মূর্খ না হতেন তাহলে আমাকে কখনই স্বর্ণসিংহাসনে

আরোহণ করার পথ দেখাতেন না। নিজেই সেটি দখল করে বসতেন।'

'এই নির্বোধ উক্তি আপনাকে মানায় না দেবরাজ। কারণ আপনার জানা উচিত প্রমিথিউস বীর। প্রমিথিউস জ্ঞানী। প্রমিথিউস অন্য-শক্তিতে শক্তিমান। সামান্য সিংহাসনের লোভ তাকে প্রতারিত করতে পারবে না। সে যাই হোক বৃথা তর্কে তর্ক বৃদ্ধি পায়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তাতে।'

'আমার কাছে আসার কি উদ্দেশ্য আপনার?'

'উদ্দেশ্য আমার একটাই। শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানবজাতির উপর আপনার অহেতুক ক্রোধ দমন করুন। তাদের পুনর্বার উত্তাপ ফিরিয়ে দিন।'

'অহেতুক ক্রোধের কথা যখন স্মরণ করালেন তখন বলি মনুষ্যজাতির উপর আমার এই ক্রোধ কি একেবারেই অর্থহীন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে প্রমিথিউস বললেন, 'হ্যাঁ জিউস, তাদের উপর আপনার এই ক্রোধ সত্যই অর্থহীন। আমার প্রতি বিদ্বেষবশত আপনি তাদের শাস্তি দিচ্ছেন। আসলে আপনি তাদের শাস্তি দিচ্ছেন না। আপনি নিজেই নিজের কাছ হতে পালাতে চাইছেন।'

'এ কথার অর্থ?'

'আপনি ভয় পেয়েছেন দেবরাজ। মনুষ্যশক্তির কাছে একদিন পরাজিত হবার আশঙ্কায় আপনি রীতিমত ভীত। তাই চাইছেন এখনি তাদের সমূলে নির্বংশ করতে?'

'আপনি প্রলাপ বকছেন প্রমিথিউস। নিজেকে আর মহাজ্ঞানী বলে প্রচার করবেন না।'

'বেশ ভালো করেই আপনি জানেন আমার কথাগুলো কত বড় সত্য, আর এও আপনি জানেন—'

বাধা দিলেন জিউস। ক্রোধে আর অপমানে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, 'চুপ করুন প্রমিথিউস, আপনার

কাছ থেকে আমি আর কোন জ্ঞানের কথা শুনতে চাই না। শুনতে চাই না কোন হিতোপদেশ। আপনি আমার সম্মুখ থেকে চ'লে যেতে পারেন। আপনি প্রমিথিউস না হয়ে অন্য কেউ হ'লে উচিত শাস্তি সে এতক্ষণে পেতো। দৈবাৎ—

'থামলেন কেন দেবরাজ—বলুন আরো কিছু—'

'আপনি চলে যান এখান থেকে—'

'না।'

তেজোদীপ্ত গম্ভীর কণ্ঠের প্রতিবাদে চমকে উঠলেন জিউস। আজ পর্যন্ত এইভাবে কেউ সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে 'না' বলার সাহস রাখেনি। মন্ত্রমুগ্ধের মত কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন প্রমিথিউসের দিকে। তারপর মুহূর্তের অন্যমনস্কতা সরে গেলে সম্বিৎ ফিরে পেলেন জিউস। বললেন, 'তাহলে আপনি কি করতে চাইছেন ?'

'কিছুই করতে চাইছি না। কেবলমাত্র তাদের হৃতসম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কিন্তু জিউস যা নেয় ফেরত দেবার জন্য নেয় না।'

'তাহলে এটাও মনে রাখবেন প্রমিথিউস যা চায় সে জানে তা কেমন করে পেতে হয়। চেয়ে না পেলে কেড়ে নিতেও সে জানে।'

কষ্টায়ত্ত ক্রোধ আর আয়ত্তে রাখতে পারলেন না জিউস। সশব্দ হুঙ্কারে যেন ফেটে পড়লেন। অলিম্পাস পর্বত বুঝি কেঁপে উঠল, 'আঃ প্রমিথিউস—চুপ করুন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি সর্বশক্তিমান জিউস—'

'তাহলে আপনিও ভুলে যাচ্ছেন সর্বশক্তিমান, আমি ইপাটাসের পুত্র মহাজ্ঞানী প্রমিথিউস, সাগরিকা থেমিস আমার মা। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আপনার পতন আসন্ন—গদীচ্যুত জিউসের হাহাকারে একদিন আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হবে—আমি চললাম। কিন্তু মনে রাখবেন, আগুন আপনাকে ফেরত দিতেই হবে—মানুষের ন্যায্য প্রাপ্তিকে আপনার স্বৈরাচারী নীতি দাবিয়ে রাখতে

পারবে না। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আপনার কাছ থেকে আগুন ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দোব। তাদের শিখিয়ে দোব কেমন করে উত্তাপকে আগলে রাখতে হয় হৃদয়ের মধ্যে। কেমন করে ছড়িয়ে দিতে হয় আগুনকে ঘরে ঘরে। কেমন করে পরম সম্পদের মতো আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয় চোখের মণিতে। তখন আপনি লক্ষবার অপহরণ করেও আগুনের উৎসকে পৃথিবী থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না।'

চলে গেলেন মহামতী প্রমিথিউস। ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলেন জিউসের সংস্রব।

এদিকে প্রমিথিউস জিউসের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে চাইলে কি হয়! জিউস কিন্তু এত সহজে তাঁকে রেহাই দিলেন না। রেহাই যে তিনি পাবেন না তা জানতেন। কারণ স্বার্থান্বেষী এবং ঈর্ষাপরায়ণ এই দেবতাটির চরিত্রে ন্যায়নীতিবোধের কোন বালাই নেই। বরং অধিকাংশ সময় উন্মত্ত ক্রোধে তিনি জ্ঞানহীনের মত কাজ করে থাকেন। প্রমিথিউসের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ আর যারই থাক জিউসের নেই। সুযোগসন্ধানী জিউস একটি সুযোগ পেলেই তাঁকে ধ্বংস করবেন এ কথা বেশ ভালোভাবেই প্রমিথিউস জানেন। তাই তিনিও আর সময় নষ্ট করলেন না। পরিপূর্ণ ধ্বংসের পূর্বেই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করে যাবেন। জিউসের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা রাখতেই হবে। মানুষের কাছে যেমন করেই হোক উত্তাপ পৌঁছে দিতেই হবে। কারণ একথা তিনি নিশ্চিত জানেন কোনদিনও দয়া-পরবশ হয়ে জিউস অগ্নিকে ফেরত দেবেন না। তা তাঁর দেবগরিমায় আঘাত করবে। শক্তির মহা উৎস অগ্নিকে তিনি করতে চান আপন কুক্ষিগত। ত্রিভুবনে দেবতারাই একমাত্র সকল শক্তির অধিকারী হবেন এই তাঁর বাসনা। প্রমিথিউস বোঝেন এ এক ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব। কারণ, জল বাতাস মাটি আগুন আর মহাশূন্য এরা কারো একার না। এরা কারো একভোগ্যা হতে পারে না। ত্রিভুবনের প্রতিটি

প্রাণীর সমান অধিকার আছে এই সব ভোগ করার। যদি কেউ তাতে বাদ সাধেন তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হতে পারে না।

তবুও প্রমিথিউস আর কাল ক্ষেপণ করলেন না।

* * * *

সে এক আশ্চর্য গভীর অমা রাত। মসীলিপ্ত আকাশের বুকে একটিও তারা দেখা যায় না। দূর আসীন একটি নক্ষত্রের সামান্য আলোর আভাসও নেই। তবু রাতের বয়েস বাড়ে। তৃতীয় প্রহর পার হয়ে চতুর্থ প্রহরে পদার্পণ করল। দেবতারা তখন সুখনিদ্রায় আসীন। বন্যপশু অথবা পক্ষীরাও তাদের আবাসস্থলে বিশ্রামরত। এ এমনই এক গভীর রাত নিশাচর প্রাণীরাও বনেপ্রান্তরে নির্বিকার ভ্রমণে বের হয়নি। সবাই যেন এক মহাসুপ্তিতে মগ্ন।

কিন্তু ত্রিভুবনে একজন প্রাণীর চোখে ঘুম নেই। নিদ্রাদেবী তাঁকে বেশ কয়েকদিন যাবৎ পরিত্যাগ করে গেছেন, তিনি প্রমিথিউস। তাঁর চোখে একটি মাত্র জাগ্রত স্বপ্ন আলো চাই, উত্তাপ চাই, মানুষের জন্য প্রাণের উৎসবহ্নি চাই। কদিন যাবৎ তিনি মানসিক চিন্তায় বলা যায় প্রায় বিপর্যস্ত। কোন্ উপায় তিনি মানুষের বাঁচার রসদ ফিরিয়ে দেবেন। অবশেষে তিনি বুদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। আর তার জন্যেই এই নিদ্রাহীন অপেক্ষা। এই ক্লান্তিকর রাত্রি জাগরণ।

সূর্যদেব অ্যাপোলের প্রাসাদ সন্নিকটে প্রায় নিঃশব্দে তিনি অপেক্ষা করছেন রাত্রির সেই দ্বিতীয় প্রহর হতে। উষালগ্নেই অ্যাপোলো দিনপরিক্রমায় নির্গত হবেন। তাঁর রথচক্রের ঘর্ষণে নির্গত হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তেজ বড় প্রখর। সেই স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যে বিদ্যুৎশক্তি রয়েছে তার একটি কণাও যদি পৃথিবীর মানুষের তেজভাণ্ডারে প্রেরণ করা যায় তবে এই সংকট থেকে মনুষ্যজাতি ত্রাণ পেতে পারে। অনেক চিন্তার পর প্রমিথিউস আবিষ্কার করেছেন সূর্যদেবের রথচক্রের স্ফুলিঙ্গ থেকে নির্গত বিদ্যুৎশক্তিকে ধরে রাখার ক্ষমতা আছে শুষ্ক নলখাগড়ার। তাই তিনি একটি শুষ্ক নলখাগড়া হাতে নিয়ে

সমানে অপেক্ষা করে আছেন প্রভাতের আশায়। তাঁর এই অভিযানের কথা কেউ জানে না। জানলে এতক্ষণে জিউসের কানে সেকথা নিশ্চয় চলে যেত। আর জিউস জানা মানেই সব পরিশ্রমের সমাপ্তি। কে জানে জিউস মনে মনে কি ভাবছেন। প্রমিথিউসকে শাস্তিদানের কথা কি ভেবেছেন তা এখনও জানা হয়নি। অবশ্য শাস্তির জন্য প্রমিথিউস ভীত নন। সঙ্কল্প সিদ্ধ হবার পর যে কোন অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই।

অবশেষে প্রভাত আসে। গভীর রাতের তামস কালিমা ধীরে ধীরে সরে যায়। স্বল্প আলোর আভাস এখন দশদিক উজ্জ্বল করে তুলছে। আর দেরী নেই। এখনই সূর্যদেব তাঁর প্রাসাদ পরিত্যাগ করবেন। হ্যাঁ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে অ্যাপোলোর রথ। স্বর্ণনির্মিত উজ্জ্বল রথটি ধীরে ধীরে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসছে। সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে তপনের প্রথম দ্যুতি।

নিজেকে যথাসম্ভব লুক্কাইত রাখলেন প্রমিথিউস। তারপর দেখলেন রথটি ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। রথচক্রের ঘর্ষণে সমস্ত পথটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে তপ্ত তরল স্বর্ণকণা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে চক্রযানটি যখনই তাঁর সম্মুখভাগ অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে হস্তধৃত সেই নলখাগড়াটি ছুঁইয়ে নিলেন চক্রস্ফুলিঙ্গে। এবং চকিতেই তাকালেন রথারোহীর দিকে। সূর্যদেব অ্যাপোলো প্রসন্নমুখে সম্মুখ-পানে তাকিয়ে আছেন। প্রমিথিউসকে তিনি লক্ষ্যই করেননি।

মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেন প্রমিথিউস। অ্যাপোলোর দৃষ্টিকে তিনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন। সূর্যদেব যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন প্রমিথিউসের গোপন উদ্দেশ্য অথবা যদি তিনি অ্যাপোলোর কাছে ধরা পড়ে যেতেন তাহলে কে জানে, আজ হয়ত কোনদিনও মানুষকে আলো আর উত্তাপে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন না। তাপহীন পৃথিবী আর তার সকল বাসিন্দা একদিন অন্ধকারের শীতলতায় নিশ্চিহ্ন

হয়ে যেতো। আপন কর্ম সমাধানান্তে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন প্রমিথিউস বিদ্যুৎপুষ্ট নলখাগড়াটি নিয়ে। সেটি তখন এক জ্বলন্ত শক্তিবিশেষ।

নেমে এলেন প্রমিথিউস মাটির পৃথিবীতে। অনন্ত তেজশক্তি হাতে। এই একটি মাত্র জ্বলন্ত অগ্নিউৎস পৃথিবীকে সকল শৈত্যিকতা থেকে মুক্তি দেবে।

হলও তাই। ঘরে ঘরে প্রজ্বলিত হল আলো। শীতল অন্ধকার সরে গিয়ে ফিরে এলো উত্তপ্ত রোশনাই। শৈত্যিক নির্জীবতা থেকে মানুষ স্বস্তির উত্তপ্ততায় হাস্যমুখ হল।

সময় বড় স্বল্প। কে জানে এতক্ষণে জিউস সব কিছু জানতে পেরেছেন কিনা। তাই এখনই ঘরে ঘরে পেঁাছে দিতে হবে অগ্নির জ্বলন্ত উপস্থিতি।

কালবিলম্ব না করে প্রমিথিউস মানুষকে শেখালেন কেমন করে জীবনের সর্ব কর্মে, সর্ব অর্থে অগ্নিকে ব্যবহার করতে হয়। কেমন করে অগ্নিজাত বিদ্যুৎশক্তিকে উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করতে হয়। কেমন করে শক্তির উৎসমুখ অনির্বাণ রাখতে হয়।

তারপর একদিন সবকিছু সমাপ্ত করে, জীবনের এক মহান ব্রত সমাধা করে, জিউসের সকল দম্ভে কুঠারাঘাত শেষে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন স্বর্গরাজ্যে। আর তাঁর কোন দুর্ভাবনা নেই। নেই কোন মহাপতনের ভয়। অদ্বিতীয় প্রমিথিউস, প্রজ্ঞবান মহাপুরুষ আর কোন অশুভশক্তির জিঘাংসা-সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় পান না। কেবল জিউস কেন এখন ব্রহ্মাণ্ডের কোন মহাশক্তির সাধ্য নেই মানুষের কাছ থেকে উত্তাপ কেড়ে আনতে পারে। একটি অগ্নিশলাকা চুরি গেলে মানুষ এখন লক্ষ অগ্নিশলাকা নির্মাণ করতে পারবে। একটি অমঙ্গল হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মানব এখন সহস্র অগ্নিবান নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবে।

আর কোন চিন্তা নেই। নেই কোন ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা। এখন তিনি সবকিছুর চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত।

ওদিকে দেবরাজ জিউসও সবকিছু জানতে পেরেছিলেন। একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন পৃথিবীপৃষ্ঠে আলোর সংকেত। ঘরে ঘরে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখে চমকে উঠলেন। আর তখনি বুঝলেন এতদূর স্পর্ধা কার হতে পারে। একমাত্র প্রমিথিউস ছাড়া আর কারো শক্তি নেই জিউসের বিরুদ্ধাচারণ করে। আর কারো কণ্ঠস্বর জিউসের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে যেতে পারে না। এই একজন শক্তিমান, বীর্যবান, আর মহাজ্ঞানী দেবতা আছেন যিনি মহাবলী জিউসের বিপক্ষে দাঁড়াবার সাহস রাখেন। একথা জিউসও, যতই অস্বীকার করুন না কেন, বেশ ভালোভাবেই জানেন মন্ত্রণাদাতা প্রমিথিউস ছাড়া স্বর্গরাজ্য আর স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসন তাঁর ভাগ্যে আসত না। খানিকটা সমীহ হয়ত তিনি সেই কারণেই করে এসেছেন প্রমিথিউসকে। কিন্তু এই মুহূর্তে জিউসের অন্ধশক্তির দম্ভ নিদারুণ আক্রোশে লক্ষগুণ জ্বলে উঠল। দুর্বিনীতের উদ্ধত আস্ফালন তিনি কোনমতেই সহ্য করতে পারেন না। তা তিনি যত বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী হোন না কেন।

অবশ্য জিউস এও জেনে গেছেন প্রমিথিউস আর জিউসবান্ধব নন। তিনি এখন ঘোরতর দেববিদ্বেষী। এই ঘটনার পরেও, যদি তিনি প্রমিথিউসকে শাস্তি প্রদান না করেন তাহলে সর্বদেবসমক্ষে তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবেন। ঘোরতর দেববিদ্বেষী জেনেও যদি তিনি প্রমিথিউসের যোগ্য শাস্তি নির্বাচন না করেন তাহলে দেবগণ তাঁকে ধিক্কার দেবে। অপবাদ দেবে ক্ষমতা সীমিত হওয়ার জন্যে। অথবা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট করে জিউসকে উপহাস করবে অন্তরালে।

না, সে অসম্ভব। সে হতে পারে না। এইতো মাত্র কদিন পূর্বের ঘটনা। যজ্ঞস্থলে কি নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে সকল দেবের উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন তিনি। আর এই সব কিছুর মূলে ঐ ধূর্ত প্রমিথিউস।

হ্যাঁ, প্রমিথিউস সত্যাই বড় ধূর্ত। আর কি এক অদ্ভুত বিদ্যার অধিকারী

তিনি তা ভেবে জিউস মাঝে মধ্যে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। চোখের সামনে তাঁর আগামী দিনের সব ঘটনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর তার ফলেই জিউসের সমস্ত কর্মধারা, সমস্ত চিন্তা পূর্বাহ্ণেই জেনে ফেলেন প্রমিথিউস।

তথাপি জিউস এতদিন ভেবেছিলেন হয়ত প্রমিথিউস, অনেক শক্তির অধিকারী হয়েও, জিউসের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু তাঁর অত্যধিক মানবপ্রীতির ফল দেববিদ্বেষ। আর কোনমতেই তা সহ্য করা যায় না। কয়েকদিন থেকেই তিনি চিন্তা করছিলেন এই ধূর্ত প্রমিথিউসকে কিভাবে শাস্তি প্রদান করা যায়। কারণ এখন প্রকারান্তরে প্রমিথিউস জিউসের শত্রু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

মর্তলোকে পুনর্বার আগুনের সমারোহ দেখে নিজেই নিজের কপালে করাঘাত করলেন। বড় দেরি হয়ে গেল। প্রমিথিউসকে শাস্তিদানের কথা তিনি অনেকদিনই ভেবেছেন, কিন্তু কোন এক পিছুটানে তা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না। সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত কার্যরূপ অনেক আগেই সম্পন্ন করা উচিত ছিল। শত্রুকে সুযোগ দেওয়া বিজ্ঞ রাজনের কাজ না। রাজনীতি সেকথাই বলে। আর সেই জাড্যের ফলশ্রুতি ঘৃণ্যমানুষের কাছে আগুন পৌঁছে যাওয়া।

নির্জন অলিম্পাস শীর্ষে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্তে আসতে আর তাঁর দেরি হল না।

চিরঘৃণ্য দুর্বল মানুষের কাছে আজ প্রমিথিউসের বিশ্বাসঘাতকতায় আগুন সুলভ্য। এমনকি জিউস এও বুঝেছেন প্রমিথিউসের শিক্ষায় মানুষ আজ নতুন ভাবে আলোকপ্রাপ্ত। অজ্ঞানতার অন্ধকার তাদের দূর হয়েছে। শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে দুর্বৃত্ত মানুষ আজ পরিশ্রমী, সংগ্রামী এবং সংযমী। তারা আর পূর্বের মত সরল এবং বোকা না। এখন এত সহজ হবে না পূর্বের মত তাদের কাছ থেকে আগুন ছিনিয়ে আনা।

ফন্দী আঁটলেন জিউস। প্রমিথিউস প্রদত্ত এক অস্ত্রে তারা শক্তিশালী হলেও নতুন আর এক মারাত্মক অস্ত্রে তাদের দুর্বল করতে

হবে। আজ জিউস ইচ্ছা করলেই হয়ত ঐ ক্রমবর্ধমান শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন না। কিন্তু এমন একটি অস্ত্র তাদের উপর প্রয়োগ করবেন, আগামী পৃথিবীতে অনন্তকাল মানবজাতি তার ফল ভোগ করবে। আর প্রমিথিউসের জন্যও শাস্তির ব্যবস্থা তিনি নির্ধারণ করেই রেখেছেন।

ডাক দিলেন পুত্র বিশ্বকর্মা হেপাস্টাসকে। এখন যা কিছু পরবর্তী কর্ম সব হেপাস্টাসের দক্ষতার উপরই নির্ভর করছে। হেপাস্টাসের ঠিকমত সাহচর্য আর সহযোগিতা পেলে তাঁর সিদ্ধান্ত অচিরেই কার্যে রূপান্তরিত হতে পারে। মনে মনে ভাবলেন এবার কার শক্তির দৌড় কতটা তাই প্রমাণিত হবে।

ক্ষণকাল পরেই জিউস সমীপে এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বকর্মা হেপাস্টাস। অবনত প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলেন জিউসের দিকে-- কারণ জিউস তখনও চিন্তামগ্ন। আর চিন্তামগ্ন জিউসের ধ্যানভঙ্গ গর্হিত কর্ম।

অবশ্য হেপাস্টাসকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কারণ তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে হেপাস্টাসেরই অপেক্ষায় ছিলেন। চকিতে নিজের মুখরেখা পরিবর্তন করে বেশ সহাস্য বদনেই বললেন, 'স্বর্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তুমি, তাই না হেপাস্টাস?

মাথা নিচু রেখেই হেপাস্টাস বললেন, 'পিতা জিউস যেমনভাবে যাকে দেখতে পছন্দ করেন – আমি তার বেশী কিছু না।'

'বেশ, প্রসন্ন হলাম তোমার বাক্য বিন্যাসে। কিন্তু তুমি এখনও সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হতে পারনি পুত্র হেপাস্টাস।'

'আমার অক্ষমতা আমি স্বীকার করছি পিতা। তবে উপযুক্ত কর্ম পেলে নিজের যোগ্যতা এবং দক্ষতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হতে পারি।'

'আবারও সন্তুষ্ট হলাম তোমার বিনয়ে। এবং বিনয়ই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ গুণ। আমি আশা করি তুমি নিজেকে অচিরেই বিশ্বকর্মা হিসাবে প্রমাণিত করবে।'

'আদেশ করুন প্রভু।'

'প্রমিথিউস তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী একথা কি তুমি স্বীকার কর?'

'প্রমিথিউস মহান। মহাবিদ্বান এবং মহাজ্ঞানী। তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না।'

'আমি বিশ্বাস করি না। স্বীকারও করি না প্রমিথিউস তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আমি চাই তুমি আর একবার প্রমাণ কর তুমিই সংসারের শ্রেষ্ঠ কর্মী, শ্রেষ্ঠ শিল্পী।'

'আদেশ করুন। আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

'তুমি নিশ্চয়ই জান মনুষ্যজাতি প্রমিথিউসের সৃষ্টি। দেবতার অবয়ব অনুকরণে সে সৃষ্টি করেছে মানব সম্প্রদায়কে। সে প্রমাণ করতে চায় মানব জাতি ভগবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। বুদ্ধি এবং জ্ঞানে তারা নাকি দেবকুলকে অতিক্রম করবে। সে যাই হোক, আমি তোমাকে আদেশ করছি মানুষের আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট একটি নারীমূর্তি তুমি তৈরী কর। সে হবে অপরূপা, অনন্যা। সৌন্দর্যে সে আফ্রোদিতির কাছে পৌঁছবে। অবশ্য তার থেকে সুন্দরী সে নিশ্চয়ই হবে না। তবে তাকে দেখে যে কোন মানুষই মুগ্ধ হবে এমনই অনির্বচনীয়া হবে সে।'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে হেপাস্টাস বললেন, 'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন পিতা। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝলাম না। দেবতা হয়ে আর এক দেবতার কেন অকারণ প্রতিদ্বন্দ্বী হব তাও বুঝতে পারছি না।'

কণ্ঠে কিঞ্চিৎ ক্রোধ আর উষ্মা এনে জিউস বললেন, 'যদিও তোমাকে আমি আমার উদ্দেশ্য বোঝাতে বাধ্য নই, তবু তোমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই বলি, অহঙ্কারী প্রমিথিউসের দম্ভের শেষ হওয়া উচিত। মনুষ্যজাতিকে সৃষ্টি করে সে বর্তমানে বড় দাম্ভিক। তার জানা উচিত চেষ্টা করলেই আরো কেউ এমন কিছু অনায়াসেই সৃষ্টি করতে পারে।'

যদিও জিউসের ব্যাখ্যা হেপাস্টাসের মনঃপূত হল না। এই সামান্য কারণে প্রমিথিউসের মত দেবসুহৃদের প্রতি জিউসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার

মনোভাব তাঁর সত্যের অপলাপ বলেই মনে হল। নিশ্চয়ই এর অন্তরালে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে দেবরাজের। তবু হেপাস্টাস আর প্রশ্নোত্তরে গেলেন না। বদ্‌রাগী জিউসের ক্রোধভাজন হবার কোন বাসনা তাঁর নেই।

চলে আসছিলেন হেপাস্টাস। পুনর্বার জিউসের আহ্বানে ফিরে তাকালেন, 'শোন হেপাস্টাস, কাজটি তুমি অতি সত্বর শেষ করবে। এ ছাড়াও অন্য আর একটি কাজের ভার তোমায় দিচ্ছি। মনে রেখো এটিও অতি প্রয়োজনীয় কিছু। একটি লৌহবলয় সম্বলিত শৃঙ্খল। বিশেষ কর্মদক্ষতায় নিজের হাতে তোমায় তৈরী করতে হবে। মনে রেখো কোন দেবতারও সাধ্য হবে না সেই শৃঙ্খল এবং বলয় ছিন্ন করতে পারে। আর বেশী কিছু প্রশ্ন কোর না। জানতেও চেওনা এর কি উদ্দেশ্য।'

অদম্য কৌতূহল দমন করে চলে গেলেন জিউসতনয় হেপাস্টাস। এরপর তিনি ডাকলেন তাঁর দুই ভয়ঙ্কর অনুচরকে। ক্রাতোস আর বীয়া। নিম্নস্বরে তাদেরও দিলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ। আর অপেক্ষায় রইলেন হেপাস্টাসের কর্মতৎপরতার।

অবশ্য হেপাস্টাস খুব বেশী সময় নিলেন না। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তৈরী করলেন এক অপরূপা নারী। দেবীদের অনুরূপ তার গড়ন। স্বর্গসভায় হেপাস্টাস সেই মূর্তিকে যখন প্রত্যক্ষ করালেন, দেববাসীদের মধ্যে নিমেষে হৈচৈ পড়ে গেল। এমন ক্ষুদ্রাকৃতি, অনেকটা মনুষ্য-আকৃতির মত, অথচ নিখুঁত সুন্দরী রমণী তাঁরা এর আগে কেউ দেখেননি। স্বয়ং জিউসও ভাবতে পারেননি হেপাস্টাস এমন অসম্ভব এক সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। হেপাস্টাসের শিল্পকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে সভাকক্ষে উপস্থিত সব দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই রমণীকে তোমরা সাজাও। তোমাদের খুশি মত ওকে শিক্ষা দাও।'

জিউসের মনোভাব এখনও তাঁরা কেউ বুঝতে পারেননি। কিছুট

বিস্মিত হয়েই তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। তবু সর্বাধিনায়কের আদেশ পালন করতেই হবে; বিনা প্রশ্নে। সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন প্রেমদেবী আফ্রোদিতি। সুরূপার অঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন মোহিনী আবীর। আয়ত নয়নে রাখলেন কটাক্ষশর। অন্তঃকরণে ভরিয়ে দিলেন প্রেমের তৃষ্ণা। আর পুরুষহৃদয় মথিত করার জন্য কণ্ঠে দিলেন অনুরাগের কাকলি।

এলেন এথেনা। শিক্ষা দিলেন নারীর কর্ত্তব্য কি। নারী জীবনে গভীর গোপন তথ্যাদিও সরবরাহ করলেন। তারপর একে একে এলেন হারমেস কারিটেজ আর হোরা।

সেই নিষ্পাপ কন্যার হৃদয়ে আফ্রোদিতি দিয়েছিলেন প্রণয়ের লিপ্সা। হারমেস দিলেন প্রতারণার স্বভাব। ছলনাময়ী রহস্য। কারিটেজ আর হোরাও কম গেলেন না। তাঁরা সাজালেন তাকে অতি সূক্ষ্ম আর মিহি বুননের লোভনীয় আঁটোসাঁটো পোশাকে। পুষ্প অলংকারে করলেন সজ্জিত। আর মাথায় পরালেন স্বর্ণমুকুট।

অবশেষে জিউস স্বয়ং এগিয়ে এলেন। দিলেন পাষাণ-প্রতিমায় প্রাণ আর বুদ্ধি। নাম দিলেন প্যানডোরা।

এছাড়াও তিনি সেই রমণীর হস্তে সমর্পণ করলেন একটি পেটিকা। যার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল কিছু গোপন সম্পদ। কি ছিল তা তিনি প্রকাশ করলেন না কারো কাছেই।

পেটিকার মধ্যে যা ছিল তা জানতেন একমাত্র প্রমিথিউস। কারণ পৃথিবীর পক্ষে যা কিছু খারাপ আর অমঙ্গলের জিউসের অলক্ষ্যে সেই সবকিছু তিনিই বন্দী করে ঐ পেটিকার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর সেটিই এই সুন্দরী রমণীকে উপহার হিসেবে প্রদান করার কারণ উপলব্ধি করতে লাগলেন।

এদিকে সকলেই ভাবলেন না জানি কি অমূল্য সম্পদ রয়েছে সেই পেটিকার মধ্যে। বিশেষ দেবরাজ জিউস প্রদত্ত উপহার।

সকল সাজ সমাপ্ত হলে দেবতাদের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক রেষারেষি

দেখা দিল। অসামান্যা সুন্দরী প্যানডোরাকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য তাদের মধ্যে এক গোপন ঈর্ষার খেলা শুরু হল। প্রত্যেকেই চাইলেন এই স্ত্রীধন তাঁর একার হোক। প্রত্যেকেই ভাবলেন বিশ্বকর্মা নির্মিত এবং দেবদেবীর দানে পুষ্ট এই রমণীটিকে দেবরাজের কাছ থেকে উপহার হিসাবে চেয়ে নেবার কথা।

কিন্তু যে মুহূর্তে দেবরাজ জিউস তাঁর এক অনুচরকে আদেশ করলেন ঐ সুন্দরী রমণীটিকে প্রমিথিউস ভ্রাতা এপিমিথিউসের কাছে প্রেরণ করার কথা, সেই মুহূর্তেই ঐ রমণীকে নিজের করে পাবার বাসনা সকলেই ভুলতে বাধ্য হলেন। কারণ প্রত্যেকেই জানেন জিউস যাকে অন্যের কারণে সৃষ্টি করেছেন তাকে পাবার আর কোন উপায় নেই। এবং এও সকলেই বুঝলেন বিনা উদ্দেশ্যে জিউস কোন কাজই করেন না। নিশ্চয়ই এই উপঢৌকনের পিছনে জিউসের কোন অন্তর্নিহিত ইচ্ছা কাজ করছে। বিশেষ তা যখন এক সুন্দরী রমণী। কেননা সুন্দরী রমণীতে জিউসের প্রবল আসক্তি। প্রত্যেকেই তখন পরবর্তী দৃশ্যের অপেক্ষায় রইলেন।

এদিকে সব সংবাদ পৌঁছে গেল প্রমিথিউসের কাছে। যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন ঐ অসাধারণ সুন্দরী রমণীকে জিউস শ্রেষ্ঠ সম্পদে সজ্জিত করে তাঁরই ভ্রাতা এপিমিথিউসের কাছে প্রেরণ করেছেন, সেই মুহূর্তেই এক অজানিত আশংকায় তাঁর হৃদয়মূল পর্যন্ত কেঁপে উঠল! দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেলেন এর ভয়াবহ পরিণতি। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে যেতে চেয়েছিলেন ভাই এপিমিথিউসের কাছে। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। বন্দী হলেন ক্রাতোস আর বীয়ার হস্তে।

বন্দীত্ব বরণ করার পূর্বে তিনি অনুনয় করেছিলেন সেই অনুচরদের কাছে, মাত্র একটি বারের জন্য তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। কিন্তু অনুচরদ্বয় সেকথা কানেই নিল না। জিউসের আদেশে তারা তাঁকে নিয়ে এলো ককেশাসের গিরিকন্দরে। তবু শেষ বারের

মত এক বিশ্বস্ত অনুচর মাধ্যমে এপিমিথিউসের কাছে মাত্র একটি উপদেশই পাঠাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন এপিমিথিউস যেন কোনক্রমেই জিউস প্রদত্ত কোন উপহার গ্রহণ না করেন। তাহলেই পৃথিবীর দুর্দিন শুরু হবে।

কিন্তু যা ভবিতব্য তা ঘটবেই। আর এই ভবিষ্যতের আশঙ্কাতেই প্রমিথিউস তাঁর ভ্রাতাকে উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু কোন নিষেধ শ্রবণ করার মত মানসিক সংযম রাখতে পারেননি এপিমিথিউস। রাখা বোধকরি সম্ভবও ছিল না। কেননা প্যানডোরা যে দেবতাদেরও বিস্ময়।

* * *

সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বেশ কিছু পূর্বে। সূর্যদেব অনেক আগেই ফিরে গেছেন আপন প্রাসাদে। আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্রের মায়া। সে মায়া ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বসংসারে।

আপন পর্ণকুটিরে একাকী বসে আছেন এপিমিথিউস। হাতে কোন ব্যস্ততার কাজও ছিল না। অবিবাহিত এপিমিথিউসের ঘরেও তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না। গৃহই যার শূন্য তার জীবন তো উদাসীন আক্ষেপেই কেটে যাবে। বিশেষ রাত্রিকালে।

রাত্রির এক বিশেষ মোহ আছে। দিনের আলোয় হাজার কর্মব্যস্ততার মধ্যে সময় চলে যায় নানান ফাঁকে। কিন্তু রাত্রি! রাত্রি বোধহয় দোসর পেতে চায়। নারী চায় পুরুষের অবলম্বন আর পুরুষ পেতে চায় নারীর সঙ্গমুহূর্ত।

যুবক এপিমিথিউসও তার নিরানন্দ জীবন কাটিয়ে চলে গতানুগতিক কর্মব্যস্ততায়। কিন্তু এ জীবনে ব্যস্ততা থাকলেও নেই চলার দুরন্ত গতিবেগ। পুরুষের জীবনে প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নারী বোধহয় একান্তই প্রয়োজনীয়। সেই সান্ধ্য মুহূর্তে প্রতিক্ষণে তিনি শুনতে পান হৃদয়ের গভীর থেকে এক দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। সে শব্দে কেবল ধ্বনিত হয়, নেই, কিছু নেই।

অবশ্য আরো একটি চিন্তা তখনও তাঁর মনের মধ্যে ছোট্ট কণ্টকের মত বিঁধে ছিল। হঠাৎ কেন যে তিনি এক নিষেধ সংবাদ পেলেন প্রমিথিউসের কাছ থেকে তা বুঝতে পারছেন না। দেবরাজ জিউসের কাছ থেকে কোন উপহার এলে তিনি যেন তা গ্রহণ না করেন।

এই নিষেধাজ্ঞার কি কারণ? হঠাৎ দেবরাজই বা কেন তাঁকে উপহার পাঠাবেন! ইদানীং কালের মধ্যে তিনি এমন কিছুই করেননি বা কোন ভাবেই জিউসকে সন্তুষ্ট করেননি যার ফলে জিউস তাঁকে উপহারে খুশী করতে চাইছেন।

গবাক্ষের পাশে বসে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শব্দহীন উত্তীর্ণ সায়ংকাল। একধরনের বন্য নিস্তব্ধতা সমগ্র পরিবেশটিকে শান্ত নিবিড় মায়ায় আপ্লুত করছে। যদিও তখন আকাশের বুকে পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রালোক ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর বর্ণের পাতলা রেশমী চাদরের মত। কিয়ৎদূরে নিবিড় জঙ্গল চন্দ্রমায়ায় ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই অরণ্যের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে এক স্বচ্ছতোয়া নদী। চন্দ্রকিরণ নদীবক্ষে রূপোলী চাঞ্চল্য ফুটিয়ে তুলেছে। ক্বচিৎ কখনও বসন্তদূতীর ডাক শোনা যায় অরণ্যবৃক্ষের শীর্ষ হতে।

সবকিছু মিলিয়ে এক কুহক। প্রকৃতির এক দৃশ্যময় মায়া কাব্য। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন চোখের কোণে তন্দ্রার ভাব এসেছিল। হঠাৎ দূরবর্তী অরণ্যপ্রান্তে কার আগমন ইঙ্গিত এপিমিথিউসকে চঞ্চল করে তুলল। আশ্চর্য, এই সময়ে এই নির্জনতায় আর কারো পক্ষে তো অরণ্য অতিক্রম করে আসার কথা না! কারণ এপিমিথিউস তাঁর যুবকোচিত নির্জনতার অবসর কাটাবার কারণেই এমন জনমানবহীন স্থানে নিজের পর্ণকুটির তৈরী করেছেন। একাকী থাকার যে বেদনা তাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চান। জীবনের সব কিছুই তো উপভোগের। বাসনা চরিতার্থ অথবা ভোগবিলাস যেমন এক উপলব্ধির ব্যাপার। জীবনের অস্বাভাবিক একাকীত্বও তেমনি অন্য ধরনের উপলব্ধির বিষয়। তাই এই স্বরচিত

নির্জন আবাস। এমন স্থানে এ কার আগমন? বিশেষত এই রাত্রিকালে?

দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ণ করে তিনি অন্ধকারে চোখ সজাগ রাখলেন। কে এই আগন্তুক? কি তার উদ্দেশ্য? তবে তার ধীর স্থির চলার ভঙ্গী বুঝিয়ে দেয় সে কোন বন্য জন্তু না। অথবা কোন অতিদানবীয় কারো আগমন ঘটছে না।

ছায়ামূর্তি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এবং বলা বাহুল্য তাঁরই পর্ণকুটিরে দিকেই সে আসছে। এবং আরো অনেক কাছে এলে এপিমিথিউস বিস্মিত হলেন। কেবলমাত্র বিস্মিত হওয়া না। বিস্ময়ের অধিক আরো যদি কিছু থেকে থাকে তবে তাই।

এপিমিথিউস তাঁর পর্ণকুটির ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। সেই মূর্তির একান্ত সন্নিকটে গিয়ে তাঁর অতিবিস্ময় রূপান্তরিত হল চমকে। পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে তিনি দেখলেন আগন্তুক এক নারী। কেবলমাত্র রমণী হলে ক্ষণিকের চমক হয়ত সয়ে যেত। কিন্তু এ রমণী এক অপরূপা তন্বী। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোয় সুন্দরীকে মনে হচ্ছিল কোন যাদুকরের সৃষ্ট জীব। কি অপূর্ব দেহসুষমা। কি মোহময় বিলোল কটাক্ষপাত। কি অসম্ভব কলঙ্কমুক্ত মুখশ্রী। বোধহয় সেই মুহূর্তেই চন্দ্রাহত হলেন এপিমিথিউস। এমনকি পরিচয়ের প্রশ্ন রাখতে ভুলে গেলেন। তাঁর জীবনে অনেক সুন্দরী রমণীর দর্শন পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন প্রেমদেবী আফ্রোদিতিকে। কিন্তু এ কি রূপ? এ কি যৌবন? এ কি মদালস সুললিত ভঙ্গী?

সুন্দরীই এগিয়ে এসে তখন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সেই সুজন যাঁর অন্বেষণে আমি এখানে এসেছি?'

বিহ্বলতা কাটিয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলেন এপিমিথিউস, রমণীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'আমি তো জানি না আপনি কোন্ ভাগ্যবানের অন্বেষণে এখানে এসেছেন?'

ওষ্ঠপ্রান্তে এক অদৃষ্টপূর্ব সলাজ হাসি ফুটিয়ে সেই নারী বললেন, 'আমি কি এপিমিথিউসের সঙ্গে কথা বলছি?'

রমণীর কণ্ঠে কি যাদু ছিল কে জানে! শব্দ যখন কথা হয়ে নির্গত হচ্ছে মনে হয় যেন নির্জন সরোবরের পারে বসে কেউ আপন মনে বীণ বাজাচ্ছে। কী অশ্রুতপূর্ব মধুবর্ষী সেই ধ্বনিসঙ্গীত!

যেন মরমে মরে গেলেন এপিমিথিউস। প্রথম কয়েক দণ্ড তো তাঁর বাক্য স্ফুরিত হতে চাইছিল না। এক অসামান্যা রূপসী, এই নির্জন সন্ধ্যারাতে একাকী তাঁর খোঁজে এসেছেন একথা বিশ্বাস করতেও তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠছিল। এ কি স্বপ্ন না মায়া? না সবটাই প্রবঞ্চনা?

তবু কোনমতে নিজেকে প্রস্তুত করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ দেবী, আমিই সেই ভাগ্যবান এপিমিথিউস। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি আমার মত একজন সামান্য পুরুষের কাছে, এই অসম্ভব নির্জন বনভূমিতে, আপনার মত এক অসাধারণ সুন্দরী রমণীর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? তাছাড়া, আমার বিশ্বাস আমি পূর্বে আপনাকে কোথাও দেখিনি।'

'না, সত্যিই আপনি ইতিপূর্বে আমাকে দেখেননি! ভগবন্ জিউস আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন।'

চকিতেই মনে পড়ে যায় ভ্রাতা প্রমিথিউসের সাবধান-বাণী। জিউস প্রদত্ত কোন উপহারই যেন তিনি গ্রহণ না করেন। তার অর্থ এই রমণীকে দেবরাজ তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন উপহার হিসাবে। অর্থাৎ এই রমণী এপিমিথিউসের? আর প্রমিথিউসের নিষেধাজ্ঞা মানতে গেলে এই রমণীকে এখনই ফিরিয়ে দিতে হবে?

'না, না', সোচ্চারে আপন মনেই চিৎকার করে উঠলেন এপিমিথিউস। এ অসম্ভব। এ হতে পারে না। এমন ভুবনমোহিনী রূপের অধীশ্বরী যে নারী, সারাজীবনে যে কোন পুরুষের এমন নারী-রূপ দর্শনেই পরম আনন্দ সেই নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করতে

এসেছে তাঁর কাছে। ভাই প্রমিথিউস কোন কারণ দর্শাননি। কি সে কারণ যার জন্যে এই নিঃসঙ্গ যৌবনে এমন নারী পরিত্যাগ করতে হবে?

পারলেন না এপিমিথিউস নিষেধাজ্ঞা মানতে। বোধহয় স্ফুরিত যৌবনের উত্তাপে দগ্ধ কোন পুরুষের পক্ষে এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির মদির বিহ্বলতায় প্যানডোরার মত অনিন্দ্যসুন্দরীর মোহপাশ ছিন্ন করা সম্ভব না।

চিন্তাচ্ছন্ন এপিমিথিউসের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে প্যানডোরা বলে ওঠেন, 'কি ভাবছেন দেবতনয়? ঈশ্বর জিউস সম্বন্ধে কি আপনি সন্দিহান?'

'না সুকুমারী, আমি সে কথা ভাবছি না।' অন্তর্দ্বন্দ্ব গোপন করে এপিমিথিউস বললেন, 'আপনাকে দেখে আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল।'

'কি সে কথা, যদি আপত্তি না থাকে—

'না, আপত্তির কিছু না, কেবল ভাবছিলাম, এ কি সত্য না চিত্ত-বিভ্রম?'

'আপনি আমায় স্পর্শ করে দেখতে পারেন, আমি কোন কুহেলিকা নই।'

'না দেবী, আপনার অস্তিত্বে আমার কোন অবিশ্বাস নেই। আমি কেবল চিন্তা করছিলাম ভগবন্ জিউসের কাছে আমার কি এমন সুকীর্তি আছে যার জন্য তিনি আপনার মত এক অপূর্ব নারীরত্ন সৃষ্টি করেছেন।'

'আপনি কিন্তু ভুল করছেন এপিমিথিউস, আমার সৃষ্টিকর্তা জিউস নন। জিউসপুত্র বিশ্বকর্মা হেপাষ্টাসই আমায় সৃষ্টি করেছেন।'

'স্বয়ং জিউসের ইচ্ছা না হলে কেউ কিছুই করতে পারেন না। সে যাই হোক, আপনাকে কি নামে ডাকব?'

'প্যানডোরা। দেবরাজ জিউস আমাকে প্রথম এই নামেই ডেকেছেন।'

'প্যানডোরা। বাঃ সুন্দর নাম, প্যানডোরা কথার অর্থ কি জানেন ত ?'

সলাজ হেসে প্যানডোরা বলেন, 'না তো।'

'প্যানডোরা কথার অর্থ স্বয়ং দেবতারা যাকে নানান ঐশ্বর্যে সাজিয়ে দেন। আপনি দেব আশীর্বাদে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি দেব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আপনি ভাগ্যবতী। অন্য অর্থে আমিও পরম ভাগ্যবান। আপনার মত এক দুর্লভাকে স্বয়ং জিউস আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। আমার কি যোগ্যতা আছে সঠিক স্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করার ?'

এক অদ্ভুত হাসির ছোঁয়ায় প্যানডোরার সারা মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। সে হাসিতে কিছুটা রহস্য, কিছুটা অনির্বচনীয় রূপের প্রচ্ছন্ন নারীসুলভ অহংকার, আর কিছুটা পুরুষ হৃদয় মথিত করার নির্যাস— আসলে সবকিছু মিলিয়ে প্যানডোরার এই হাসি এপিমিথিউস এর আগে কোনদিন সম্যক করেন নি।

মরমে মরে গেলেন তিনি। মরলেন প্যানডোরাও। তারও ধারণায় ছিল না এপিমিথিউসের সৌন্দর্যের কথা। মুগ্ধ বিভোরতায় প্যানডোরা বুঝলেন এপিমিথিউস যুবক। সুদেহী, সুকান্তির এক স্নিগ্ধ ছবি যেন। তদুপরি জীবনের প্রথম পুরুষ। প্রথম বিপরীত যৌবন সন্দর্শনে বিগলিত হলেন। হৃদয়ের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অস্থিরতা অনুভব করলেন। এমন অনুভূতি মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে। করলেনও তাই।

এক উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী রমণী, এক সুদেহী সুদর্শন যুবক। নির্জন শৈলপাদদেশে এক সুন্দর উপত্যকায় হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়ান। গান গান একসুরে। দুজনেই দুজনের চোখে চোখ রেখে কখনও

হাসেন। কখনো কাঁদেন। কখনও অনুযোগ করেন। কখনও রাগ দিয়ে অনুরাগ বোঝান।

কিন্তু তাঁরা বেশীদিন ভিন্ন হয়ে থাকতে পারলেন না। সবুজ নিবিড়ের নির্জনতায়, হলুদ ফুলের মেলায় আর নীল নীলিমের নিচে বোধহয় অন্যতর কিছু সুখ আর বেদনার স্বর্গ থাকে যে স্বর্গের টানে দুজন দুজনের অত্যন্ত কাছে আসে, দুজন দুজনকে নিবিড় করে পেতে চায়। কামদেবতা এরোজের নিক্ষিপ্ত স্বর্ণবানে তাঁরা দুজন দুজনের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। দুটি হৃদয় অচিরেই বাঁধা পড়ল পরিণয় সূত্রে।

অলিম্পাস হ'তে সকল দেবদেবীই সন্তুষ্ট হলেন এই যুগলমিলনে। পুষ্পবৃষ্টিতে অভিনন্দন জানালেন মর্ত্তবাসী এই দম্পতিকে।

বঙ্কিম ভ্রূ যুগলে এক ক্রূর রেখা খেলা করল দেবরাজ জিউসের। ওষ্ঠ-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র আর সর্বনাশা এক হাসি। যে হাসিতে শঙ্কিত হলেন একমাত্র প্রমিথিউস। শিহরিত হলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। অক্ষম বেদনায় মনে মনে ধিক্কার দিলেন ভ্রাতা এপিমিথিউসকে তার মূর্খতার কারণে। সনির্বন্ধ নিষেধ সত্ত্বেও কি ভুল যে করলেন এপিমিথিউস। বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে তিনিই কেবল বুঝলেন আগামী পৃথিবীর সর্বনাশের কথা। অন্তত একটি বিষয়ে জিউস তাঁকে হারিয়ে-দিলেন। অনেক চেষ্টা করেও মানবজাতিকে এক ভয়ংকর পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারলেন না।

তখন আর তাঁর কিছুই করার ছিল না। কারণ জিউস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুক্ত রাখতে ভয় পেয়েছিলেন। তাই প্রমিথিউস কিছু করার পূর্বেই তাঁকে বন্দী করেছেন। শক্ত শৃঙ্খলের বন্ধনে আটক করেছেন বুদ্ধিমান প্রমিথিউসকে।

ওদিকে, তাঁর সাধের আর স্বপ্নের পৃথিবীতে সর্বনাশ সাধিত হয়ে গেছে। রূপসী নারীর প্রেমে বিভোর হয়ে এপিমিথিউস তাঁর ভাইয়ের নিষেধাজ্ঞা মনে রাখতে চাননি। মনে রাখতে চাননি এমন নারীরত্ন

হারানোর ভয়ে। কিন্তু প্রেমের তুফানেও একদিন ভাঁটা পড়ে। জোয়ার ভাঁটা নিয়েই জগতের খেলা।

প্রথম মিলনের উচ্ছাস আর অনুরাগ একসময় কমে আসে। তখন ধীরে ধীরে বাস্তব অনেক কিছুই চোখের পরে ভেসে ওঠে। যে মাদকতা ধূসর প্রলেপে দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে রাখে একসময় তা প্রথম দিনের উন্মাদনা হারিয়ে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। সেই স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে এপিমিথিউস বুঝতে পারলেন তাঁর সর্বজ্ঞ ভ্রাতা একদিন যে নিষেধাজ্ঞ পাঠিয়েছিলেন নিশ্চয় তার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। নইলে অযথা এ হেন নিষেধাজ্ঞা পাঠাবেনই বা কেন।

প্যানডোরা যেদিন প্রথম এসেছিলেন সেদিন শূন্য হাতে আসেন নি। সঙ্গে ছিল অতুল ঐশ্বর্য। কিন্তু এতদিন সে সব চোখে দেখার চোখ তাঁর ছিল না। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর রূপসী বধুতেই। ধীরে ধীরে সেই সব দেবতা প্রদত্ত ঐশ্বর্য দেখতে গিয়ে নজরে পড়ল সেই স্বর্ণ পেটিকা, যা তখনও বদ্ধ অবস্থায় একপাশে পরিত্যক্ত ছিল।

পেটিকাটি সযত্নে নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে কি জানি তাঁর কেমন এক অন্য ধরনের চিন্তা পেয়ে বসল। আসলে তিনি তখন ভাবলেন হয়ত বা প্রমিথিউস তাঁর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এই পেটিকাটির কথাই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। হয়ত বা এই পেটিকার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাঁদের পক্ষে অকল্যাণের হতে পারে।

পেটিকাটি তিনি খুললেন না। যেমন ছিল সেই অবস্থায় পরিত্যক্ত আসবাব পত্রের মধ্যেই পেটিকাটি অযত্নে রেখে দিলেন।

কিন্তু ভবিতব্যের লিখন মানতেই হবে। নিয়তির বিধান ফলতে বাধ্য।

হঠাৎই একদিক তিনি দেখলেন প্যানডোরা সেই পেটিকাটি খোলবার চেষ্টা করছে। সত্বর সেটি তাঁর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে পুনর্বার যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রমিথিউসের নিষেধাজ্ঞার কথা জানালেন। এবং বারবার নিষেধ করলেন যেন সেটি খোলা না হয়।

কিন্তু রমণীর মন উৎসুক্যের আধার। স্বামীর নিষেধাজ্ঞা তিনি মানতেই চেয়েছিলেন। বহুবার, অন্যমনস্কের ঘোরে পেটিকাটি হাতে নিয়েও ছিলেন। খোলার কথাও তার মনে এসেছিল। কিন্তু নিষেধের কথা স্মরণ করে পুনর্বার যথাস্থানে রেখেও দিয়েছিলেন।

তবু, শেষপর্যন্ত নিজের অদম্য কৌতুহল চেপে রাখতে পারলেন না। স্বামী এপিমিথিউস কয়েকদিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। গৃহে একাকিনী বধু। সংসারের কাজও যৎসামান্য। পর্যাপ্ত সময়। প্রতুল অবসর। স্বামী গৃহে থাকলে সময় কেটে যায় নানান কাজে। অঢেল অকাজে। কিন্তু স্বামীহীন নির্জন গৃহে অকাজের কাজও নেই কিছু। আচম্বিতে মনে পড়ে সেই পেটিকাটির কথা। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ বারবারই পেটিকাটির কথা স্মরণ করায়। মনে মনে ভাবেন কেন তাঁর স্বামী তাঁকে পেটিকাটি খুলতে নিষেধ করলেন? কি আছে ওর মধ্যে? কোন অমূল্য সম্পদ? সেটাই ত' থাকা স্বাভাবিক। স্বয়ং দেবরাজ যা তার হাতে পরম আগ্রহে তুলে দিয়েছেন, নিশ্চয় তার মধ্যে কোন মূল্যহীন বস্তু থাকতে পারে না।

অযত্নে পরিত্যক্ত পেটিকাটি সযত্নে এনে সামনে রাখলেন। বার-কয়েক পরমআদরে পেটিকাটির গায়ে হাত বোলালেন।

নাঃ, এই নিশ্চয় তাঁর স্বামীর ভুলধারণা। ঐ ত' অতটুকু ছোট্ট পেটিকা। তার মধ্যে কি এমন ভয়ানক কিছু থাকতে পারে? এ নিছকই সংস্কার। এ নিছকই এক অমূলক ভ্রান্তি।

পুরুষেরা বড় অহেতুক আশঙ্কায় ভোগেন। সামান্য এক পেটিকায় এমন মারাত্মক কিছু থাকতে পারে না যা সমুদয় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

এমনও ত' হতে পারে জগতের কোন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য এর মধ্যে সযত্নে রাখা আছে। আর সেই স্বাভাবিক। যখন অন্যান্য দেব দেবীরা নানান মনিরত্ন আর বস্ত্রাদিতে সাজালেন, নানান গুণে তাঁকে গুণান্বিতা

করলেন। সেখানে জিউস, দেবতাদের রাজা হয়ে নিশ্চয়ই এমন কিছু উপহার দিয়েছেন যা সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হবে।

পেটিকাটি তুলে নিলেন হাতে। নাঃ স্বামীর এই মূল্যহীন আশঙ্কা ভেঙ্গে দিতে হবে। স্বামীকে বা তাঁর ভাই প্রমিথিউসকে জানাতে হবে সর্বাধিনায়ক জিউস তাঁকে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন। তাঁদেরই বোকামীতে এতদিন সেই বিশেষ এবং মূল্যবান সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়ে আছেন।

তবু, খুলতে গিয়েও থেমে গেলেন। মনে হোল, না, থাক, যদি সত্যই বিপদের কিছু থেকে থাকে তাহলে বড় অন্যায়ের ঘটনা হবে তা। চিরকাল স্বামীর কাছে অপ্রিয় হয়ে থাকতে হবে। হয়ত বা স্বামীর মূল্যবান ভালবাসা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে।

যথাস্থানে রাখতে গেলেন। নিমেষেই মনে হল, এক অমূল্য সম্পদ হতে বঞ্চিত থাকতে হবে চিরদিনের মত।

পুনর্বার সেটি তুলে নিলেন এই ভেবে, এক পলকের একটু দেখা শেষ করেই যথাস্থানে সেটি রেখে দেবেন। গৃহে এখন তিনি নেই। কোনদিন জানতেও পারবেন না।

নতুন করে আর দ্বিমনা ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পেটিকার ডালাটি তুলে ফেললেন।

মাত্র একটি লহমা। প্যানডোরার মনে হল আকাশবাতাস বিদির্ণ করা বিশাল একটি ঝড়কে যেন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। মুক্তি সন্ধান পেয়ে নিমেষে সেই দৈত্যের মত ঝড়টি পেটিকার কারাগার ছেড়ে মহাশূন্যে মহামুক্তির সংবাদ ছড়িয়ে দিল।

কি বিচিত্র সেই শব্দ। কি বিচিত্র এক হাহাকারের ধ্বনি। মহাশ্মশানের বুকে অতৃপ্ত আত্মার ক্রন্দনের মত। মুহূর্তেই প্যানডোরার মনে হল যেন এক পিশাচিনীর ভয়ংকর অভিশপ্ত নিঃশ্বাস ধরনীর আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলল।

নিমেষের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ে ভীতা প্যানডোরা পেটিকার ডালাটি বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার তা সাধিত হয়ে গেছে। প্রমিথিউস জানতেন, কিন্তু প্যানডোরা জানতেন না কুচক্রী জীউসের প্রতিশোধ প্যানডোরা নিজেই। জিউসের সর্বগ্রাসী কোপানলে পৃথিবীর বাতাস কলুষিত করার জন্যেই প্যানডোরাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আর তার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে মারাত্মক সর্বনাশা এক স্বর্ণ পেটিকা। যার মধ্যে লুক্কাইত ছিল মানবজাতির দুরাবস্থার সকল ইন্ধন।

রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র, জরা, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, ঘৃণা আর ক্রোধ। জগত আর মনুষ্য সমাজকে বিধ্বস্ত করার প্রয়োজনে যত কুৎসিত প্রবৃত্তি আর মৃত্যুর উপকরণ থাকতে পারে সবই সেই পেটিকায় বন্দী অবস্থায় রাখা ছিল। আর সেই সঙ্গে আরো একটি প্রবৃত্তি লুক্কাইত ছিল। কিন্তু দ্রুত বন্ধ করার কারণে তা বন্দী অবস্থাতেই রয়ে গেল পেটিকাটির অন্দরে। তার নাম আশা। অনন্ত বন্ধ্য আশা। চিরজীবন মানুষের অন্তরে বন্দী থেকে তাকে মরীচিকার নেশায় ডুবিয়ে ক্লান্ত আর বিক্ষত করবে।

এতো জিউসের নির্দ্দেশেই ঘটেছে কারণ তিনি আশাকে রেখে-ছিলেন পেটিকার একদম তলদেশে। জিউস জানতেন, মুহূর্তের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়, চিরকৌতুহলী নারী একদিন না একদিন ঐ পেটিকার দ্বার উন্মোচন করবেই। এবং তা করবে পলকের অবসরে। এবং পলকের ব্যবধানেই দ্বার বন্ধ করবে প্যানডোরা অপরাধ ভীতিতে ভীত হয়ে। মুহূর্তের অবসরে সকলেই জগতে ছড়িয়ে পরার সময় পাবে। পাবে না কেবল ধীরগতি আশা। বন্দিনী এবং কুহকিনী আশার মায়াজাল ছিন্ন করে মানুষ কোনদিনও মুক্তির আস্বাদন পাবে না। অনন্তকাল অন্ধবিবরে তাকে মাথা খুঁড়ে মরতেই হবে।

অলিম্পাস শীর্ষ হতে তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন জিউস।

এতদিনে তার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগুনের পরশমণির সন্ধান দিয়ে প্রমিথিউস ভেবেছিলেন মানুষকে অমরত্বের পর্যায় পৌঁছে দেবেন। তা আর হবে না। জরা, ব্যাধি মৃত্যু অনন্তকাল মানুষকে কাঁদাবে। দুঃখ দেবে। আর অমরত্বের অলীক আশ্বাস দেবে ঐ বন্দিনী আশা।

অট্টহাসিতে জিউস যখন উল্লসিত, দুর্বলের অক্ষম আক্ষেপে প্রমিথিউস আপন মস্তকে করাঘাত করতে চাইছিলেন তখন। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। অনেক আগেই তিনি বন্দী হয়েছেন। লৌহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েছেন গিরিকন্দরে। দুটি হাত এবং দুটি পা অমসৃন পর্বত গাত্রে অসহ্য অবস্থায় বদ্ধ। এমনকি সামান্য নড়াবারও কোনরকম উপায় নেই।

ওরা চলে গেছে। চলে গেছে পশুশক্তির প্রতিভূ সেই বীয়া আর ভয়ানক ক্রাতোশ। চলে গেছেন বিশ্বকর্মা হেপাস্তাস। যদিও এই শৈলশিখর বেশ নির্জন। তবু, প্রমিথিউসের বন্দীত্বের খবর ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে আর ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্থানে।

সচকিত হন সকল দেবদেবী আর সাগরিকার দল। সর্বশক্তিমান জিউসের নির্দেশিত শাস্তির বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার নেই। সে উপায়ও নেই। কারণ তাঁরা সকলেই জানেন জিউসের বিরুদ্ধাচরণ মানেই নির্যাতনের চূড়ান্ত। অন্তরালে হয়ত অনেকেই এই প্রজ্ঞাবান দেবতাটির বন্দীত্বে কাতর। তবু প্রতিবাদের শক্তি তাদের নেই। এমনকি সমবেদনাও। এ সত্ত্বেও জিউসের শাস্তি উপেক্ষা করেও ছুটে এল সাগরিকার দল। দুর্বলের একমাত্র সান্ত্বনা যে সহানুভূতি, মাত্র তাই জানিয়েই তারা ফিরে গেল।

এলেন সমুদ্র দেবতা অসিয়ানোস। প্রথমেই জানালেন সমবেদনা। তারপর বললেন, 'সর্বকালের, সর্বযুগের প্রজ্ঞাবান মহাপুরুষ আপনি। আপনাকে কোন জ্ঞানবর্ধণ করতে আমি আসিনি প্রমিথিউস। কেবল বন্ধুর মত একটি মিনতি নিয়েই আপনার কাছে আসা।'

ম্লান হেসে প্রমিথিউস বললেন, 'অসিয়ানোস, আপনি বড় বেশী

সাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। আপনি কি জানেন না সর্বশক্তিমান জিউসের বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি কি?'

'জানি বন্ধু, সব জানি। সব জেনেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'কেন?'

'বন্ধুর কাছে। মিনতিই বলুন, দাবীই বলুন, তাই নিয়ে।'

'আপনার এই কথা আজ এই মুহূর্তে আমার কাছে ব্যাঙ্গোক্তি বলেই মনে হচ্ছে। কাউকে দয়া করা বা কারো অনুরোধ রাখার মত ক্ষমতা আর আমার নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

'না, প্রমেথিউস, আমি আপনাকে ব্যঙ্গ করতে আসিনি। আসিনি আপনার দুর্দশাকে করুণার চোখে দেখতে বা উপহাস করতে।'

'তাহলে, কি দেখতে এসেছেন, এক স্বৈরাচারীর অত্যাচারের পরিণাম?'

'না তাও না।'

'তবে কোন্ কারণে শত্রুর উপহাসের পাত্র এই আমাকে দেখতে আসা?'

'জ্ঞানীশ্রেষ্টকে এই সামান্য অসিয়ানোসের কিছু হিতোপদেশ-দেবার ইচ্ছা ছিল। যদিমহামতী প্রমিথিউস অনুমতি দেন—'

'জগতে আর কোনকিছুই প্রেমিথিউসের অনুজ্ঞার অপেক্ষায় নেই। আপনি বলতে পারেন আপনার বক্তব্য।'

'অনেক দূর থেকে আমি এসেছি। এসেছি দ্রুতধাবমান পক্ষীরাজের পিঠে। আপনার কষ্টে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে। আর আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই।'

'কি দেখতে এলেন? দাম্ভিক আর অত্যাচারী জিউসের প্রদত্ত শাস্তিতে আমি কতটা কষ্ট ভোগ করছি?'

'মহাজ্ঞানীর কিন্তু এই হৃদয় দৌর্বল্য সাজে না। বিপদকালে রূঢ়-ভাষীহয় তারা, যারা অজ্ঞান আর নিরক্ষর। তবু, জ্ঞানীপুরুষের চিত্ত-বৈকল্যের ঘটনা ত্রিভুবনে বিরল নয়। সে যাইহোক, আপনার উত্তেজন

প্রশমিত করে আমার কথাটি মনদিয়ে শুনুন। এতে আপনার ভালোই হবে। অন্তত আমরা যারা আপনাকে ভালবাসি তারা কিছুটা মানসিক শান্তি পাবো।'

'বেশ বলুন. কি আপনার বক্তব্য।'

'সর্বশক্তিমান জিউসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিন। আপনার মত পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজন তাঁর কাছে একবার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ-প্রকাশ করলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি লাঘব করে আপনাকে মুক্তি দেবেন।'

'কি বললেন অসিয়ানোস, প্রচণ্ড দৈহিক কষ্ট সত্বেও কণ্ঠস্বরকে সপ্তগ্রামে এনে চীৎকার করে উঠলেন প্রমেথিউস, 'আপনি প্রবীণ, এবং সজ্জন ব্যক্তি, বুদ্ধিও কিছু রাখেন, তাই আর কখনও এমন বালখিল্য উক্তি আমার সামনে রাখবেন না। শুনে রাখুন অসিয়ানোস, আমি কোন অন্যায় করিনি। করিনি কোন অপরাধ। আমার কর্মের কারণে ত্রিভুবনে কারো কোন ক্ষতি হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর, আপনি ত জানেন, মনে প্রাণে যা আমি উচিৎ কর্ম বলে বিশ্বাস করি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাকে সেই কাজে বিরত করতে পারে।'

'কিন্তু দেবরাজের কাছে ক্ষমা চাওয়া কিছু অসম্মানের নয়।'

'ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন কেন ওঠে বলতে পারেন? পূর্বেই বলেছি এমন কোন কাজ আমি করিনি যার জন্যে আমাকে অনুতপ্ত হতে হবে। এমন কোন অপরাধ আমি করিনি যার জন্যে স্ত্রীলোকের মত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে করুণা ভিক্ষা করতে হবে। বিনাঅপরাধে প্রমেথিউস কখনও নিজের মাথানত করে না। বরং আপনি বলতে পারেন সব অপরাধে অপরাধী সেই অহঙ্কারী দেবতা জিউস নিজে। কারণ তিনি যা করতে চেয়েছেন তা তাঁর করা উচিৎ নয়। দেবাদিদেব হয়ে তাঁর হওয়া উচিৎ ছিল আরো উদার। আরো মহৎ। কিন্তু তিনি তা হননি। হতে চাননি।

'আপনি প্রবীণ, আপনি জানেন, মাথার উপর ঐ আকাশ, এই বিশাল গিরিমালা ঐ বিপুলা শস্যশ্যামলা ধরণী। অসীম তেজরাশির ঐ সূর্যালোক, ঐ বিস্তির্ণ মরুপ্রান্তর অথবা অনন্ত জলরাশি। এ সব কারো একার না। এই সব কিছু ভোগ করার অধিকার রয়েছে তাবৎ প্রাণীর।

'কিন্তু জিউস তা মানতে চাননি। আমি বারংবার বলাসত্বেও তিনি অগ্নিকে চিরকাল নিজের আয়ত্বে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণা একমাত্র দেবতা ছাড়া অগ্নিতেজ পাবার অধিকার আর কারো নেই। এত বড় স্বৈরাচার, আমি প্রমেথিউস, কোনমতেই মানতে রাজী হইনি। মানুষকে আমি আগুন পাঠিয়ে দিয়েছি। এই সামান্য অপরাধের জন্য যদি আমার শাস্তি পেতে হয়, যত নিদারুণ আর কষ্টকর হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ বছর হলেও সে শাস্তি আমি ভোগ করব—।

'আরো কি জানেন অসিয়ানোস, দেবরাজ হয়েও, এত বড় অধার্মিক আর ক্রুর তিনি, কেবলমাত্র আমাকে শাস্তিপ্রদান করেই ক্ষান্ত হননি, পৃথিবীর এক নিরীহ প্রাণী, মানুষ যাদের নাম, তাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ দুঃখময় করার কারণে, তাদের ভাগ্যে চরম বিশৃঙ্খলতা আনার জন্যে, আমৃত্যু তাদের চিরঅন্ধকারময় দুর্ভাগ্যের আবর্তে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁরই সৃষ্ট এক নারী, যার নাম প্যানডোরা তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন তারই সঙ্গে জাগতিক সব কিছু দুর্ভাগ্যের এবং দুঃখের কারণ স্বরূপ সর্বঅমঙ্গলের উৎসগুলিকে।'

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়াতে নাড়াতে অসিয়ানোস বলেন, 'না, সত্যই এ বড় ন্যায়হীনতা। এ বড় দেববিরুদ্ধ কাজ।'

'নিজে দেবতা হয়েই আমি বলছি দেবতারা বড়ই স্বার্থপর। তাঁরা চাননা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব আর কেউ অতিক্রম করুক। সবল ত' চিরকাল অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে পদানত রাখতে চাইবেই। সমবন্টনে তাঁরা

বিশ্বাসী নন। সমঅধিকার তাঁরা কখনও সহ্য করতে পারেন না। এরই নাম স্বৈরাচার।

'আরো শুনে রাখুন সমুদ্র দেবতা আসিয়ানোস, স্বৈরাচারের পতন একদিন আসবেই। দিব্যচক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি, যতই কেন আমাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করা হোক, যতই কেন আমার দুটি চোথ অন্ধকরে দিক, আমার মানসচক্ষের দৃষ্টিতীব্রতা নষ্ট করার ক্ষমতা নেই আপনাদের দেবরাজের। এর পরিণাম অতি ভয়ংকর। অতি ক্ষুদ্র ভেবে যে মানব জাতিকে আজ তিনি পদানত রাখতে চাইছেন, আমি জানি, এ আমার বিশ্বাস, সুদূর ভবিষ্যতে এই মানবজাতিই হবে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী। নিজেদের দক্ষতায় আর কর্মক্ষমতায় তারা একদিন অতিক্রম করবে দুর্লংঘ্য হিমগিরি, পাড়ি দেবে গভীর মহাসমুদ্রের বুকে, এমনকি আকাশের চাঁদকেও তারা মুষ্টিবদ্ধ করবে। জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে মহাবিজ্ঞানের সাধক হবে তারা। দুরারোগ্য ব্যাধিকে তারা বশ করবে, বিদ্যুৎ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে অসাধ্য সাধনা করতে সক্ষম হবে একদিন। সৌরশক্তির বুক থেকে শক্তি সঞ্চয় করে অনু আর পরমানুকে কাজে লাগাবে সেই মহাবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে। সুদূর হলেও সেদিন আসবেই। আর ঐ অত্যাচারী, দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক আর মহাসুবিধাবাদী লম্পট চরিত্রহীন জিউসের একদিন পতন হবে—ঠিক তাঁর পিতা ক্রোনসের মত একদিন তাঁকে তারই ঔরসজাত সন্তানের কাছে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। কেননা, ক্ষমতার অপব্যহার ক্ষমতা হ্রাস করে।'

সামান্য বিরতির পর প্রমিথিউস পুনর্বার বললেন, 'আপনি ফিরে যান শ্রদ্ধেয় অসিয়ানোস, জিউস যদি জানতে পারেন আপনি আমার কাছে এসেছেন তাহলে হয়ত আপনার শাস্তি আমার থেকেও কঠিন হতে পারে। প্রমিথিউসের কারণে আপনার শাস্তিভোগ আমার কাছে আমার নিজের থেকেও কষ্টদায়ক হবে। অন্তত সেই শাস্তি থেকে আপনি আমায় মুক্তি দিন।'

ফিরে গেলেন অসিয়ানোস। কারণ তিনি বুঝলেন, মহাজ্ঞানে বলীয়ান এই কঠিন আর কঠোর পুরুষটিকে কোন অত্যাচারের ভয়ে ভীত করানো যাবে না। অটল পর্বতের মত আপন সঙ্কল্পে দৃঢ় অনমনীয় এই পুরুষটি অন্য কোন এক মহাশক্তিতে শক্তিমান। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত করবেন না।

কোন সংবাদই গুপ্ত থাকে না। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল প্রমিথিউসের ভবিষ্যৎবাণী। জিউসের অন্তিম পরিণতির কথা পৌঁছল জিউসের কানে। নিমেষে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কারণ মনে প্রাণে সত্যই তিনি দুর্বল। আর দুর্বলেরই থাকে পতনের শঙ্কা। তাছাড়া জিউস জানেন প্রমিথিউস কত বড় ভবিষ্যৎবক্তা। তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। সত্বর তিনি পাঠালেন দেবদূত হার্মেসকে প্রমিথিউসের কাছে। কে সেই দুঃশীলা রমণী যার গর্ভে আসবে সেই সর্বনাশা বালক। যার হস্তে জিউসের ভয়ংকর পরিণতি। এখনই তা রোধ করা দরকার। এখনই তার বিনাশ হওয়ার প্রয়োজন।

উদ্ধত হার্মেস এলেন প্রমিথিউস সমীপে। মূর্খ অহংকারের প্রতিমূর্তি হয়ে। কণ্ঠে কোনরকম শালীনতার স্পর্শ না রেখে উপহাসের সুরে বললেন, 'ওহে মূর্খ মানবদরদী, নিজেকেত' বেশ বুদ্ধির চূড়ামণি ভেবে নির্বুদ্ধিতার শেষ ধাপে পেঁীছেছ—তোমার বুদ্ধির নমুনাও তোমার সর্বাংঙ্গে সুস্পষ্ট। এখনও সময় আছে। এই সুন্দর সাজ থেকে নিজেকে যদি স্বাভাবিক করতে চাও তাহলে মহান প্রভু জিউসের কাছে প্রার্থনা করে নিজের দোষস্খালন কর। আর, তিনি হুকুম করেছেন কে সে দুঃসাহসিক যে তাঁকে পরিণামে রাজ্যচ্যুত করে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে ফেলবে, তার নামটি বলে দিতে।'

প্রচণ্ড ঘৃণার ভ্রূকুটি হেনে প্রমিথিউস তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে নিরব হয়েই রইলেন। হুকুমের ভৃত্য এই দেবদূতটিকে তিনি সেই মুহূর্তে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

প্রমিথিউসের নিরবতা হার্মেসের নির্বোধ চিত্তে যেন আগুন

জ্বালিয়ে দিল। আরো এক প্রচণ্ড চিৎকারে তিনি বললেন, 'ওহে অর্বাচীন, এখনও সময় আছে। যা প্রশ্ন করেছি তার সঠিক জবাব দাও। দ্বিতীয়বার আমি আসতে পারব না। আর এটা বোধ হয় নিশ্চিন্ত জানো প্রভু জিউসের ক্রোধ কোথায় গিয়ে শেষ হয়?'

এবার বোধ হয় কিছু উত্তর দিতে হয়। না হলে এই উদ্ধত এবং অর্বাচীন পুরুষটি হয়ত তার শেষ সম্মানটুকুও রাখবে না। কেননা মূর্খের দুর্গতি অশেষ। ম্লান হেসে তিনি বললেন, 'ভেবেছিলাম, কোন বালখিল্য এবং ভৃত্যের অমার্জিত প্রশ্নের জবাব দেবো না। তবু, তোমাকে কিছু কথা জানানো দরকার। প্রথমত তোমার কিছু ভদ্র হওয়া প্রয়োজন। মানীকে মান দিতে শেখো। সেটা একরকম নিজেকেই সম্মান দেওয়া। দ্বিতীয়ত, তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে ভুল করেছ। প্রমিথিউস যা করে ভেবেই করে। আর যা ভাবে তা নিশ্চিত সম্পন্ন করার জন্যেই। কোন ভয়ে ভীত হয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করার জন্য নয়। একজন সামান্য দূতকে এর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না। আর, তোমার প্রভুকে জানিয়ে দিও, জীবনে প্রমিথিউস অনেক অহংকারীর ঔদ্ধত্য দেখেছে। দেখেছে সৌভাগ্যের সীমিত আয়ু। দেখেছে দু-দুবার রাজার উত্থান আর পতন। এবং তৃতীয়বারটিও দেখার জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে। তোমাদের প্রভুকে বলে দিও ক্ষমতার মদমত্ততা চিরস্থায়ী নয়। জীবনে কিছুই থাকার জন্য আসে না। আসা আর যাওয়াটাই জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। এই সব ভয় দেখিয়ে প্রমিথিউসের মাথা নত করা যায় না। এবার তুমি যাও আমার চোখের সামনে থেকে।'

'কি, এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার? প্রভু জিউসকে অপমান কর!'

'একমাত্র জ্ঞানীরাই পারে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে।'

'তার মানে দেবাদিদেব জিউস মূর্খ। জানো এর শাস্তি কি?'

'তুমি সত্যিই মূর্খ, নইলে কেন তোমায় বারবার বলতে হয় তোমার প্রভুর কোন রক্তচক্ষুই প্রমিথিউসের ভীতিসঞ্চারের উপযুক্ত নয়।

তোমার প্রভুকে বোলো যদি কোনদিন বিনাসর্তে প্রমিথিউসকে সম্মানসহ তাঁর শৃঙ্খলভার মোচন করে তাঁকে স্বাধীন করেন সেদিনই তিনি সবকিছু জানতে পারবেন। নইলে হাজার উৎপীড়নেও এ মুখ খুলবে না। কেবল তাঁকে প্রতীক্ষায় থাকতে বোলো অন্তিমক্ষণের।'

রোষ কষায়িত নেত্রে হার্মেস তাকালেন প্রমিথিউসের দিকে। তারপর গর্বিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তুমি কিছুতেই মুখ খুলবে না। বেশ তবে দেখ জিউসের শাস্তির পরিণাম কি।'

সহসাই অন্তর্হিত হলেন হার্মেস। আর ঠিক তখনই সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল প্রবল ঝঞ্ঝাক্রান্ত সমুদ্রবক্ষের মত। জিউস নিক্ষিপ্ত বজ্রাঘাতে চতুর্দিক মুহুর্মুহু কম্পিত হতে থাকল। প্রচণ্ড শব্দের আঘাতে ধরণীর শান্তি হল বিপন্ন। বিদ্যুতের শিখায় জ্বলে উঠল দিকবিদিক। মনে হল এক বিশাল দৈত্যের মুখনিঃসৃত অগ্নিকুণ্ড যেন চরাচর পুড়িয়ে ছারকার করে দেবে। সেই অগ্নিকে উৎসাহিত করল ঘূর্ণিবাতাস। চক্রায়িত অগ্নিকুণ্ডে মহাপ্রাণের আকুল আর্তনাদ মহাপ্রলয়ের সংকেত সূচনা করল। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বেদনাকে যেন সম্মুখসমরে আহ্বান জানিয়েছে বাত্যাতাড়িত সেই অগ্নিপুচ্ছ। যে অগ্নির সামান্য স্পর্শ কারণে মানবাত্মা একদা জানিয়েছিল তাদের আকুতি, আদিপিতার কাছে, জিউস প্রেরিত বজ্রবান জাত সেই অগ্নির নির্দয় দহনে বিপন্ন হলো লক্ষ হাজার আত্মা। পুনর্বার তারা ঊর্দ্ধ হস্ত মেলে আর্ত চিৎকারে পাঠালো তাদের ত্রাণপ্রার্থনা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কে দেবে তাদের আশা, তাদের আশ্বাস! কে দেখাবে তাদের পরিত্রাণের পথ?

ধাবমান প্রলয়ের বিভীষিকা বুঝিবা তার সংহার বেশ পরিবর্তন করল পরম্পরায়।

মহাসমুদ্রের উচ্ছসিত জলরাশি অন্তপ্রান্ত থেকে বাজালো যুদ্ধের দামামা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি দেখা যায় অসীম আকাশের সাথে

বিস্ফোরিত সমুদ্র গেছে মিশে। একদিকে অগ্নির ক্ষমাহীন দাবদাহ। আবার অন্যদিকে বিষাক্ত ধূলির ঝড়। যে ঝঞ্ঝার স্পর্দ্ধা গিরিশৃঙ্গকে করে তোলে মসীময়। অপর আর একপ্রান্ত থেকে ছুটে আসছে মহাসাগরের তুফান।

বন্দী প্রমিথিউসের চোখ হতে গড়িয়ে পড়ল কয়েকফেঁাটা অশ্রুবিন্দু। যে অশ্রুবিন্দুর পরিমাপ রাখার ক্ষমতা ছিল না স্বর্গাধিপতি জিউসের। সে অশ্রুবিন্দুর ভার বহনের মত শক্তিও তাঁর ছিল না।

ভয়ংকর এবং অসহনীয় অত্যাচারে যে পুরুষ নিমেষের জন্যেও বেদনার্ত হলেও বিচলিত হননি আজ মহাপ্রাণের বিনাশ মুহূর্তে হতভাগ্য অক্ষম শিশুর মত নিদারুণ আক্ষেপে কেবলি নিঃশব্দে ক্রন্দন করলেন। ধিক্কার দিলেন নিজেকে। তাঁকে ধ্বংসের কারণে ক্রোধন্মত্ত জিউসের অপরিণামদর্শীতার বিরুদ্ধে তাঁর যে কিছুই করার নেই। তারপর, সেই মহামরণের মুহূর্তে, সেই অস্থির কোলাহলের উন্মত্ততায়, প্রাণের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে প্রচণ্ড চিৎকারে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে বলে গেলেন তাঁর শেষ কথা, 'হে আমার পরমপ্রিয় মানবাত্মা, তোমরা ভয় পেয়ো না। নিদারুণ সংকটের মুহূর্তে, মহা-প্রলয়ের সন্ধিক্ষণে, আজ তোমাদের চরম পরীক্ষার দিন। উচ্চশির পর্বতের মত নিজেদের মাথা উঁচু করে তুলে ধর সূর্যের দিকে। আমি, অস্তিমযাত্রী, তোমাদের অক্ষম পিতা, শেষবারের মত তোমাদের বলে যাই, বিপদ যত ভয়ংকরই হোক তা চিরস্থায়ী না। অন্ধকারের শেষে আছে আলোর আকাশ। সেই দীপ্ত আকাশের সন্ধান তোমরা পাবেই। মাথা উঁচু রাখ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। স্বেচ্ছাচার আর অত্যাচারকে সোচ্চার প্রতিবাদে জানাও ধিক্কার। মরণপণ সংগ্রামে এগিয়ে যাও দীপ্ত আকাশের সন্ধানে। থেমোনা, কেবলি এগিয়ে চল, সেই হবে তোমাদের মুক্তি। চলাই দেখাবে জয়ের নিশানা।'

আর কিছু বলা হল না আদিপুরুষ মানবপিতার। আরো এক প্রচণ্ড

মহাপ্রলয়ে শৃঙ্খলিত মহানায়ক তলিয়ে গেলেন পাতালের অনেক নিচে।—পুনর্মুক্তির অপেক্ষায় রইলেন অসীম ধৈর্য্য আর অটল গাম্ভীর্য নিয়ে, মহাকালের ট্রাজেডির অন্যতম নায়ক, মানবপিতা প্রমিথিউস। কেননা তিনি জানেন এক মৃত্যু নবজীবনের সূচনা করে, একপতন দেখায় লক্ষ উত্থানের স্বপ্ন।

তাঁর যে বড় আশা নিপীড়িত এই মানুষের কাছে।

কলঙ্কিত পুরুষ



আর্তনাদে বিদীর্ণ হলেন থিবিসরাজ। অন্তঃপুরের অলিন্দে অলিন্দে সে আর্তস্বর প্রতিঘাতে ফিরে এসে পুনর্বার রাজহৃদয়ে শিহরণ জাগালো। একি দুঃসহ ভবিষ্যৎ-বাণী শুনলেন রাজজ্যোতিষের মুখে। দৈবজ্ঞ কি নিষ্ঠুর পরিহাস করছেন তাঁর সঙ্গে? কিন্তু তা কেমন করে হয়? অতি বিজ্ঞ এই পুরোহিত গাম্ভীর্যে পর্বতের মত স্থিতধী। বালসুলভ রঙ্গরসিকতায় তিনি কখনোই মত্ত হতে পারেন না। তদুপরি রাজসমীপে।

তবুও, হৃদয়ের সহস্র দৌর্বল্য একপাশে সরিয়ে রেখে রাজা লাইয়ুস দীন এক ভিখারীর মত করজোড়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, হে গণনা শাস্ত্রবিশারদ, আরো একবার আপনি গণনা করে দেখুন—অন্তত বলুন, এ মিথ্যা, এ অসম্ভব।'

'না রাজা লাইয়ুস,' গভীর আত্মবিশ্বাসে মাথা দোলাতে দোলাতে পুরোহিত বলেন, 'এ মিথ্যা না। আগামীকালের সূর্যোদয়ের মত অবধারিত সত্য। আমি অনেকবারই গণনা করে একই সিদ্ধান্তে আসতে পারছি—তা ছাড়া ফোবিয়াসেরও সুস্পষ্ট ঘোষণা, আপনার ঔরসে আপনার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানই হবে আপনার মৃত্যুর কারণ—'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ যে শিশুর পৃথিবী দর্শনের কারণ আপনি, সেই শিশুই হবে আপনার প্রাণহন্তা। ফোবিয়াসের ঘোষণা কখনও মিথ্যা হয় না.। আর—'

'থামলেন কেন দৈবজ্ঞ, মৃত্যুই তো মানুষের শেষ কথা। তারপরেও 'আর' বলে কি কিছু থাকতে পারে?'

'পারে মহারাজ। আর তা শোনাও আপনার পক্ষে দুঃসহ হবে। তাই সে কথা নাই বা শুনলেন?'

'না। আপনি বলুন।'

'সে বড় মর্মান্তিক। মৃত্যুর থেকেও নিষ্ঠুর।'

'কি এমন সে কথা যা মৃত্যুর থেকে নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর। মানুষের জীবনে মৃত্যুর থেকে চরম আর কিই বা থাকতে পারে। আপনি বলুন—মনে রাখবেন আমি রাজা লাইয়ুস। জীবনে শত্রুতা আর ভয়ঙ্করের অনেক রূপ আমি দেখেছি। স্বহস্তে তাদের মোকাবিলাও করেছি। আর কোন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ-বাণী আমাকে চঞ্চল করতে পারবে না। আপনি বলুন।'

শুভ্র ভ্রুযুগলের বঙ্কিম ভঙ্গিমা বজায় রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরো একবার রাজপুরোহিত লাইয়ুসের মুখের দিকে তাকালেন। প্রশস্ত ললাট। তীক্ষ্ণ নাসিকা। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর। উন্নত চিবুক। কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ দাম। রূপালী রেখার কয়েকটি আঁচড় নবাগত পৌঢ়ত্বের সংবাদ দিচ্ছে। কিন্তু সে মুখে ক্ষণপূর্বের ভয়ার্ত বিহ্বলতা অপসারিত। লাইয়ুস পুনর্বার ফিরে পেয়েছেন তাঁর দীপ্ত রাজমহিমা। যে মহিমা আর পরাক্রম তাঁকে করেছে থিবিসের একছত্র নায়ক।

তবুও মনে মনে শঙ্কিত হলেন রাজপুরোহিত। এমন সংবাদ শুনে দেবরাজ জিউসেরও হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠবে। লাইয়ুসের পক্ষেও এ সংবাদ বজ্রাঘাতের মতই হবে। সংবাদ পরিবেশন করবেন কিনা এমন একটি সংশয়ও তাঁকে ঘিরে ধরল। সত্য যে বড় নিষ্ঠুর।

'আপনি কি সংশয়জনিত কোন ব্যাধিতে ভুগছেন, পুরোহিত?'

'তা বলতে পারেন মহারাজ।' ক্ষণ নীরবতার পর তিনি বললেন, 'বেশ তাই হোক। যা সত্য তা যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন—মহান ফোবিয়াসের মত সে জাজ্বল্যমান। তা একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই। এবং আমি যখন সে কথা জেনেছি, আপনারও জানা উচিত। অন্তত প্রতিকারের সময়ও পেতে পারেন। তবে শুনুন মহারাজ—সেই অনাগত শিশু, যে এখনও পৃথিবীর আলো দেখেনি, মাতৃগর্ভের উষ্ণতায় যে পরমশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে, যে নির্গমন পথে একদিন সে পৃথিবীর আলো দেখবে, হৃদপিণ্ড ভরে প্রকৃতির বাতাস গ্রহণ করবে, সে-ই হবে থিবিসের রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ নায়ক—'

'এ আর বিচিত্র কি ?'

'আছে মহারাজ।'

'বলুন, থামলেন কেন ?'

'তার জননীই হবে তার যৌবনের লীলাসঙ্গিনী।'

আহত সিংহের মত চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গম্ভীর আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে—'আহ্… ।

'মহারাজ !'

'একি বললেন পুরোহিত ? এ আপনি কি সর্বনাশের ইঙ্গিত দিলেন ?'

'যা সত্য তাই-ই কেবল আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে—ঐ হতভাগ্য শিশু তার মাতার চরম লজ্জাস্থান সম্ভোগ করবে। এ সত্য। এই হৃদয়হীন সংবাদ একদা মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হবে মহারাজ।'

লাইয়ুস যেন আর শুনে উঠতে পারেন না। অবাঞ্ছিত শব্দকে কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে না দেবার কারণেই আপন অঙ্গুলী পেষণ করে কিয়ৎক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। আচম্বিত অবিশ্বাস্য শব্দ বোঝার ভার সহ্য হবার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলেন রাজজ্যোতিষের দিকে। সে মুখে কোন সান্ত্বনার বাণী নেই। নিথর পর্বতের মত এক বৃদ্ধের অবিচল মূর্তি যেন।

বৃথা সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়ালেন রাজা লাইয়ুস। দ্বিতীয়বার রাজজ্যোতিষের মুখ দর্শন না করে ফিরে গেলেন অন্তঃপুরে।

নরম পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে আছেন রানী জোকাস্তা। পূর্ণ গর্ভবতী এখন তিনি। শিথিল অঙ্গ ছড়ানো রয়েছে এলোমেলো। স্পষ্টই বোঝা যায় রানী এখন নিদ্রিতা। পীনোন্নত বক্ষ এবং স্ফীতোদর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে। ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে আছে আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় গরবিনী জননীর স্মিত এবং অহঙ্কারী হাসির গর্বিত সুষমা।

ধীর পায়ে রাজা লাইয়ুস এসে কক্ষে প্রবেশ করেন। অন্যদিন এমন শিথিল বেশবাসে নিদ্রিতা রানীকে দেখলে হয়ত আদরে সোহাগে তাঁকে আরো এক ঈপ্সিত সুখ দিতে পারতেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই চঞ্চল এবং বিব্রত।

রাজা লাইয়ুস। থিবিসের রাজা এবং বীর ল্যাবডাকাসের পুত্র। ভয় আর অকারণ শঙ্কা যাঁর কাছ থেকে শত হাত দূরে অবস্থান করে। সেই থিবিসরাজও আজ বিচলিত। চিন্তিত। ক্ষণপূর্বের ভবিষ্যৎ-বানী তাঁর চিত্তে এনেছে অস্থিরতার প্রাবল্য।

নিঃশব্দে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রাসুখী রানীকে পর্যবেক্ষণ করলেন। না, ঠিক রানীকে না। ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাকিয়ে রইলেন ছন্দের তালে তালে কম্পমান উদরটির দিকে। একটি সুন্দর দেহী শিশু ঐ গর্ভের অন্তরালে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ঐ শিশু, যদি ভবিষ্যৎ-বানী সত্য হয় তাহলে সে হবে জগতের শ্রেষ্ঠ দুর্ভাগ্যের অধিকারী। অনাগত ঐ শিশু আজও জানে না কি মারাত্মক অভিশাপের ললাট লিখন নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। যে গর্ভের নিশ্চিন্ত আবাসস্থলে এখনও নির্বিবাদী প্রাণীর মত ঘুমিয়ে আছে একদিন—

আর ভাবতে পারেন না লাইয়ুস। ত্বরিতে ফিরে গেলেন কক্ষ সংলগ্ন

গোপন অস্ত্রশালার দিকে। ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর হস্তে শোভা পাচ্ছে এক দীর্ঘাকৃতি তরবারী।

মনস্থির করেই নিয়েছেন রাজা। এ শিশুর জন্ম হতে পারে না। আগামীদিনের ঐ মহাপাপীকে নিজ হস্তে নির্মূল করবেন। তিনি জানেন গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করা মহাপাপ। তবু সেই মহাপাপের কাজই তিনি করবেন আরো এক ভয়ংকর মহাপাপের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যেই। যে কথা শুনে এলেন সত্যই তা আগাম পৃথিবীর তাবৎ মানুষের কাছে এক দুঃস্বপ্ন।

দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর কোন অবশিষ্টই ছিল না। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাজা এগিয়ে এলেন নিদ্রাসুখে সুখী রানীর জোকাস্তার অতি সন্নিকটে। তারপর, নিমেষেই তুলে ধরলেন তীক্ষ্ণধার সেই তরবারিটি। আর ঠিক যে মুহূর্তে তিনি হস্তধৃত অসিটিকে আমূল বিদ্ধ করতে চাইলেন রানীর উদরদেশে, আচম্বিতে ফিরে পেলেন তাঁর হৃতচেতন। এ তিনি কি করতে চলেছিলেন? ঐ শিশুকে হত্যা করতে গিয়ে যে তিনি তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকেই হত্যা করতে চাইছিলেন। ছি ছি, এ কি মতিবিভ্রম! ঐ শিশু তাঁর কাছে অপাংক্তেয় হতে পারে। তাই বলে রানীর অপরাধ কি? তিনি তো কোন দোষ করেননি। তিনি কেবলমাত্র তাঁর সন্তানকে উদরে স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া মহারানীকে তিনি প্রাণপেক্ষা প্রিয় বলেই মনে করেন। রানীর মৃত্যু সহ্য করা যে লাইয়ুসের পক্ষেও অসম্ভব। ঐ সুন্দর কালিমাহীন মুখটি যে তিনি কতবার হৃদয়ের আবেগে আর আদরে সোহাগে আর চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া রানী যে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

লজ্জিত হলেন রাজা। আপন চিত্তবিকারে। উন্মুক্ত তরবারিটিকে নামিয়ে নিলেন। তারপর, পরাজিত সম্রাটের মত সংকল্পচ্যুত লাইয়ুস যেই মাত্র ফিরে যেতে চাইলেন, কি এক অনিবার্য, হয়ত বা ভবিষ্যতের মহানির্দেশে রানী জোকাস্তার নিদ্রাচ্যুতি ঘটল। চোখ মেলে সবিস্ময়ে

দেখলেন একটি বিশালাকার তরবারি হস্তে রাজা ফিরে যাচ্ছেন তাঁরই শয্যাপ্রান্ত থেকে।

কৌতূহল দমন করে গর্ভভারে পীড়িত রানী উঠে বসলেন শয্যার উপরে। রাজার এহেন আচরণে রানীও যৎপরনাস্তি বিস্মিত।

'মহারাজ!'

ততক্ষণে লাইয়ুস ত'ার আপন অস্ত্রাগারটির কাছে ফিরে গেছেন। এবং নির্দিষ্ট স্থানে রেখেও দিয়েছেন তরবারিটি।

পুনর্বার মহারানীর কণ্ঠ হতে সেই বিস্মিত জিজ্ঞাসা নির্গত হয়, 'রাজন'—

'বল রানী?'

'এই অসময়ে আপন নিভৃত কক্ষে উন্মুক্ত তরবারি হাতে আপনি কি করছিলেন?'

বিচলিত হলেন রাজা লাইয়ুস। ক্ষণিক সময়ও নিলেন। সত্যভাষণ এক্ষেত্রে কি উচিত হবে?

তারপর ধীরে ধীরে এসে বসলেন প্রিয়তমা স্ত্রীর শয্যাপ্রান্তে।

'বলুন রাজা। এই অসময়ে আমারই শয্যাপ্রান্তে আপনার তরবারিহস্তে বিচরণ আমাকে বড় বিস্মিত করেছে। তাছাড়া আপনাকে দেখাচ্ছেও বড় বিচলিত। চিরহাস্যময় পুরুষটির ললাটে পড়েছে অনেকগুলি চিন্তার বঙ্কিমরেখা। বলুন রাজা। আমাকে আর কুহকের মধ্যে রাখবেন না। আপনি কি কোন কারণে আমার প্রতি কুপিত?'

'না, না রানী। তুমি আমার প্রাণপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী। আর বিনা কারণে তোমার প্রতি কুপিতই বা হব কেন?'

'তাহলে?'

'সে বড় মর্মান্তিক আর বেদনার কথা। তোমার পক্ষে শোনা মঙ্গলের হবে না। বিশেষ এ সময়ে।'

'তা হোক। আপনি বলুন। উদ্বিগ্ন এবং মানসিক বেদনায় বিচলিত

স্বামীকে পাশে রেখে সুখনিদ্রা আসে না। আমাকে সত্য বলুন কি আপনার উৎকণ্ঠার কারণ ?'

রানীর কাতর উক্তি এবং আন্তরিকতা লাইয়ুসকে বিশেষ চিন্তার মধ্যে ফেলল। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আর কোন কিছুই গোপন রাখতে পারলেন না। ক্ষণপূর্বের সবকিছুই রানীকে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

উন্মত্ত বাতাসের আঘাতে যেমন বেতসপত্রের শরীর কেঁপে ওঠে ঠিক তেমন ভাবেই জোকাস্তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হল। মধ্যরাত্রে এমন দুঃসংবাদ শুনবেন তিনি আশাও করেননি।

শয়নগৃহের প্রতিটি কোণায় তখন এক অখণ্ড নীরবতা ছড়িয়ে রয়েছে। নির্বাক রাজা লাইয়ুস। নিস্পন্দ রানী জোকাস্তা। রাজা নির্বাক, কারণ তাঁর সমস্ত হৃদচাঞ্চল্য উজাড় করে তুলে ধরতে পেরেছেন রানীর কাছে। মহারানী নিস্পন্দ, কারণ ঝড়ের প্রথম আঘাতটি তিনি ততক্ষণে সইতে পেরেছেন।

ঝড় থেমে গেলে যেমন পৃথিবীতে নেমে আসে এক অস্বাভাবিক শব্দহীনতা জোকাস্তার হৃদয়ের মধ্যেও নেমেছে সেই নৈঃশব্দ।

তারপর, অনেক অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে জোকাস্তা বললেন, 'তাই বুঝি আমাকে হত্যা করে পৃথিবীকে মহাপাপের হাত হতে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন ?'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মহারানী। তুমি কি জান না তোমাকে আমি কত ভালবাসি।'

'সে আমি জানি মহারাজ। আপনি উচিত কাজ করতেই মনস্থ করেছিলেন।'

'কি বলছ তুমি ? এ আমার স্বপ্নাতীত।'

'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে সত্যিই আপনি আমাকে ভালবাসেন কিনা।'

'জোকাস্তা!'

'হ্যাঁ মহারাজ। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ভালবাসার নামে নিজেকে বেশী ভালবাসেন। ভালবাসেন নিজের সুখ আর সম্ভোগকে।'

'তোমার এ কথার অর্থ?'

'আপনি যদি যথার্থই আমাকে ভালবাসতেন তাহলে ভবিষ্যতে আপনার সন্তানকে এক মহাকলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে হত্যা করতে পারতেন। এবং সেই হত রাজা লাইয়ুসের উচিত কাজ। আজকের কদমুসবাসী রাজা লাইয়ুসকে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করলেও আগামীদিনের পৃথিবী আর ভবিষ্যতের মানুষ মহারানী জোকাস্তার প্রিয়তম স্বামী হিসেবে লাইয়ুসের নামে চারণ সঙ্গীত রচনা করত। কিন্তু আপনি তা পারলেন না। আপনি নিজের সুখের কারণে আমার চোখে স্ত্রৈণ হয়ে গেলেন।'

ধীরে এবং নতমস্তকে জোকাস্তার সমস্ত অভিযোগ শুনলেন রাজা লাইয়ুস। সহসা কোন উত্তরও তিনি দিলেন না।

আকাশে তখন পূর্ণিমার গোলাকার চাঁদটি শয়নকক্ষের গবাক্ষ ভেদ করে স্বচ্ছ মেঝের বুকে মরীচিকার কুহেলি ফেলেছে। দূরে কোথাও কোন রাত-জাগা পাখির পক্ষ আন্দোলনের শব্দ শোনা যায়। এখন বসন্তকাল না। তবু কোথাও কোন বসন্তদূতী ভুলবশত একবার মাত্র কুহু ডাক ডেকেই পুনর্বার নীরব হয়ে যায়। মৃদুমন্দ বাতাস কোথা হতে যেন বয়ে নিয়ে আসে এক বুনো আর মিষ্টি ফুলের সুবাস। রাত ক্রমশ মদির হতে মদিরতর হতে থাকে।

পূর্ণিমার স্বপ্নালোকিত ক্ষীণ আলোর ছায়ায় বসে থাকেন প্রাণে-মনে ক্ষতবিক্ষত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুঃখী দুই নরনারী। পল অণুপল দণ্ড আর প্রহর পার হয়ে রাত্রি ক্রমশ ভোরের দিকে এগিয়ে চলে। তারপর ঠিক যখনই প্রথম উষার স্বল্পাভা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে, রাতজাগা পুরুষটি দীর্ঘ নীরবতার শেষে ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার অনুযোগ আমি অস্বীকার করি না মহারাণী। তোমাকে এবং অনাগত

ঐ অভিশাপকে আমি এখনই হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু পারিনি। জানি না সে আমারই সুখের কারণে কিনা। তবে তোমাকেও যে আমি ভালবাসি এ কথাও আমি অস্বীকার করতে পারি না। তাই—তাই পারিনি আমি তোমাকে নিজের হাতে হত্যা করতে। ভালবাসার মানুষের বুকে কি ছুরিকাঘাত করা যায়? জানি না।'

'কিন্তু এ দুর্বলতা রাজা লাইয়ুসের সাজে না।

'ভুলে যেও না মহারানী রাজা লাইয়ুসও মানুষ। তার সব অনুভূতিই মানুষের মত। নিরপরাধ প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা করার মত পাশবিকতা রাজা লাইয়ুসের নেই। আর সেই কারণেই সে তোমার কাছে মানুষ লাইয়ুস হয়েই বেঁচে থাকতে চায়। রাজা লাইয়ুস হয়ে নয়।'

সহসাই জোকাস্তা ভেঙে পড়লেন লাইয়ুসের বুকের উপর। এতক্ষণে অনুদ্গত অশ্রু বন্যা হয়ে লাইয়ুসের বক্ষস্থল ভিজিয়ে দিল।

'তাহলে কি করবেন মহারাজ?'

'একটাই মাত্র উপায় আছে।'

'কি সে?'

'জন্মমুহূর্তেই ঐ শিশুকে হত্যা করা।'

'না', আর্তচিৎকারে সরব হলেন মহারাণী, 'মা হয়ে নিজের হাতে আমি কেমন করে তাকে হত্যা করব?'

'পারতেই হবে মহারানী। নইলে যে স্বয়ং জিউসও আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমার জীবনের জন্যে আমি চিন্তিত নই। কারণ জীবিত সবারই একদিন মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি কেমন করে মেনে নেব ঐ শিশুর জন্মদাত্রী হবে তারই অঙ্কশায়িনী! অন্তত ঐ শিশুকে এক বিরাট কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেও ওকে হত্যা করা প্রয়োজন।'

কখন যেন উষার কাল শেষ হয়ে গেছে। বিরাট লাল সূর্যটি আকাশের বুকে আগুন ছড়াতে শুরু করেছে। দীপ্যমান অগ্নিপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় জোকাস্তা বলে উঠলেন—তবে তাই হোক!

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান বীথিকায় একাকী ভ্রমণ করছিলেন রাজপুত্র অয়দিপাউস। দেশবিদেশ হতে সংগ্রহ করা বিভিন্ন নাম-না-জানা ফুলের সমারোহে অপরাহ্ণের উদ্যানটি যেন পরিতৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত। কত যে রঙ তাদের। কি তাদের বর্ণাঢ্য সুষমা। অয়দিপাউস নিজের হাতে উদ্যানটির পরিচর্চা করেন। এ তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্থান। জগতের হাজার কোলাহল হতে মুক্ত এর পরিবেশ। একপাশে কৃত্রিম ঝরণার জল ঝিরঝির শব্দে বয়ে চলেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ গাছের শীর্ষে বসে হাজার পাখিরা কলতানে মুখর। বাতাসে পাঁচমিশালি ফুলের সংমিশ্রণে এক নেশাধরানো মিষ্টি গন্ধের সুবাস ছড়িয়ে রয়েছে। এমন স্থানে এলে যে কোন মানুষই বোধহয় নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে।

যদিও অয়দিপাউস প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তবু এই নির্জন আর নিভৃত উদ্যানবীথিকা তাঁর বড় সাধের বিশ্রামস্থল। বিশেষ, মন যখন থাকে ভারক্রান্ত তখনই তিনি দীর্ঘক্ষণ শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত বেদীকার উপর একাকী বসে থাকতে ভালবাসেন।

করিন্থের রাজপুত্র অয়দিপাউস। শৌর্যে বীর্যে রূপে গুণে এবং পরাক্রমে অদ্বিতীয় পুরুষ। পিতা পোলিবাস আর মাতা মেলোপির আদরের ধন। চোখের মণি। অয়দিপাউস তাঁদের গর্ব, পোলিবাসের পর করিন্থের উপযুক্ত প্রতিনিধি।

তবু অয়দিপাউসের মন আজ বেদনায় ভরপুর। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটে গেছে এক অদ্ভুত ঘটনা। এমন ঘটনার শোনার জন্যে অয়দিপাউস কোনভাবেই মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। রীতিমত বিস্ময়কর ঘটনাটি তাঁর সারা দেহমনে এক আমূল শিহরণের ঢেউ তুলেছে। মনে হচ্ছে কে যেন সজোরে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে তাঁকে। বিপন্ন অস্তিত্বে তিনি চিন্তিত, মহাআশঙ্কায় মূক।

মাঝে মাঝে পথ পরিক্রমায় নির্গত হন অয়দিপাউস। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। এবং প্রায়শই তিনি কাউকে সঙ্গে নিতে পছন্দ করেন

না। একক ভ্রমণে তিনি বেশ মানসিক প্রশান্তিই পান। আসলে হয়ত নিজেকে একা পাওয়ার মধ্যে কিছুটা আত্ম-উপলব্ধির অবকাশ পাওয়া যায়।

বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন। দূর দিগন্তে পর্বত-শৃঙ্গগুলি স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। রৌদ্রদীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিল শৃঙ্গ-দেশে। জমে থাকা বরফের উপরে সূর্যের কিরণ পড়ে মনে হচ্ছিল কোন-এক অদৃশ্য কারিগর পাহাড়ের চুড়োয় ছড়িয়ে দিয়েছে গলিত রৌপ্য প্রবাহ। ঘন নীল পাহাড়ের নিচে হাল্কা-নীল জমাট কুহেলী মিতালি পাতিয়েছে হরিৎ বনানীর সঙ্গে। মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ। অসংখ্য মেষশাবকের দল ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে মাঠের সবুজে। দৃশ্যটি মনোরম। আবেগ-আয়ত নেত্রে প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্যটি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছিলেন অয়দিপাউস। তাঁর মনে হচ্ছিল জগতে বুঝি সব থেকে দুঃখী অন্ধের দল। নিকষ অন্ধকার ছাড়া অন্ধের পৃথিবীতে আর কোন সংজ্ঞা নেই!

কোমল গালিচার মত সবুজ তৃণের বুক দলিত করে অয়দিপাউস একসময় এসে পৌঁছলেন শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ এক বৃক্ষের পাদমূলে। সেখানে ছায়া-ছায়া শীতল নীরবতায় কয়েকটি মেষপালক মদ্যপানে রত। নেশাহত চিত্তে আপনাপন বিকারে মত্ত মেশপালকেরা রাজপুত্র অয়দিপাউসকে তেমন সমীহ-দৃষ্টিতে দেখতে চাইল না। তরল আগুনের মত্ততায় তারা দেহমনে শিথিল। কেউ কেউ বা বাক্ প্রবাহকে অর্গলমুক্ত করে দিয়েছে।

অয়দিপাউস কিয়ৎক্ষণ এই সব অর্বাচীন মেষপালকদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন জগতের ন্যায্য প্রাপ্যগুলি থেকে যারা সব সময়েই বঞ্চিত, তারাই হয়ত নেশার অন্তরালে চিত্তের শান্তি খুঁজে পেতে চায়।

অয়দিপাউস নিজেও কখনও-সখনও মদ্যপান করে থাকেন। কিন্তু তা কখনোই মাত্রা অতিক্রম করে না। কেননা তিনি জানেন চিত্তের

অসংযমী মনোভাব আনে দৈহিক শৈথিল্য। আর সে শৈথিল্য জন্ম দেয় বিষাদের। বিষাদগ্রস্ত চিত্তে কখনোই মহৎ কাজ করা যায় না। তার মনে আছে বিরাটত্বের কামনা। একটি সমগ্র জাতির নায়কত্ব।

ধীর পদক্ষেপে অয়দিপাউস পানাসক্ত মেষপালকদের অতিক্রম করে যেই মাত্র সামনের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছেন তখনই, পানাসক্তদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রবীণ এক মেষপালক তার প্রায় শিথিল হস্ত উত্তোলন করে ডাকল,—'কে যায়? অয়দিপাউস না?'

ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়ালেন অয়দিপাউস। ভবিষ্যতের এক প্রজাবৎসল নায়ক এই সব দীনদরিদ্র মানুষের ডাক উপেক্ষা করতে পারেন না। মনেপ্রাণে জনদরদী এবং ধার্মিক অয়দিপাউস অন্যান্য রাজাপুরুষের মত উপেক্ষার দৃষ্টিতে কখনোই এদের দিকে তাকাতেন না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই অয়দিপাউস। তুমি কিছু বলবে?'

নেশাবিজড়িত কণ্ঠে মেষপালকটি বেশ উপেক্ষা সহকারে বলল—'নাঃ বলাবলির আর কি আছে। দেখলাম, ভাগ্যের করুণা থাকলে লোকে কোত্থেকে কোথায় উঠে আসে।'

'তোমার কথার অর্থ ঠিক বোধগম্য হল না। তুমি কি বলতে চাও?'

উত্তরে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। অন্য এক পানাসক্ত ব্যক্তি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'যেতে দাও পিথাস। কি লাভ সেই সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে। ঠিক আছে রাজার ছেলে। তোমার জয় হোক। তুমি এখন এস।'

সামান্য মাতালের প্রলাপ ভেবে অয়দিপাউস তেমন কোন মূল্য দিতে চাইলেন না। তিনি পুনর্বার ঘুরে দাঁড়ালেন অন্যত্র যাবার জন্য। কিন্তু যাওয়া তাঁর হল না।

পূর্বোক্ত পিথাস হয়ত মদ্যপানজনিত মত্ততায় নিজেকে প্রকাশ করতেই চাইল। সে বলল, 'কেন, এ তো সবারই জানা কথা। যেতে দেবার কি আছে? রাজার ছেলে? ফুঃ, আবার তাই নিয়ে গর্ব! আমরা হলে কবে পারনাসাস পাহাড়ের চূড়ো থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তুম।

নয়ত ইসমিনাসের জলে ডুবে মরতুম। আসলে কি জান, লজ্জায় আমাদের বাঁচতেই ইচ্ছে করত না'।'

'তুমি থামবে পিথাস?' অপর মেষপালকটি খুব সম্ভবত শান্তি-প্রিয়। সে বোধহয় এই অপ্রীতিকর আলোচনার তিক্ততায় যেতে চাইছিল না। অয়দিপাউসকে উদ্দেশ্য করে বললও, 'কিছু না অয়দিপাউস। তুমি যাও বরং। হয়ত কোথাও তোমার যাবার তাড়া আছে।'

এরপর বোধহয় অয়দিপাউসের স্থানত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। দরিদ্র জনসাধারণকে তিনি ভালবাসেন ঠিকই। তাদের দুঃখ দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করে তাতে কোন সন্দেহও নেই। কিন্তু তার অর্থ এই না যে তারা ইচ্ছে করলেই কোরিন্থরাজ পোলিবাসের পুত্রকে অপমান করার স্পর্ধা রাখবে।

এগিয়ে এলেন অয়দিপাউস। পিথাস নামধারী মেষপালকটির সামনে এসে বললেন, 'তুমি বোধহয় জান না তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ। আমি অয়দিপাউস। এ রাজ্যে এ নামে আর কোন লোক আছে বলে আমার জানা নেই। সে কথা স্মরণ রেখেই আমার সঙ্গে তোমার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কথা বলা উচিত ছিল।'

পানাসক্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই চিৎকারে নিজেদের মনের রাগ মেটাতে চেষ্টা করে। সুস্থ মাথায় তারা যা বলতে পারে না, নেশার আড়ালে থেকে অকপটে অনেক সত্য অথচ কটুকথা বলতে তাদের মুখে আটকায় না। আটকাল না পিথাসেরও। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে বলে উঠল, 'রাজার ছেলে? ফুঃ, তুমি আবার কবে থেকে রাজার ছেলে হলে হে! তবু যদি না আমি তোমার সব কথা জানতাম। মনে কোরো না আমি মিথ্যে বলছি। দেখ আমার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। রাজার ছেলে! বল ভাগ্য, ভাগ্য। ওরকম ভাগ্য করে এলে আমিও এতদিনে রাজার ছেলে নয়, রাজাই হতে পারতুম। যা একদিন তুমিও হতে পার—।'

পিথাসের গলার স্বর ক্রমশ চড়ছিল। অন্য মেষ পালকটি বুঝতে পেরেছিল পানাসক্ত পিথাসকে এখনই না থামালে সে অনর্থ বাধাবে। সহসাই উঠে গিয়ে সে পিথাসের মুখে হাত চাপা দিয়ে তার কণ্ঠস্বর রোধ করতে চাইল।

হঠাৎই সাপের মত শীতল এবং ইস্পাতের মত কঠিন কণ্ঠস্বরে মেষ-পালকটি চমকে উঠল। কেননা অয়দিপাউস তখন বলতে শুরু করেছেন, 'ওর মুখ থেকে হাত সরাও। ওকে কথা বলতে দাও।'

অয়দিপাউসের বীরত্ব এবং শৌর্যের কথা কারোরই অবিদিত ছিল না। কিঞ্চিৎ ভীতবিহ্বল চিত্তে লোকটি পিথাসের মুখ থেকে হাতটি সরিয়ে নিল।

অয়দিপাউস কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত নেত্রে পিথাসকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'আমি তোমাকে মাত্র তিন দণ্ড সময় দিলাম পিথাস। তোমার বক্তব্য আশা করি তুমি স্পষ্টই বলতে চাইবে— ।'

প্রবীণ পিথাস তার আরক্তিম চোখ দুটি তুলে একবার তাকালো অয়দিপাউসের দিকে। তারপর এক রহস্যময় হাসির বঙ্কিমরেখা ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ভবিষ্যতের জননায়ক, শুনেছি তুমি জ্ঞানবানও। অয়দিপাউস কথার অর্থ কি জানো?'

'তার সঙ্গে তোমার অসংলগ্ন উক্তির সম্পর্ক কি?'

'আছে অয়দিপাউস, আছে। যদি তোমার নামের মানেটি জানা থাকে তাহলে চটপট বলে ফেলো তো বাপু।'

'তোমার স্পর্ধা তো কম নয় মেষপালক। করিন্থের ভবিষ্যৎ রাজাকে জিজ্ঞাসা করছ তার নামের অর্থ কি?'

উপেক্ষার হাসি হেসে পিথাস বলে, 'আমি জানতুম, রাজকীয় বর্মের আড়ালে থেকে তুমি নিজেকে গোপন রাখতেই চাইবে।'

উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে অয়দিপাউসের। সামান্য এক মেষপালকের মুখে এসব কথা শুনবেন এ তাঁর কল্পনারও অতীত। মেষপালকের হেয়ালী তাঁকে ক্রমশ অস্থির

করে তুলছিল। তবু কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব চাপা রেখেই বললেন, 'আমি কোন ভাবেই নিজেকে গোপন' রাখতে চাই না। তুমি কি বলতে চাইছ তার অর্থও আমার অজানা। তবে অয়দিপাউস কথার অর্থ যার পায়ে আছে ছিদ্র চিহ্ন।'

'তোমার কি পায়ে এ রকম কোন চিহ্ন নেই?'

'হ্যাঁ আছে। আমার দুই পায়েই দুটি ছিদ্র বর্তমান। আর সেই জন্যেই আমার নাম রাখা হয়েছে অয়দিপাউস। তাতে আমার অপরাধ কি?'

'নাঃ, অপরাধের কথা বলছি না। বলছি ভাগ্যের কথা।'

'তখন থেকে তুমি ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আসল কথাটি গোপন করতে চাইছ। সত্যি করে বল কি তোমার বক্তব্য?'

সম্মুখে রাখা স্বর্ণপাত্রের তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে পিথাস উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে, জিউসের দয়ায় কি না হতে পারে। নাম গোত্রহীন এক কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, সে হবে কিনা করিন্থের ভবিষ্যৎ জননায়ক! একে ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়? তুমিই বল অয়দিপাউস!'

যেন বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটল। বনস্থলের প্রতি বৃক্ষে আর উন্মুক্ত তৃণচ্ছাদিত প্রান্তরে অয়দিপাউসের বজ্রনির্ঘোষ ছড়িয়ে পড়ল একটি শব্দে, 'পি...থা...স...।'

কিন্তু পিথাস ততক্ষণে তার টলায়মান মত্ততা নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অন্য মেষপালকেরাও তাদের মেষদলকে পরিত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে পলায়ন শুরু করেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় এবং ক্রোধজনিত উত্তেজনায় অয়দিপাউস বোধহয় কিঞ্চিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। আর সেই কারণেই মেষ-পালকের দল প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল।

সম্বিৎ ফিরে পাবার পরই তিনি ছুটে এসেছিলেন করিন্থরাজ পিতা পোলিবাসের কাছে। সামান্য এক মেষপালকের এই স্পর্ধাজনিত উক্তির তাৎপর্য জানতে।

নির্ভিক চিত্তে পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পিতা, আপনি যদি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত না থাকেন তাহলে আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই আপনার কাছে।'

পোলিবাস তখন দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার জন্য আপন কক্ষে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অয়দিপাউসের এই উত্তেজিত চেহারায় তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন অয়দিপাউস বিনা কারণে কখনোই উত্তেজিত হন না। ধীর স্থির কর্মঠ এবং ধার্মিক মনোভাবাপন্ন এই পুত্রের জন্য তিনি মনে মনে বেশ গর্বিত। সামান্য উদ্বেগ নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন,—'তুমি কি অসুস্থ অয়দিপাউস ?'

'না পিতা। বর্তমানে আমার থেকে সুস্থ সারা করিন্থে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ।'

'তাহলে তোমাকে এত ক্লেশাহত দেখাচ্ছে কেন ?'

'আমার একটি প্রশ্ন ছিল।'

'নিশ্চয়। একটি কেন, যতই আমার বিশ্রামের প্রয়োজন থাকুক না কেন, তোমার সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোন কুণ্ঠা বা আলস্য নেই। তুমি নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পার।'

'আমি কি আপনার সন্তান নই ?'

হঠাৎ এমন একটি প্রশ্ন শুনবেন পোলিবাস আশা করেননি। আচম্বিত বেত্রাঘাতে মানুষ যেমন চমক খায় ঠিক তেমন ভাবেই তাঁর হৃদয়মূল কেঁপে উঠল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক লহমার জন্য। অয়দিপাউসকে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে পোলিবাস বললেন, 'এমন অর্বাচীন প্রশ্ন তোমার মনে স্থান পায় কি ভাবে অয়দিপাউস ?'

'এ কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর নয় পিতা। আমার প্রশ্ন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আপনি কি আমার পিতা নন ?'

কর্মান্তে ঠিক তখনই রাণী মেলোপি শয়নকক্ষে প্রবেশ করছিলেন অয়দিপাউসের শেষ কথা তাঁরও কানে গিয়েছিল—চৌকাঠ থেকেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'অয়দিপাউস !'

'মা! ভালোই হল। তুমিও এসে পড়েছ। প্রশ্নটা তোমাকেও আমার করতে আপত্তি নেই। অন্তত একবারের জন্যেও সত্য করে বল তুমি আমার মা!'

ছুটে এসে সজোরে জড়িয়ে ধরলেন অয়দিপাউসকে। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমিই তোর মা। স্বয়ং জিউসের নামে বলছি তুই ধর্মসাক্ষী আমারই সন্তান। অয়দিপাউস ছাড়া আর আমার কোন সন্তানই নেই।'

'আঃ', এক গভীর প্রশান্তি নেমে এল অয়দিপাউসের বুকে। তপ্ত ঋতুর শেষে প্রথম বর্ষার মত শান্তির পরশ লাগল মনে। ক্ষণপূর্বের সব জ্বালা যেন নিমেষে স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে পোলিবাস ততক্ষণে তাঁর রাজকীয় গাম্ভীর্য ফিরে পেয়েছেন। পরুষ গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'হঠাৎ এ প্রশ্নের অর্থ কি অয়দিপাউস? তুমি কি তোমার পিতামাতাকে অস্বীকার করতে চাও?'

'না পিতা না।' যেন আর্তনাদ করে উঠলেন অয়দিপাউস। 'বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার পিতা করিন্থরাজ পোলিবাস মাতা তাঁরই সহধর্মিণী মেরোপি, এ আমার বড় অহঙ্কারের পরিচয়। সে পরিচয়ে কেউ যদি সন্দেহের বিষাক্ত বীজ বপন করতে চায় তাহলে আমার থেকে দুঃখী আর কে আছে বলুন? আমাকে ক্ষমা করুন পিতা। দুর্জনের রটনায় আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।'

কিন্তু পোলিবাস থামলেন না। প্রচণ্ড ক্ষোভে তখন তাঁর সর্বাঙ্গ বোধ হয় কম্পিত হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'কে সেই দুর্বিনীত নরাধম, যে আমাদের পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহের বিষ রোপণ করতে চাইছে? আমাদের শত্রুপক্ষীয় কেউ?'

'না পিতা। সে এক দুর্বলচিত্ত মদ্যপ। তাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

'অমার্জনীয় অপরাধের ক্ষমা হয় না। তাছাড়া গুজবের শেষ রাখতে নেই। কেননা গুজব মরেও মরে না। তুমি তার নাম বল। কে সে?'

'রাজা পোলিবাসের এ উক্তি সাজে না পিতা। সামান্য এক প্রজার কটূক্তিতে রাজসিংহাসন কম্পিত হতে পারে না।'

'ভুলে যেও না অয়দিপাউস, কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক, মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধাকেও সে কাবু করতে পারে। তাই কণ্টকের উচ্ছেদ একান্তই প্রয়োজন। বল তার নাম?'

ইতস্তত করেন অয়দিপাউস।

'মনে রেখো অয়দিপাউস, এ তোমার পিতার স্নেহের ভৎ সনা নয়। এ রাজাদেশ।'

'সে এক সামান্য মেষপালক। অতি বৃদ্ধ। নাম পিথাস।'

পোলিবাসের আদেশে তৎক্ষণাৎ পিথাসকে কারারুদ্ধ করা হল। অহেতুক পরচর্চার কারণে তার উদ্ধত জিহ্বাকে দিতে হল বিসর্জন। অন্ধ কারার অন্তরালে চিরদিনের মত নির্বাক জীবন যাপনে বাধ্য পিথাস মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকল।

তবু, আপন উদ্যান বীথিকায় শান্ত শীতল নির্জনতার মধ্যেও অয়দিপাউসের মনে শান্তি নেই। কোন এক অজানা শঙ্কা তাঁর হৃদয়কে যেন কুরে কুরে শেষ করে দিচ্ছিল। গভীর এক বেদনা বোধ তাঁকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে কদিন যাবৎ। সামান্য এক মেষপালকের মদ্যপানজনিত অসুস্থতার আবেগে বলা একটি ভিত্তিহীন কথার মূল্য বড় বেশী দিয়ে ফেলেছেন পোলিবাস। যা তাঁর মত বিজ্ঞ রাজনের শোভা পায় না। একটি অমূলক কথার গুরুত্ব এতই যে তার জন্য পিথাসের মত এক অতি সাধারণের জিহ্বা উৎপাটিত করতে হবে? তাকে চিরকাল কারান্তরালে বাস করতে হবে? এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড। কিন্তু কেন? কেন এই রুদ্ররোষ?

আর এই কেন টুকুই তাঁকে স্থিতধী হতে দিচ্ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল কোথায় যেন এক গ্লানির পঙ্কিলতা লুকিয়ে আছে। এ কি নিতান্তই এক পানাসক্তের প্রলাপ অথবা তাঁর স্বরচিত বেদনাবোধ! সে যদি সত্যই কোন কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান হয় তাহলে করিন্থরাজ

পোলিবাস তাকে এত স্নেহ আর মমতার আবেগে বড় করে তুলতে পারতেন না। মাতা মেলোপির উদ্বিগ্নতার কথাও তিনি জানেন। তাঁর সামান্য অদর্শনেই কি নিদারুণ বিচলিত হন তিনি।

মনের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় হঠাৎই তিনি যেন এক আশার আলো দেখতে পেলেন। সহসাই মনে পড়ে গেল দেল্‌ফির কথা।

পার্নাসাস পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ছোট্ট দেশ। নাম পলিস। সেই পলিসেরই একটি শহর, দেল্‌ফি।

মহান সূর্যদেব অ্যাপোলোর সন্তান দেল্‌ফসের নামানুকরণে এই শহরের নাম দেল্‌ফি।

কিন্তু দেল্‌ফির পরিচয় কেবল ঐ কারণেই না। যে কোন মানুষই তার মনের একান্ত প্রার্থনা নিয়ে সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা জানালে দৈববাণীর মত উচ্চারিত হত অতীত আর ভবিষ্যতের গণনা। বিশেষ ভবিষ্যৎ-বাণীর জন্য দেল্‌ফির নাম কে না জানে। আর দেল্‌ফির ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা হবার না। মুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করলেন অয়দিপাউস। ক্ষণপূর্বের যা কিছু দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। দেল্‌ফি। হ্যাঁ, দেল্‌ফিতেই তাঁকে যেতে হবে। রটনার সত্য মিথ্যা তাঁকে জানতেই হবে।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ সেদিন হয়ত অলক্ষ্যে বসে হেসেছিলেন। হয়ত বা অয়দিপাউসের এই ই ছিল নিদারুণ নিয়তির ইঙ্গিত। করিন্থের ভবিষ্যৎ জননায়ক সেই নিয়তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে যাত্রা শুরু করলেন আরো এক অনেক বড় কিংবদন্তীর মন্দভাগ্য রাজা হবার কারণে। অয়দিপাউসের এই গোপন যাত্রার কথা কেউ জানলেন না। এমন কি পোলিবাস আর মেলোপিও না। তাঁরা জানলে হয়ত অয়দিপাউস পৃথিবীতে এত বড় ট্র্যাজিক নায়ক হতে পারতেন না। প্রায় একবস্ত্রে, সঙ্গীহীন অশান্ত অয়দিপাউসের একমাত্র লক্ষ্য তখন দেল্‌ফি।

অনেক হাঁটা পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত অবসন্ন এবং শিথিল চরণে

এসে উপস্থিত হলেন দেল্‌ফিতে। তখন সায়ংকাল। উদ্দেশ্য তার সূর্যদেব ফোবিয়াসের অনুগ্রহ লাভ করা। কোনক্রমে রাত্রিকাল অতিক্রম করে পরদিন প্রভাতেই হাজির হলেন দেল্‌ফির মন্দির প্রাঙ্গণে। মহান ফোবিয়াসের উদ্দেশ্যে করজোড়ে নিবেদন করলেন আপন সংকটের কথা।

মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত মাত্র কিয়ৎকাল অ:দিপাউসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভ্রুদ্বয় ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে জটিল কুঞ্চনে আবদ্ধ হল। তারপর মস্তক অবনত করে বললেন, 'বৎস অয়দিপাউস, তুমি সত্যই তোমার পরিচয় জানতে চাও?'

'হ্যাঁ প্রভু। আর সেই কারণেই আমার এতদূর আসা। বলতে পারেন গোপনে এবং পদব্রজে।'

'তোমার অতীতের সব কথাই আমি জানি। কিন্তু কি লাভ, অতীতকে তার গহ্বর থেকে বিবরমুক্ত করার?'

'আমি যে চিত্তে কোন শাস্তি পাচ্ছি না, সত্য না জেনে।'

'কিন্তু তার থেকেও আরো বড় আর জটিল সত্য তোমার ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

'আমি সবই জানতে চাই প্রভু।'

'জানতে চাও? কিন্তু আমি বলি কি তোমার অতীত আর বর্তমান অনেক সুখের। ভবিষ্যৎ বড় দুঃখময় আর করুণ। তুমি বরং অতীত ভুলে বর্তমানের সমৃদ্ধি নিয়ে সুখে থাক।'

'কিন্তু লোকনিন্দা আর কটূক্তি, এযে সহ্যাতীত।'

'সে বরং সহ্য করা অনেক ভাল। ভবিষ্যতের বিভীষিকা অপেক্ষা।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন দৈবজ্ঞ?'

'আমি এটুকুই বলতে চাইছি, অতীতকে ভুলে যাও, তার জন্য তুমি দায়ী নও। বর্তমান বড় সুখের। এই বর্তমানকে স্থিতধী কর। আর ভবিষ্যতের জন্য সজাগ থাক। ভবিষ্যতের মহাদুর্বিপাক হতে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর।'

'ফোবিয়াসেরও কি সেই একই গণনা ?'

'হ্যাঁ বৎস। এখানে যা কিছু উদ্ধৃত হয় তা ফোবিয়াসের উক্তি বলেই জানবে।'

মনে মনে যথার্থই শঙ্কিত হলেন অয়দিপাউস। ফোবিয়াসের ভবিষ্যৎ-বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। ভবিতব্যের কথা জানার কারণে বর্তমান দুশ্চিন্তা তাকে রেহাই দিল। তাই তিনি পুনর্বার করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'তাই যদি তাঁর ইচ্ছা, তবে বলুন প্রভু, কি আমার ভবিষ্যতের নিদান।'

'সে বড় সাংঘাতিক। পারবে তা তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সহ্য করাতে ?

'যত বড় নিষ্ঠুরই তা হোক, ভুলে যাবেন না আমি রাজপরিবেশে বড় হয়েছি। আমার এই বিশাল বক্ষের সহনশীলতার ক্ষমতাও প্রচুর। আপনি বলুন। আমি সব কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত।'

মৃদু হাসলেন দৈবজ্ঞ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার পিতা-মাতাই হবেন তোমার সকল দুর্ভাগ্যের কারণ।'

'কি বলছেন আপনি প্রভু !'

'হ্যাঁ বৎস। আমি ঠিকই বলছি। বলছি আগামীদিনের এক মহাসত্যের কথা। পার যদি এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা কোরো।'

'আমি চেষ্টা করব, আপনি বলুন।'

'তোমার ললাটে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, তুমিই হবে তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ। অর্থাৎ তোমার হস্তেই জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানবশত তাঁর অন্তিম কাল সূচিত হবে।'

'প্রভু !' যেন আর্তনাদ করে উঠলেন অয়দিপাউস। 'কি বলছেন আপনি ? পিতা পোলিবাসকে আমি কেবল রাজা হিসেবে সম্মান করি না, তিনি আমার অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর পুত্রবাৎসল্য আমাকে দিয়েছে মহা সুখ।'

'তবু তুমিই হবে পিতৃহন্তা। আর—'

'এর পরেও 'আর' বলে কোন কথা থাকতে পারে?'

'পারে। এবং তা আরও করুণ আর জগতের চরম নিন্দার ব্যাপার।'

'অতি সত্বর আমার ব্যাকুল হৃদয়কে আপনি চিন্তামুক্ত করুন।'

'একদিন তুমিই হবে তোমার মাতার সন্তানের পিতা।'

'ওঃ জিউস!' আহত সিংহের বিশাল আর্তনাদ দেল্‌ফির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, 'না, না, এ অসম্ভব!'

'এ সম্ভব, যদি না তুমি সজাগ হও।'

'যে মাতৃস্তন পান করে আমি আমার শৈশবের আহার জুটিয়েছি—'

'সেই স্তন হবে তোমার ভোগের বস্তু—'

'যে অঙ্কে শয়ন করে আমি আমার বাল্যকালে সুখের নিদ্রায় মগ্ন হয়েছি—'

'সেই অঙ্কধারিণীই একদা হবে তোমার অঙ্কশায়িনী।'

'আমার সকল কৈশোরচাপল্য যিনি তাঁর স্নেহালিঙ্গনে মধুর করে তুলেছিলেন—'

'সেই আলিঙ্গন একদিন প্রেমালিঙ্গনে রূপান্তরিত হবে। এখন যাও। পার যদি নিজেকে কলুষমুক্ত করতে চেষ্টা করো। এক মহা-অমঙ্গলের হাত হতে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করো।'

হেঁট মস্তকে আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন অয়দিপাউস। ফিরে দাঁড়ালেন ফোবিয়াসের পুরোহিতের শেষ সংলাপের জন্য—

'আবারও বলি বৎস, অতীতকে ভুলে যাও, বর্তমানই তোমার শ্রেষ্ঠ সময়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সজাগ থেকো।'

বৃদ্ধ পুরোহিত ফিরে গেলেন।

আর অয়দিপাউস, স্নেহময় পিতা পোলিবাস আর করুণাময়ী মাতা মেলোপির কাছ থেকে যতটা দূরে থাকা সম্ভব সেই উদ্দেশ্যে চিরদিনের মত করিন্থ পরিত্যাগ করলেন। ঘুরতে থাকলেন বনে জঙ্গলে আর পাহাড় পর্বতে। অন্তত এমন একটি জায়গায় তিনি যেতে চান, যা

করিন্থ থেকে অনেক দূরে। যেখানে গেলে ফোবিয়াসের ভবিষ্যৎ বাণী ফলবে না।

তারপর একদিন, রাতের নক্ষত্র আর দিনের গাছপালা, নদনদী পর্বতের প্রকৃতি পরিবর্তন লক্ষ্য করতে করতে পার হয়ে গেলেন করিন্থের শেষ সীমানা। মনে মনে বললেন, বিদায় করিন্থ, বিদায় আমার জন্মভূমি, শোচনীয় ভবিষ্যৎ-বাণীর ভয়াবহ কলঙ্কের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। ইহজন্মে আর কোনদিনও তোমরা অয়দিপাউসের দেখা পাবে না। ভাগ্যহীন অয়দিপাউসকে পার যদি ক্ষমা করো।

করিন্থের মাটি মাথায় স্পর্শ করে অশ্রুসজল নেত্রে অয়দিপাউস হারিয়ে গেলেন অন্য আর জনারণ্যে।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। তখনো চারদিক ভালো করে রক্তিম সূর্যের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এরই মধ্যে ইসমিনাসের পবিত্র হোমকুণ্ডের চারপাশে অসংখ্য শরণার্থীর ভিড় জমেছে। আর্তকণ্ঠে তারা প্রার্থনা জানাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে। কদমুসের আবাসভূমি আজ মহামৃত্যুর আলিঙ্গনে প্রায় স্তব্ধবাক্ হতে চলেছে। যে ভাবে মৃত্যু তার শতহস্ত মেলে ধরেছে তাতে আর বুঝি বা কারো প্রাণে বাঁচার উপায় নেই। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে থিবিসের জনপদে। এই দুর্বিপাক থেকে কারো নিস্তার নেই। ধীরে ধীরে মহাশ্মশানের স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। বাত্যা-বিধ্বস্ত তরণীর মত নগরীর শান্তি সুখ বিপন্ন। আবালবৃদ্ধবনিতা শঙ্কা আর উত্তেজনায় মৃতপ্রায়। কি এক অভিশাপের করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন নগরী।

পৃথিবীর সব মুকুল ঝরে গেছে। মাটির অভ্যন্তরে যা কিছু উর্বর বীজ সব শুকিয়ে গেছে। কোন এক অজানা আশঙ্কায় গবাদি পশুদল প্রজননস্পৃহা পরিত্যাগ করেছে। মানুষের পক্ষে উপযুক্ত আহারের

জন্য দেবতা যে সব প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, সেইসব প্রাণীরা আর কোন সন্তান উৎপাদন করছে না। এমন কি মনুষ্য রমণীরাও হঠাৎ কোন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বিপর্যস্ত থিবিসের জনগণ। বাঁচার আকুতিতে তারা দিশেহারা। তবু মানুষ এমনি এক জীব যে অসহায়ের মত মৃত্যুর কাছে কেবল মাত্র আত্মসমর্পণ করতে শেখেনি। অনন্তকাল ধরে কেবলই লড়াই করে এসেছে। মৃত্যুর নিশ্চিত হাতছানি উপেক্ষা করেও জীবনের রক্তিম সূর্যের কাছে ছুটে গেছে। ভয়াল ভয়ঙ্কর ময়ালের মৃত্যুগ্রাণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি রাখে মনে মনে।

পেলাসের মন্দির প্রাঙ্গণে কাতারে কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে থিবিসবাসীরা। ভোর হতে না হতেই, উষালগ্নে দেবতার করুণা ভিক্ষার আশায।

আতঙ্কিত জনসমুদ্রে বয়েসের কোন সীমারেখা নেই। বাঁচার কি অসীম আগ্রহ। এমন সব বৃদ্ধেরা আছেন যাঁদের অন্তিমকাল আসন্ন। এমন সব শিশুরা আছে যারা হয়ত এই প্রথম সূর্যস্নাত হল। এ ছাড়া আছে সমর্থ যুবকের দল। অপরূপা সুন্দরী অথবা কুৎসিত-দর্শন-মনুষ্য-পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীর দল। মৃত্যুভয়ে কে না ভীত?

সেই আতঙ্ক-উদ্বেলিত জনসমুদ্রের মধ্যে রয়েছেন জিউসের প্রধান পুরোহিত। এই প্রার্থনা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত তিনি। অসংখ্য মানুষের ভীতি-কোলাহলের মধ্যেও তিনি তাঁর প্রজ্ঞাজনোচিত বুদ্ধি হারাননি। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহসাই তাঁর মনে পড়ে এক মহাপুণ্যবান অসম্ভব মানুষের কথা। হঠাৎই তাঁর মনে হয় জাতির এই মহাদুর্দিনে, প্রাকৃতিক অথবা অতিপ্রাকৃত দুর্বিপাক থেকে একমাত্র তিনিই পারেন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে। অসাধারণ তাঁর বুদ্ধিমত্তা। অসম্ভব তাঁর ধীশক্তি। সাহস আর তেজ সর্বজনবিদিত। তিনি একাধারে পরম ধার্মিক এবং পুণ্যবান বিচারক। বিচারকের আসনে বসে তিনি কখনোই নীতিভ্রষ্ট হন না। সুবিচারের কারণে

তিনি নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তানসন্ততিকেও পক্ষপাতিত্ব দেখান না।

তাঁর কথা মনে হতেই নিমেষে তিনি কর্তব্য স্থির করেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটি মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ান। 'বন্ধুগণ', উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে সমবেত আর্ত মানুষের মধ্যে, 'আজ জাতির এই চরম দুঃসময়ে, আমি জানি আপনারা আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় শিহরিত। এই ঘোর দুর্দিনে, অন্ধকারের গভীরতায় আপনারা ম্রিয়মান। তবু বলব বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রবল স্রোতে তৃণের মত ভেসে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনারা উঠুন। জাগুন। অন্তত বাঁচার জন্যে শেষ সংগ্রামটুকু না করে কীটের মত মৃত্যুবরণ করবেন না।'

পুরোহিত-প্রধান হয়ত বা সামান্য সময়ের বিরতি নিতে চেয়েছিলেন। সেই অবসরে পুনর্বার আর্ত মানুষের হতাশ আক্ষেপ ভেসে উঠল—'কিন্তু তা কেমন করে? কোন্ উপায়ে আবার আমরা বাঁচতে পারব বলে দিন প্রভু। আমাদের পথ দেখান। আশার সন্ধান দিন—'

হাতের ইশারায় সবাইকে শান্ত করলেন পুরোহিত। তারপর ধীর স্থির এবং সংযত কণ্ঠে বললেন, 'পথ আমি জানি না। পথ দেখাবার মত ক্ষমতাও আমার নেই। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমার একজনের কথা মনে পড়ছে। একমাত্র তিনিই আমাদের পথ দেখাতে পারেন। তিনিই পারেন এই ভরা দুর্দিনে মুক্তির কাণ্ডারী হতে—'

'কে? কে তিনি? কে সেই পরমপুরুষ,' উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আর্ত চিৎকার প্রতিধ্বনিত হল।

আবার কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা।

অসীম প্রত্যাশা ভরা কয়েক দণ্ডের নীরবতা।

তারপর সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'তিনি এই থিবিসের রাজা। রাজা অয়দিপাউস। তাঁর মত ধার্মিক এবং প্রজাবৎসল রাজাই হতে পারেন প্রজার পরিত্রাতা।'

পুনর্বার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর ঠিক সমুদ্র গর্জনের মত সমবেত উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল, 'ঠিক, ঠিক। একমাত্র তিনিই পারেন সকল দুঃখের কাণ্ডারী হতে—'

'তাহলে চলুন, আমার ভাই বন্ধু এবং মায়েরা, সকলে নতজানু হয়ে সেই মহান মানুষটির কাছে প্রার্থনা জানাই এই মহাদুর্দিনের পরিত্রাতা হতে।'

রাজঅন্তঃপুরে মহারানী জোকাস্তার সন্নিকটে বসে আছেন রাজা অয়দিপাউস। ললাটে তাঁর ভ্রুকুটিকুটিল গভীর রেখার সন্নিবেশ। দেখলেই বোঝা যায় দুঃশ্চিন্তার ঘন মেঘ তাঁর সারা মন আবৃত করে রেখেছে। পুষ্পকীটের মত তাঁর সুন্দর মনটাকে কে যেন কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। আকাশে বাতাসে এক মহা সর্বনাশের ঝড় বয়ে চলেছে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে দুঃখী মানুষের ক্রন্দনধ্বনি। সকাল হতে সন্ধ্যা এমন কি গভীর রাত পর্যন্ত শোনা যায় শোকাতুরের বিলাপ। সে বিলাপ ধ্বনি সুরক্ষিত রাজঅন্তঃপুরের সুখ শান্তি আর নিশ্চিন্ততা ধ্বংস করছে। প্রজাবৎসল রাজা অয়দিপাউসের মনে তাই অশান্তির ঝড়। তিনিও চিন্তিত। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ভেবে পাচ্ছেন না কেমন করে প্রাকৃতিক এই বিপর্যয় থেকে তাঁর প্রজাবৃন্দকে মুক্ত করবেন। সবার সুখই যে তাঁর সুখ। সবার আনন্দই যে তাঁর আনন্দ। নইলে রাজসুখ, সে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

মহারানী জোকাস্তাও চিন্তিত। তাঁর চিন্তা কেবলমাত্র প্রজাদের কারণে নয়। রাজার জন্যেও। রাজাই যদি ব্যথিত চিত্তে বিমর্ষ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনিই বা কেমন করে স্বস্তিতে থাকেন!

সহসাই চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ে। প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে।

'কি সংবাদ প্রহরী?' অয়দিপাউস মুখ তুলে বলেন।

'রাজসাক্ষাতে সমস্ত প্রজাবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন প্রভু।'

'কোথায় তারা?'

'প্রাসাদের বাইরে সবাই অপেক্ষা করছেন। পুরোভাগে আছেন দেবাদিদেব জিউসের প্রধান পুরোহিত।'

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন অয়দিপাউস।

'সে কি! তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন! তাঁকে সত্বর সভাগৃহে আসতে বল। আমি এখুনি আসছি।'

অভিবাদন শেষে প্রহরী প্রস্থান করে। এবং অয়দিপাউসও আর কালবিলম্ব না করে সভাগৃহের উদ্দেশে এগিয়ে যান।

সভাগৃহে আর তিল ধারণের স্থান নেই। উৎকণ্ঠিত আবালবৃদ্ধবনিতার কোলাহল মুখরিত চঞ্চল চিত্রপট। অয়দিপাউস প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মৌন হল সকলেই। উপস্থিত সকলকে বসতে অনুমতি প্রদান করে রাজা বসলেন আপন সিংহাসনে।

সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রধান পুরোহিত। ধীর পায়ে আরো একটু এগিয়ে এসে রাজাকে অভিবাদন জানালেন।

প্রশ্নাতুর অভিব্যক্তিতে রাজা অয়দিপাউস অভিবাদন গ্রহণ করে বললেন—'হে আমার প্রজ্ঞাবান প্রবীণ বন্ধু, আমি বুঝতে পেরেছি সমবেত প্রজাবৃন্দের মুখপাত্র হয়ে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বলতে চাইছেন। বলুন ঋত্বিক, আপনার এবং আপনি যাদের প্রতিভূ, আমি তাঁদের জন্যে কি করতে পারি?'

'মহারাজ, আপনি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন থিবিসের জনগণ, মহামতি কদমুসের সন্তানেরা, আজ বিপন্ন। তাদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির পথে।'

'আমি জানি পুরোহিত। আর এও নিশ্চিত জানবেন, আমি থিবিসের রাজা অয়দিপাউস, ঠিক তাদের মতই সমান দুঃখী এবং বিপন্ন। এখন বলুন, কি প্রার্থনা নিয়ে আপনারা আমার কাছে এসেছেন। আমার সাধ্য অনুসারে আমি আপনাদের পাশে দাঁড়াবো এ বিশ্বাস নিশ্চয়ই আপনাদের আছে।'

প্রত্যয় এবং সম্মতিসূচক ঘাড়টি দোলাতে দোলাতে পুরোহিত বললেন, 'সে কথা স্মরণ করিয়ে আর আমাদের লজ্জিত করবেন না মহারাজ। আপনি ভুলতে চাইলেও আমরা কি কখনও বিস্মৃত হতে পারি? আরো এক ঘোরতর দুর্দিনে আপনিই একদা কদমুসের প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন।'

লজ্জিত এবং স্মিতহাস্যে রাজা কয়েক দণ্ড অধোবদন রইলেন। চকিতেই তাঁর মনে পড়ল সেই একটি দিনের কথা।

অয়দিপাউস তখন রাজা নন। সামান্য এক পথচারী মাত্র। দৈববাণীর ভয়ে ভীত হয়ে তিনি তখন তাঁর নিজ মাতৃভূমি এবং জন্মস্থান করিন্থ পরিত্যাগ করে পালাতে চাইছেন। এক নতুন রাজ্যে। নতুন আর এক জনপদে। যেখানে গেলে অন্তত তিনি কোনদিনও করিন্থের ভূমি স্পর্শ করতে পারবেন না। পিতৃহন্তার গ্লানি বহন করতে হবে না। মাতৃসহবাসে কলঙ্কিত হতে হবে না।

কপর্দকহীন, জীর্ণবাস পথিকের মত ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছিলেন স্ফিন্‌ক্‌স্‌ নামের সেই দৈত্যটির মুখোমুখি। সে এক অদ্ভুত দৈত্য। যার ঊর্ধ্বাংশ নারীর আর নিম্নাংশ সারমেয়র। সর্পের মত দীর্ঘায়ত তার লাঙুল। ঈগল পাখির মত বিশাল দুটি ডানা। সিংহের মত তীক্ষ্ণ নখরবিশিষ্ট বলশালী তার থাবা। এই অদ্ভুতদর্শন মিশ্রিত প্রাণীটির কণ্ঠস্বর ছিল অবিকল মানুষের মত। প্রাণীটিকে অয়দিপাউস পরিহার করতেই চেয়েছিলেন। কারণ অযথা কোলাহল এবং দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করাই ছিল তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তাছাড়া সামনেই তখন এক নতুন শহরের প্রবেশদ্বার। অনেক আশা নিয়েই তিনি ঐ শহরে প্রবেশ করতে চাইছিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন অয়দিপাউস তখন চাইছেন একটুকু মাথা গোঁজার ঠাঁই। কিন্তু বাদ সাধল মনুষ্য এবং জন্তু সমন্বয়ে গঠিত সেই দৈত্যসদৃশ প্রাণীটি।

এখনও অয়দিপাউসের মনে আছে সব কিছু। হয়ত বা এ জীবনে কোনদিনও সে কথা ভুলে যাবেন না।

থিবিসের প্রবেশদ্বারে অবিচল প্রহরীর মত দণ্ডায়মান স্ফিনক্স্।

'তুমি কে?'

মাত্র একটি প্রশ্নেই শিহরিত হয়েছিলেন অয়দিপাউস। বিস্ময় তাঁকে বাক্‌রহিত করেছিল ক্ষণকাল। অদ্ভুতদর্শন দৈত্যের মুখে মনুষ্যকণ্ঠের সম্ভাষণ।

'বল তুমি কে?' -

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অয়দিপাউস বলেছিলেন, 'আমি এক সামান্য মানুষ।'

'এখানে কি চাও?'

'সামান্য আশ্রয় মাত্র।'

'আসছ কোথা থেকে?'

'করিন্থ আমার মাতৃভূমি।'

'করিন্থ পরিত্যাগ করে এই শহরে আসতে চাও কেন?'

বোধহয় অয়দিপাউসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। মূর্খ জানে না তাঁর আসল পরিচয় কি? সরোষে তিনি উত্তর প্রত্যাখ্যান করে তাকেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কে? তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

প্রচণ্ড অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস যেন বিদীর্ণ হয়। হাসির মাত্রা বজায় রেখেই সে বলেছিল, 'আমায় চেনো না মূর্খ! সত্যিই তুমি বিদেশী। আমি স্ফিনক্স্।'

'না, এ নামে আমি কাউকে চিনি না।'

'এইবার চিনবে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এ শহরে প্রবেশ করা যায় না।'

রাজার ছেলে অয়দিপাউস। ধমনীতে তাঁর রাজরক্ত। তিনি কারো ঔদ্ধত্য মেনে নেন না। দীপ্ত স্বরে তিনিও বলেছিলেন, 'শক্তির পরীক্ষা চাও?'

'না। বুদ্ধির পরীক্ষা। আমি নির্বোধের হাহাকার। বুদ্ধিমানের দাস।'

'এ কথার অর্থ ?'

'আমার মাত্র একটি প্রশ্নের জবাব থিবিসের কোন মানুষই দিতে পারেনি। এবং সেই কারণেই তারা আমার পদানত। শত শত থিবিসবাসী আমার কাছে পরাজিত হয়ে প্রাণ দিয়েছে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে, আমি তোমারও প্রাণ হরণ করব।'

'এতদূর স্পর্ধা তোমার ?'

'হ্যাঁ পথিক। তুমি যতই শক্তিশালী হও না কেন, আমার শক্তির কাছে তুমি নিতান্তই শিশু। দৈহিক শক্তির কথা ছেড়ে দাও। বুদ্ধিতে যদি তুমি আমাকে পরাজিত করতে পার আমি তোমার দাসত্ব মেনে নেব। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

অয়দিপাউসও বুঝেছিলেন দৈহিক শক্তিতে তাকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। তাই বুদ্ধির খেলাই তিনি গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'বেশ, বল, কি তোমার প্রশ্ন ?'

'মাত্র একটি প্রশ্ন। ধন্দও বলতে পার।'

'বল ?'

"সকাল কাটে চতুষ্পদে, দ্বিপদ দিনে।
বিকেল আসে যেনতেন, সন্ধ্যা তিনে॥"

এ কথার অর্থ কি ?'

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। জটিলও বটে। নির্নিমেষ কিয়ৎক্ষণ চেয়ে রইলেন দৈত্যটির দিকে। তার মুখে তখন মিটিমিটি হাসি। সে হাসির অর্থ বুঝতে অয়দিপাউসের অসুবিধা হয়নি। এবং সহসাই তিনি প্রশ্নের জবাবও পেয়ে গিয়েছিলেন। উদ্ধত এবং গর্বিত স্ফিনক্সের মুখের ওপরই বলেছিলেন, 'তুমি বোধকরি মানুষের কথাই চলতে চাইছ স্ফিনক্স ?'

ত্বরিতে মুখাবয়বের রঙ পাল্টে ছিল তার। গর্বের রক্তিম আভা অন্তর্হিত। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে সে বলে, 'তা কেমন করে সম্ভব ?'

'নিশ্চয় সম্ভব। এবং তা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী সেই যে শৈশবে, অর্থাৎ প্রভাত কালে চারপায়ে হাঁটে। অর্ধ

দিনে, অর্থাৎ চারের অর্ধ দুই। দুই পায়ে সে হাঁটে দিন অর্থাৎ যৌবনে। বিকেল আসে যেন তেন। অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্ব কোনমতে কেটে গেলেও সন্ধ্যা অর্থাৎ জীবনের শেষভাগে মানুষকে তিন পায়ে অর্থাৎ লাঠির আশ্রয় নিতে হয়। ঠিক হল নাকি স্ফিংক্স্?'

নীরবে পরাজয় স্বীকার করেছিল স্ফিনক্স্ নামের সেই অর্ধনারী-রূপী দৈত্যটি। অয়দিপাউসকে নত মস্তকে পথ ছেড়ে দিয়ে সে বলেছিল, 'সত্যিই তুমি বুদ্ধিমান। থিবিসের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই আছে। এ দেশের রাজা কিছুদিন আগে নিহত হয়েছেন। তুমিই তাঁর স্থলাভিসিক্ত হতে পার। আজ থেকে থিবিস মুক্ত। মুক্ত তুমি।' এই বলে স্ফিনক্স্ নিজেই নিজেকে হত্যা করে।

'কি ভাবছেন মহারাজা?' পুরোহিতের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন সংজ্ঞা ফিরে পান অয়দিপাউস। তারপর বিনীত মাধুর্যে বলেন, 'ও কিছু না পুরোহিত। আমি কেবলমাত্র সেদিন আমার কর্তব্যই করে-ছিলাম। বলতে পারেন নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই।'

'হয়ত তাই। তবু আপনার সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধি সমগ্র দেশকে সেদিন রক্ষা করেছিল। তাই, আপনি আজ থিবিসের উপযুক্ত নায়ক।'

'কিন্তু আপনাদের আগমনের হেতু তো জানালেন না?'

'বলছি নরোত্তম। আপনি নিশ্চয় জানেন সমস্ত দেশবাসী আজ বিপন্ন।'

'সেজন্য আমি লজ্জিত। প্রতি মুহূর্ত আমার অস্থির।'

'একমাত্র আপনিই পারেন সকল দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটাতে। কদমুস বংশধরেরা আপনাকে পরিত্রাতার ভূমিকায় পেতে চাইছে।'

'জানি পুরোহিত, আপনি কি বলতে চাইছেন। আপনাদের সকলের দুঃখের থেকে আমার দুঃখ অনেক বেশী। আপনারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু আমার দুঃখ আপনাদের সবার জন্য। আমার বেদনার বোঝা অবিশ্বাস্য। তবে মহামতী পুরোহিত এবং আমার সমগ্র

দেশবাসী আপনারা ভাববেন না আমি সব দেখে শুনেও নিশ্চুপের মত বসে আছি। তবু, আমিও তো সামান্য মানুষ। নিজের শক্তিতে আমার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দৈবদুর্বিপাক মানুষের আয়ত্তের বাইরে। আর একমাত্র ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ছাড়া এর প্রতিকার কি তা আমার জানা নেই।'

বিজ্ঞজনোচিত মস্তক আন্দোলিত করে দেবপুরোহিতও বলেন, 'তবে কি এই দুর্দশা থেকে মুক্তির আর কোন উপায় নেই?'

'আমরা মানুষেরা মাত্র চেষ্টাই করতে পারি। এর বেশী কিছুর ক্ষমতা তো আমাদের নেই।'

'অনুগ্রহ করে আমাদের জানান আপনি কোন্ পথ অবলম্বন করেছেন?'

'বহু চিন্তার পর আমি মাত্র একটি পরিকল্পনাই করতে পেরেছি। আমার রানীর সহোদরকে নিশ্চয় আপনারা চেনেন?'

সমবেত জনতার সোচ্চার সমর্থন ধ্বনি শোনা গেল। হ্যাঁ তারা সকলেই ক্রিয়োনকে চেনে।

'চেনারই কথা। কারণ তিনি এই রাজবংশের উপযুক্ত পুরুষ। এবং আমার অতি বিশস্ত সহচর। ফোবিয়াসের দেল্‌ফির মন্দিরে আমি তাঁকে পাঠিয়েছি। থিবিসের এই মহা দুর্দিনের কি কারণ সেটুকুই তিনি জেনে আসতে গেছেন। যদি আমার দ্বারা সেই দৈববাণীর নির্দেশ মানার এতটুকু সম্ভাবনা থেকে থাকে, আপনারা নিশ্চিত জানবেন আমি তা করব। এখন কেবল তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষা।'

'কতদিন হল তিনি গিয়েছেন মহারাজ?'

'এতদিনে তাঁর ফেরা উচিত ছিল। এবং তিনি নিজেও পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু তিনি যে কেন এখনও ফিরছেন না—'

অয়দিপাউসের মুখের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমবেত জনতার

মধ্যে উল্লাস গুঞ্জন শোনা গেল, 'ঐ তিনি, ঐতো মহামতি ক্রিয়োন এসে গেছেন।'

সমবেত জনগনের সাথে সাথে অয়দিপাউসও তাঁর দৃষ্টি ক্ষেপন করলেন প্রাসাদ দ্বার পথে। না ভুল না। ক্রিয়োনই ফিরেছেন।

পথশ্রমে তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল দেহবর্ণে রৌদশাসনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রশস্ত ললাট আর সমুন্নত নাসিকা প্রান্তে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ছে। সমগ্র মুখাবয়বে ক্ষুধা তৃষ্ণার আকুতি। মনে মনে ভারি কষ্ট পেলেন অয়দিপাউস! সত্বর সিংহাসন ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালেন, 'এসো মেনৈসিউসের পুত্র ক্রিয়োন। পথশ্রমে তুমি সত্যিই ক্লান্ত, এখনও তোমার বক্ষপট নিঃশ্বাসের তালে তালে বেশ দ্রুত ওঠানামা করছে। যদিও তোমাকে আমার এখনই কোন প্রশ্নে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না। তবু সমগ্র জনতার বিপন্নের কথা স্মরণ করেই তোমাকে বিরক্ত করতে বাধ্য করছি।'

সামান্য লজ্জিত হয়ে ক্রিয়োন বললেন, 'না মহারাজ। বহুদূর থেকে আমি প্রায় ধাবমান অশ্বের মতই ছুটে এসেছি। তাই আমাকে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ও কিছু না।'

'তাহলে বল, মহান ফোবিয়াসের দৈববাণীর কি হল? কি তাঁর আদেশ? কি তাঁর উত্তর?'

'উত্তর একপ্রকার মহারাজ। তেমন চিন্তার কোন কারণ দেখি না।'

'সত্বর বল। আমরা সকলেই উদগ্রীব।'

'আমাদের দুঃখের কারণ—'

'কি হল থামলে কেন?'

'এদের সকলের সন্মুখেই কি বলা উচিত হবে?'

'কেন হবে না? এতো কারো ব্যক্তিগত সমস্যা না। এ বিপদ সকলের। তুমি বল। সকলের সামনেই বল।'

'দৈববাণী খুব একটা বিশ্বাস জনক নয় আবার খুব আশাব্যঞ্জকও না।'

'তুমি বড় বিলম্বিত করছ ক্রিয়োন। ভগবান অ্যাপোলো কি কোন আদেশ পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ মহারাজ। এ রাজ্যে এক কলঙ্কিত পাপী বর্তমানে আশ্রিত। সেই ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত ব্যক্তিটি এখানে থাকাকালীন বন্যা, মহামারী, অনাবৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক যাবতীয় দুর্বিপাক ধীরে ধীরে সমস্ত দেশকে ছারখার করে দেবে। তার অবস্থানের জন্যই এ দেশ কলুষিত। তাছাড়া—'

'আরো আছে?'

'হ্যাঁ মহারাজ, সে যদি এখানে বেশী দিন থাকে তাহলে প্রতিকারের আশাও নির্মূল হয়ে যাবে।'

'তার অর্থ?'

'তাব একটি অর্থ। সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে সত্বর এ দেশের মাটি হতে বিতাড়িত করতে হবে। নইলে ধ্বংস অনিবার্য।'

'অর্থাৎ সমস্ত দুর্বিপাকের মূল একটি পাপ?'

'হ্যাঁ মহারাজ?'

'কিন্তু কি সে পাপ? তার উল্লেখ কি ভগবান অ্যাপোলো করেছেন?'

'একটি নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যাকরার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে পাপের?'

'রক্তপাত? নিরীহের রক্তপাত? তবে কি তুমি ফিন্‌ক্‌স্‌-এর কথা বলছ?'

'না মহারাজ। তা কেমন করে সম্ভব? সে তো আপনার চোখের সামনেই নিজেকে নিজে হত্যা করেছে? সে নয়।'

'তাহলে?'

'হ্যাঁ প্রভু। ঐ 'তাহলে' কথাটাই সমগ্র থিবীবাসীর কাছে প্রধান জিজ্ঞাসা।'

কঠিন এবং নির্নিমেষ নেত্রে অয়দিপাউস তাকালেন ক্রিয়োনের

দিকে। তারপর তাঁর দৃষ্টি গিয়ে থেমে গেল প্রধান পুরোহিতের কাছে, 'হে পুরোহিত শ্রেষ্ঠ, আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন ?'

মস্তক আন্দোলিত করে পুরোহিত তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। সমগ্র জনতার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলপের মত বসে রইলেন অয়দিপাউস। তারপর প্রা স্বগতোক্তির মত তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ফোবিয়াস কি বলতে চান না এমন নিষ্ঠুরের মত কে এই রাজ্যে নিহত হয়েছে ?'

সভাগৃহে তখন মরুভূমির নিস্তব্ধতা। অধোবদনে প্রত্যেকটি মানুষ তখন স্ব স্ব পাপের কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু তাঁরা জ্ঞানত কেউই কোন নিরীহের প্রাণ নেয়নি এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। তাই রাজসমীপে তারা সকলেই নীরবে বাক্‌হীন হয়ে সময় অতিবাহিত করতে লাগল। হঠাৎ অয়দিপাউসই সেই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা কি কেউ জানেন, অতীতে এই রাজ্যে কোন নিরীহমানুষ আপনাদের কারো হস্তে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন ?'

তবু সভাগৃহ নিঃস্তব্ধ। কারণ তারা কেউই তাদের অতীত পর্যালোচনা করে কোন হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণে আনতে পারল না।

সহসাই, সেই উৎকণ্ঠিত নীরবতা ভঙ্গ করে ক্রিয়োনই বললেন, 'আমার এক ব্যক্তির কথা স্মরণে আসছে মহারাজ।'

'বল, বল ক্রিয়োন, কে সে ?'

'এই রাজ্যের পূর্বতন অধিনায়ক ছিলেন রাজা লাইয়ুস।'

'হ্যাঁ, শুনেছি তাঁর নাম। অবশ্য তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার কোনদিনও হয়নি। কিন্তু এখানে তাঁর নামোল্লেখ কেন ?'

'শোনা যায় তিনি এক অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিলেন।'

'তাও শুনেছি। কিন্তু সে তো বহু দীর্ঘ দিনের পুরনো ইতিহাস। তাঁর হত্যার সঙ্গে সাম্প্রতিক দুর্বিপাকের কি সম্পর্ক ?'

'দেবনন্দন অ্যাপোলোর একটি আদেশ এখন আমার স্মরণে আসছে।'

'কি আদেশ ?'

'তিনি বলেছিলেন আমার ভগিনীর স্বামী লাইয়ুসের হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

'জানি। রাণী জোকাস্তার মুখে সে সংবাদ আমি শুনেছি। কিন্তু সেই অপরাধীর কোন পরিচয় আমার জানা নেই। তারা আদপে জীবিত কিনা তাও আমার অজানা।'

'কিন্তু ফোবিয়াসের সুস্পষ্টই ঘোষণা সেই নরাধম এখনও জীবিত। এবং—'

'এবং ?'

'সে এই রাজ্যেই বর্তমানে কোন না কোন ভাবে প্রতিষ্ঠিত।'

'তুমি কি বলছ ক্রিয়োন ?'

'আমি ঈশ্বরের আদেশের পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। অপরাধ ক্ষমা করবেন প্রভু।'

'না না, এতে অপরাধের কিছু নেই। অবশ্য এ কথা ঠিক, মনেপ্রাণে যদি কিছু অন্বেষণ করা যায় তার হদিশ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।'

এতক্ষণে নিস্পন্দ জনতার নীরবতা খান খান হল। সমবেত চিৎকারের একটি মাত্র বাক্যই প্রতিষ্ঠিত হল, লাইয়ুসের হত্যাকারীকে আমরা চাই।

ক্রিয়োনও আর একটি বাক্য সংযোজন করলেন, 'ভগবন্ ফোবিয়াস পাপের উল্লেখ মুহূর্তে রাজা লাইয়ুসের নামই বা কেন করবেন। তাই আমার স্থির বিশ্বাস, মহারাজ লাইয়ুসের হত্যাকারীই সেই মহাপাপী। তাকে খুঁজে বার করে এই দেশ থেকে নির্বাসন দিলেই পুনর্বার থিবিসের বুকে প্রাণস্পন্দন জেগে উঠবে।'

ভ্রুকুটি কুটিল নেত্রে অয়দিপাউস তাকালেন ক্রিয়োনের দিকে, 'এই অতিবিশ্বাসের হেতু ?'

'বিশ্বাসের কি কোন হেতু থাকে মহারাজ ? এ উপলব্ধির ব্যাপার।'

'বেশ যদি তাই হয়, তাহলে লাইয়ুস সম্বন্ধে আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে হচ্ছে। তাঁর সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই তা আমি পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো ?'

'যতটুকু আমার জানা আছে আমি নিশ্চই আপনাকে তা জানাতে পারি।'

'বেশ। কোথায় কি ভাবে রাজা লাইয়ুসের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তা কি তুমি জান ?'

'মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে একরকম হঠাৎই তিনি দেল্‌ফির মন্দিরে গিয়েছিলেন।'

'কেন ?'

'জানিনা মহারাজ।'

'এ রাজ্যের ভার তখন কার হাতে ছিল ?'

'রানী জোকাস্তার হাতে।'

'আর তুমি ?'

'আমি তখনও যা ছিলাম, আজও তাই।'

'তোমার মনে কোন উচ্চাশা নেই ?'

'আপনার এ কথার অর্থ ?'

'থিবিসের রাজ সিংহাসন ?'

'না মহারাজ। রাজ সিংহাসন বড় জটিল আর উদ্বেগের। সিংহাসনে আরোহন করেও আমি যতটুকু সুযোগ এবং সুবিধা ভোগ করতে পারব সিংহাসন ছাড়াই আমি তা করতে পাচ্ছি। সে অধিকার আমার এখনও আছে। তাহলে কেন বৃথা উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবো ?'

'বুঝলাম! তারপর ?'

'তারপর দীর্ঘদিন পর আমরা তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম।'

'রাজার সঙ্গীসাথীরা এখন কোথায় ? অর্থাৎ রাজার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেছে এমন লোকজনেরা এখন কি করছে ?

'তারা কেউই জীবিত নেই।'

'কেউ না ? তাহলে তুমি কেমন করে মৃত্যুবৃত্তান্ত জানলে ?'

'একজন অনুচর কোনমতে নিজপ্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং একমাত্র রাজার মৃত্যু সংবাদ ছাড়া আর কোন কিছুই সে বলতে পারেনি।'

'কি সংবাদ সে দিয়েছিল ?'

'একজন যাযাবর দস্যুর হাতে রাজা নিহত হয়েছিলেন।'

'এসম্বন্ধে কেন সেদিন তোমরা কোন তদন্ত করনি ? বিশেষ তিনি যখন এ দেশের রাজা।'

'তখন দেশ আর এক মহা দুর্দিনের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল।'

'মনে পড়েছে, তুমি সেই দৈত্য স্ফিনক্সের কথা বলছ ?

'হ্যাঁ মহারাজ, এবং দেশের পরিত্রাতা হিসেবে সেদিন আপনাকেই আমরা রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিলাম।'

'বড় জটিল আর বড় রহস্যময়। তবু এ রহস্য ভেদ করতেই হবে।'

উঠে দাঁড়ালেন রাজা অয়দিপাউস। তারপর সমগ্র জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'যদিও এ পাপের ইতিহাস বড় প্রাচীন। তবু যদি সেই কারণেই এ দুর্দিনের সূচনা হয়ে থাকে, তাহলে আমি রাজা অয়দিপাউস, আপনাদের সামনে শপথ করছি, যেমন করে পারি সেই অধার্মিক দস্যুটিকে আমি খুঁজে বার করবই। আপনাদের শান্তিই, আমার শান্তি, আমার সুখ। আপনারা নিশ্চিন্ত চিত্তে ফিরে যান। তাছাড়া যে দুর্বৃত্ত লাইয়ুসকে হত্যা করতে পারে, সে আমাকেও হত্যা করতে পারে। নিজের স্বার্থেও আমি তাকে খুঁজে বার করব।'

অয়দিপাউস অন্দরমহলে যাবার জন্যে কয়েকপদ এগিয়ে গেলেন,

তারপর সহসাই ক্রিয়োনকে লক্ষ্য করে বললেন, রাজা লাইয়ূসের জীবিত সেই সঙ্গীকে যত শীঘ্র সম্ভব খুঁজে বার করার চেষ্টা কর ক্রিয়োন। পারলে সেই জানাতে পারবে রাজা লাইয়ূসের হত্যাকারীর হদিশ।'

সভাগৃহ ত্যাগ করলেন অয়দিপাউস।

রাজাদেশ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিগন্তে। থিবিসের প্রতি ঘরে ঘরে উঠল গুঞ্জন। ল্যাবডাকাসের পুত্র থিবিসের ভূতপূর্ব রাজা লাইয়ূসের হত্যাকারীর সংবাদ যদি কারো জানা থাকে সে যেন সত্বর রাজসমীপে সেই সংবাদ পরিবেশন করে। এমনকি রাজা অয়দিপাউস ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে এমন আদেশও করেছেন হত্যাকারী যদি এখনও জীবিত থাকে এবং যদি তার প্রাণে ভয় জেগে থাকে তাহলে যেন অতি শীঘ্র থিবিস ছেড়ে চলে যায়। অন্তত একের পাপে যেন সমগ্র থিবীবাসী শাস্তি ভোগ না করে।

দিন যায়। মাস যায়। রাজাদেশের বুঝি নিষ্ফল হতে চায়। থিবিসের কোন আর্তমানুষই এগিয়ে এসে অয়দিপাউসকে চিন্তামুক্ত করতে পারল না। হয়ত বা কারোরই জানা নেই লাইয়ূসের প্রকৃত হত্যাকারী কে? অথবা জ্ঞাত হয়েও প্রাণভয়ে সেই মানুষটিই আপন পরিচয় গোপন রেখেছে। এদিকে জনগণেরও দুর্দশার শেষ নেই। মহামারীর প্রকোপ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গ্রামের পর গ্রাম প্রকৃতির রুদ্ররোষে জনহীন হয়ে চলল। ঘরে ঘরে নিত্য শোকের বিলাপধ্বনি আকাশ বাতাস চঞ্চল করে তুলল।

শান্তি নেই অয়দিপাউসের চিত্তে। রাণী জোকাস্তাও বিষণ্ণ। বিমর্ষ। শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে অয়দিপাউস ক্রিয়োনকে পাঠিয়েছেন এক মহাপুরুষের উদ্দেশে। ফোবিয়াসের মতই তিনি পবিত্র এবং সর্বদর্শী। ফোবিয়াসের মতই তিনি সর্বজ্ঞ এবং সত্যদ্রষ্ঠা। অন্ধ হলেও অতীত আর ভবিষ্যৎ তাঁর দিব্যদৃষ্টিকে ফাঁকী দিতে পারে না। সব

থেকে বড় কথা তিনি সত্যবাদী। অপ্রিয় হলেও অতি নিষ্ঠুরের মত সত্য ঘোষনা করে থাকেন। অবশ্যই যদি তাঁর সত্যভাষণে তাৎক্ষণিক অনীহা না থাকে। প্রয়োজন হলে তিনি সযত্নে সত্যকে উহ্য রেখে স্থান ত্যাগ করেন। সেই মহান মানুষটির নাম তিরেসিয়াস। অয়দিপাউসের বিশ্বাস আর কেউ না হোক সর্বজ্ঞ তিরেসিয়াস নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মা আর পাপীর সংবাদ জানাবেন।

অস্থির চিত্তে অয়দিপাউস প্রাসাদ অলিন্দে পায়চারি করছিলেন। তিরেসিয়াস না আসা পর্যন্ত এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে না। তিরেসিয়াস মুখ না উন্মোচন করলে এ রহস্যের কোনদিনও সমাধা হবে না।

মনের এই শান্তিহীন ভারাক্রান্ততার মধ্যে অয়দিপাউস যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছেন ঠিক তখনই তিনি দেখতে পেলেন অলিন্দ সম্মুখে সেই মহাজ্ঞানী দিব্যদৃষ্টির অধিকারী বৃদ্ধ এবং অন্ধ তিরেসিয়াস স্মিত অথচ নিরাসক্ত মুখে দণ্ডায়মান।

'কোন্ অপরাধে মহারাজ এই অভাজনকে স্মরণ করেছেন?'

'একি বলছেন মহাজ্ঞানী তিরেসিয়াস? আপনি দৃষ্টিহীন হলেও অন্তরে এক পরম বিজ্ঞবান পুরুষ। জাগতিক সমস্ত গূঢ়রহস্য আপনার অবিদিত না। আপনি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান আপনার দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান। আপনি তো জানেন সমস্ত থিবিস আজ বিপন্ন। একমাত্র আপনিই পারেন আমাদের বাঁচাতে।'

'জানিনা এতবড় শক্তির অধিকারী আমি কিনা? তবে সাধ্যমত চেষ্টা করব থিবিসের রাজা এবং তার প্রজাবৃন্দের উপকার করতে। আজ্ঞা করুন আমি সেই প্রয়োজনের কতটুকু সমাধা করতে পারি।'

'এ আজ্ঞা না। এ অনুরোধ। তার পূর্বে আপনি আসন গ্রহণ করুন।'

নিকটে অবস্থিত একটি আসনে তিরেসিয়াস উপবেশন করলেন। এতক্ষণ তিরেসিয়াসের পশ্চাতে ক্রিয়োনও দণ্ডায়মান ছিলেন। সহসাই অয়দিপাউসের সেইদিকে দৃষ্টিপাত ঘটল। ক্রিয়োনকে উদ্দেশ্য

করে রাজা বললেন, একান্তই তোমার এখানে প্রয়োজন না থাকলে তুমি বরং প্রজাবৃন্দের কাছে যাও। তাদের বুঝিয়ে বল, তিরেসিয়াস এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমি তোমাকে কি ইঙ্গিত করতে চাইছি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, বিনীত ভাবে ক্রিয়োন নিবেদন করলেন, প্রজাবৃন্দের মনে সাহস ফিরিয়ে আনাই আপনার উদ্দেশ্য।'

'তুমি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান।'

বিনাবাক্যব্যয়ে ফিরে গেলেন ক্রিয়োন। কক্ষমধ্যে তখন অখণ্ড নীরবতা। একদিকে চিন্তান্বিত তিরেসিয়াস অন্যদিকে উৎকণ্ঠিত রাজা অয়দিপাউস। কয়েকমুহূর্ত কারো মুখেই কোন বাক্য নেই।

আরো কয়েক দণ্ড অতিবাহিত হবার পর রাজাই বলতে শুরু করলেন, পূজ্যপাদ, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ফোবিয়াসের আদেশ।'

'না বৎস। বর্তমানে আমি অতি বৃদ্ধ। জাগতিক কোন দুর্বিপাক অথবা আশা নিরাশার সংবাদ আর আমি রাখি না। অন্তিম প্রত্যাশী বৃদ্ধের কাছে এসব কিছুই মূল্যহীন।'

'তা বটে, হয়ত বা বৃদ্ধ বয়সে আমাদেরও এমন দিন আসবে। সে কথা থাক। এখন আপনি ফোবিয়াসের সুস্পষ্ট আদেশটুকু শুনুন। বর্তমানে থিবিস এক অতি বিপদজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি। মহামারীর প্রকোপে দেশ প্রায় জনশূন্য হতে চলেছে। অন্তত এইভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যে তাই ঘটবে। তাই মহান ফোবিয়াসের কাছে আমরা দূত প্রেরণ করেছিলাম এ পরিস্থিতির উদ্ধারকল্পে।'

'তিনি কি নির্দেশ দিলেন।'

'পরিত্রাণের কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দেননি। কেবল একটি আদেশ দিয়েছেন।'

'কি সে আদেশ?'

'রাজা লাইয়ুসের প্রকৃত হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। সেই নৃশংস ব্যাক্তিটি নাকি এখনও এ রাজ্যে অবস্থান করছে। এবং তার

সেই পাপজনিত কারণে বর্তমানে দেশের এই দুর্দিন। তাকে চিহ্নিত করে এ রাজ্য থেকে নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড দিলেই আমরা পাপ হতে মুক্ত হবে।'

প্রায় অনেকক্ষণ নীরবতার পর তিরেসিয়াস ধীব এবং গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমাকে কি করতে বলেন?'

'আপনি ত্রিকালদ্রষ্টা। একমাত্র আপনিই পারেন সেই হতভাগাকে চিহ্নিত করতে।'

একথা শ্রবণ মাত্রেই সহসা কি যেন ঘটে যায় বৃদ্ধের মনে। চকিতে তিনি তীক্ষ্ণ এবং দুর্বোধ্য এক দৃষ্টিতে রাজাকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। তারপর এক আচম্বিত প্রচেষ্টায় আপন আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান তিরেসিয়াস।

'একি? আপনি আসন পরিত্যাগ করছেন কেন? আপনি কি আমার আবেদন উপেক্ষা করতে চান?'

'হ্যাঁ রাজন। ঠিক তাই। আপনি আমাকে ফিরে যেতে দিন।'

'এ কথার অর্থ?'

'অপ্রিয় হলেও সত্য বড় নিষ্ঠুর। আর এই রহস্য উন্মোচনের পশ্চাতে যে নিষ্ঠুর সত্য লুক্কাইত আছে—তা আমার মুখ থেকে প্রকাশিত হোক এ আমি চাই না?'

'তিরেসিয়াস।' চিৎকার করে ওঠেন অয়দিপাউস। 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আমাদের দুজনের মঙ্গলের জন্যই আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে অনুমতি দিন রাজা অয়দিপাউস।'

'না, তা হয় না। সত্য উদ্ঘাটন না করে, প্রকৃত হত্যাকারীকে না চিনিয়ে দিয়ে এ স্থান আপনি ত্যাগ করতে পারবেন না—।'

'একি আপনার আদেশ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'ভুলে যাবেন না রাজা, আমি তিরেসিরাস। আপনার জন্মের বহু

আগে থেকেই আমি পৃথিবীকে দেখতে শিখেছি। পূর্বেই বলেছি, আমি এক অতি বৃদ্ধ। রাজত্বের প্রলোভন অথবা রাজাদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি, কিছুই আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না। আপনি আমাকে চলে যেতে দিন। আবার বলছি, এ আপনার আমার উভয়ের মঙ্গল—'

'প্রজার অমঙ্গলের কথা চিন্তা না করে যে নরপতি কেবলমাত্র নিজের সুখ এবং মঙ্গলের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, অয়দিপাউস সেই মনোবৃত্তির নৃপতি না একথা আপনার থেকে আর ভালো কেই বা জানে। আর অয়দিপাউস সাধারণত প্রতিজ্ঞাবিচ্যুত হয় না তিরেসিয়াস। আপনাকে বলতেই হবে, দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, কে সেই হত্যাকারী?'

'কিন্তু আমি না বললেও একথা একদিন প্রকাশ পাবেই।'

'জানা সত্বেও গোপনীয় সত্যকে রাজসমীপে প্রকাশ না করা দেশদ্রোহিতা।

'আমাকে ক্ষমা করুন নৃপতি। আর কোন কথাই আমার মুখ থেকে বেরুবেনা।'

নিমেষে মুখভাব পরিবর্তিত হয় অয়দিপাউসের। ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটে তাঁর। ক্রমশ এক সন্দেহের রেখা উঁকি দিয়ে যায় তাঁর মনে। তীক্ষ্ণ এবং ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে তিরেসিয়াসকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি শেষ এবং মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন, 'তাহলে কি আমাকে ধরে নিতে হবে তিরেসিয়াসই রাজা লা্যুসের হত্যাকারী।'

'কি বললেন আপনি?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছি। আমার এতক্ষণে ঘোর সন্দেহ সত্যে পরিবর্তিত হতে চলেছে। আমার দৃঢ় অনুমান, আপনিই সেই হত্যার পুরোভাগে ছিলেন—।

'মহারাজ। ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। যা আমি বলতে চাইনি তাই আপনি আমার মুখে শুনতে চাইছেন। তাহলে

শুনুন, এই মুহূর্তে আপনি এরাজ্য থেকে বেরিয়ে যান। আপনিই এই রাজ্যকে পাপের ভারে ডুবিয়েছেন।'

'কি বললেন আপনি?'

'যা চিরসত্য, তাই।'

'এই মুহূর্তে আপনার স্পর্ধিত জিহ্বা উৎপতিত করতে ইচ্ছা করছে।'

'তা হলেও যা সত্য তা অনির্বাণ।'

প্রচণ্ড শব্দে হুঙ্কার তুললেন অয়দিপাউস, 'তিরেসিয়াস।'

'প্রায় নির্বাপিত অগ্নিকে আপনি ইন্ধনে প্রজ্বলিত করেছেন পুনর্বার, ঘুমন্ত জিহ্বাকে আপনি সক্রিয় করে তুলেছেন, তাহলে আরো কিছু নির্মম সত্যের মুখোমুখি হোন অয়দিপাউস—রাজা লাইয়ূসের হত্যাকারী আপনি নিজে—'

'শয়তান, প্রবঞ্চক, নিজেকে বাঁচবার জন্যে মারণাস্ত্র আমার দিকেই প্রয়োগ করতে চাও?'

'না। আমি কেবলমাত্র সত্যের রহস্যময় জমাট পর্দাগুলো সরিয়ে দিচ্ছি। আরো কিছু শুনুন অয়দিপাউস, নিজের অজ্ঞাতে, আপনি এক অসহনীয় পাপে লিপ্ত হয়ে আছেন।'

'চুপ কর। তুমি যদি তিরেসিয়াস না হতে এতক্ষণে আমার হস্তধৃত তরবারিটি তোমার দেহ থেকে মস্তকটি আলাদা করে দিত।'

'পূর্বেই বলেছি, মৃত্যুভয়ে এ বৃদ্ধ ভীত নয়।'

'এ ষড়যন্ত্র কার? তোমার না ক্রিয়োনের?'

'তার অর্থ?'

'অর্থ পরিষ্কার, ত্রিকালদর্শীর ভূমিকায় আমার বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটিয়ে থিবিসের সিংহাসন, নয়ত, তোমার সাহায্য নিয়ে ক্রিয়োন ঐ একই স্বপ্নে বিভোর!'

'মূর্খের স্বর্গে যে বাস করে তার জ্ঞানচক্ষু সহজে উন্মিষিত হয় না। আপনি সত্যই মূর্খ। তাই তিরেসিয়াসের প্রতি সন্দেহজ্ঞাপন

করছেন। তিরেসিয়াস যে সিংহাসনের অধিপতি তার তুলনায় থিবিসের রাজসিংহাসন ধূলিকণা মাত্র। কাঞ্চনের খোঁজ যে পেয়েছে তাঁকে সন্দেহ করছেন মূল্যহীন কাচের কারণে?'

অয়দিপাউসের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি নিজেও জানেন তিরেসিয়াস মনের জগতে এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। রাজসিংহাসন তার কাছে কিছুই না। কিন্তু ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে। বিচার ক্ষমতাকে করে লুপ্ত। এমনকি জ্ঞানীর সম্মান রাখারও প্রয়োজন মনে করে না। এক্ষেত্রেও হল তাই। প্রবল উষ্মার বশে বলে উঠলেন, 'তিরেসিয়াস, আপনি নিজেকে বড়ই শক্তিমান মনে করেন। তাই রাজা অয়দিপাউসকেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে চাইছেন না। এই মুহূর্তে যদি আপনার মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিই, কেউ কি পারবে আপনাকে বাঁচাতে? যে অহংকারে আপনি গর্বিত, সেই গর্ব কি আপনাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে?'

স্মিত হাসলেন তিরেসিয়াস। অয়দিপাউসের এ হেন উক্তিতে তাঁর মুখাবয়বে কোন ভীতির চিহ্নই পাওয়া গেল না। পূর্বের মতই দীপ্ত গরিমায় তিনি বললেন, একমাত্র ফৌবিয়াস ছাড়া ত্রিসংসারে আর আমি কাউকেই ভয় পাইনা। আমার কোন ক্ষতি করার মত শক্তিও আপনার নেই। বরং যে কথা আমি এখনও আপনাকে বলিনি আপনার ক্ষতির আশংকায়, তা যদি ব্যক্ত করি তাহলে কোথায় থাকবে আপনার রাজত্ব আর মহারাজের গর্ব? সব হারিয়ে আপনাকে পথেপথে ভিক্ষা করতে হবে। অবশ্য আমার ভবিতব্য দর্শন যদি মিথ্যা না হয় একদিন আপনাকে তাই-ই করতে হবে—। আরও যদি কটূক্তি শুনতে না চান আমাকে এস্থান ত্যাগ করার অনুমতি দিন। আমি যাই।'

রাজার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তিরেসিয়াস যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু অয়দিপাউসও সহজে রেহাই দেবার পাত্র

নন। এতবড় একটি সংবাদের পর অয়দিপাউস তা করতেও পারেন না।

'দাঁড়ান তিরেসিয়াস। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক বড় সংবাদ পরিবেশন করে আমাকে সংশয়ের মধ্যে রেখে আপনি চলে যেতে পারবেন না। বলুন, যদি সাহস থাকে, আমার সম্বন্ধে আর যা জানেন, ব্যক্ত করুন।

'সাহস, হাসালেন রাজা। পূর্বেই বলেছি, বৃদ্ধ তিরেসিয়াস একমাত্র ফোবিয়াস ছাড়া...'

বাধা দিলেন অয়দিপাউস চূড়ান্ত বিরক্তিতে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও সব কথা থাক, বলুন আপনি কি বলতে চান—।'

'তা বোধহয় আপনার কাছে আনন্দদায়ক হবে না।'

'বৃথা বাক্যব্যায়ে সময়হরণ করবেন না তিরেসিয়াস—'

'যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করে দম্ভ আপনার গগণস্পর্শী হয়েছে একদিন সে সিংহাসন আপনাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে হবে—'

'এবং ভিক্ষুকের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে তাই না?

'সৌভাগ্যের উচ্চশিখর থেকে নিয়তি পদাঘাতে আপনাকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করবে। চরম অপমানিত হয়ে জনসমাজ থেকে নির্বাসিত হতে হবে। কারণ ঐ মুখ দেখাবার মত প্রবৃত্তি আপনার নিজেরই থাকবে না।'

অবজ্ঞার চতুর হাসি দেখা গেল অয়দিপাউসের ওষ্ঠ প্রান্তে। 'তা সেটি হবে কেন? কি পরাধ?

'বললাম তো নিজের অজ্ঞাতেই এক ক্ষমাহীন অপরাধে আপনি অপরাধী।'

'তাই নাকি? তা আমার অজ্ঞাত অপরাধের সংবাদটি কি আপনার জ্ঞান ভাণ্ডারে জমা রয়েছে?'

'বিদ্রূপ করবেন না রাজা। বিদ্রূপ করা আপনাকে শোভা পায়

না। বলতে পারেন আপনি কে? কোথায় আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন? কে আপনার পিতামাতা?'

'সে কথাও কি আপনার কাছ থেকে জানতে হবে?'

'ঠিক তাই।'

'তিরেসিয়াস, আপনার স্পর্দ্ধা ক্রমশ মাত্রা অতিক্রম করছে।'

'না রাজা অয়দিপাউস। আপনি ক্রোধান্বিত, তাই আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে পারছেন না। আপনি সত্যই জানেন না কে আপনার পিতা কে আপনার মাতা? আপনি জানেন না নিজের অজ্ঞাতেই আপনি সকলের শত্রু হয়েছেন। আপনি জানেন না কি বিভাষিকাময় জন্মরহস্যের আবর্তে আছেন।'

প্রচণ্ড ক্রোধের মুখে দাঁড়িয়ে বহুব্যক্তিরই সহসা বাকরহিত হয়। অয়দিপাউসও হলেন। ক্রোধরক্তিম নেত্রে তিরেসিয়াসকে আপাদ-মস্তক পর্যবেক্ষণ করার পর সহসাই অদ্ভুত শান্ত আর নিস্পৃহকণ্ঠে বললেন, 'আপনি এখনই এ কক্ষ ছেড়ে চলে যান। আপনার ঐ মুখমণ্ডল দেখার আর কোন স্পৃহা আমার নেই। আপনার প্রলাপ সহ্য করার মত প্রবৃত্তিও আমার নেই। তবে একটা কথা জেনে যান ভণ্ড দৈবজ্ঞ, আমি জানি কে আমার পিতামাতা। আমি জানি কোথায় আমার জন্ম।'

'আমি যাচ্ছি মহারাজ। তবে যাবার আগে বলে যাই আমাকে যত ভণ্ড আর প্রতারক বলে আপনার মনে হোক না কেন জেনে রাখুন, আপনি সত্যই জানেন না কে আপনার পিতামাতা। তা যদি জানতেন তাহলে বুঝতে পারতেন আপনার মত দুর্ভাগ্যের অধিকারী সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই। আপনি একাধারে আপনার পিতৃহন্তা! পাপ এখানেই শেষ না। দুর্ভোগ এখানেই শুরু। পিতৃ-হত্যার পর আপনি আপনার ঔরসজাত সন্তানের কাছে পিতা এবং ভ্রাতা। গর্ভধারিনীর কাছে পুত্র এবং স্বামী। অনাগত ভবিষ্যতে আমার

কথা মিলিয়ে নেবেন। আপনার জন্য আমার দুঃখ হয় রাজা। আমি চললাম।'

আর একটি কথাও না বলে তিরেসিয়াস চলে গেলেন। প্রস্তর নির্মিত মূক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন অয়দিপাউস।

কথা কানে হাঁটে। কান আছে দেওয়ালেরও। কক্ষ অভ্যন্তরের বাক্যালাপ যে কেমন করে মহল হতে মহলে ছড়িয়ে পড়ল তা একমাত্র বিধাতাই বলতে পারেন। কিন্তু তিরেসিয়াসের ভবিষ্যৎ কথন রাণী জোকাস্তার কর্ণগোচর হতে কিছু মাত্র সময় নিল না।

সেদিন শেষ অপরাহ্নের ম্রিয়মান গোধুলি। দুর্দিনের সূর্যও বুঝি বা ম্লান হয়ে থাকে। থিবিসের রাজসূর্যও ম্রিয়মান।

আপন কক্ষ সংলগ্ন গবাক্ষের ধারে বসে চিন্তান্বিত অয়দিপাউস। থিবিসের পরাক্রমশালী রাজসূর্য। তিরেসিয়াসকে প্রচণ্ড উষ্মাবশত তিনি যাই বলে থাকুন না কেন, অয়দিপাউস জানেন তিরেসিয়াসের ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান পঠনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। স্বভাবতই তিনি বিচলিত। কিন্তু একটা কথা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছেন না কেমন করে এই সব ভবিতব্য একদিন ফলবতী হবে। রাজা লাইয়ূসের মৃত্যুর জন্য তিরেসিয়াস তাঁকে দায়ী করেছেন। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? তিনি তো কোনদিনই তদানীন্তন থিবিস রাজ লাইয়ূসকে চোখেই দেখেন নি। সেই অদেখা মানুষটিকে তিনি বিনা কারণে হত্যাই বা করবেন কেমন করে? আর করলেনই বা কখন? তাছাড়া থিবিসে পদার্পনের পরই তিনি এই রাজ্যে প্রবেশ করেন। এবং লাইয়ূসের মৃত্যুজনিত কারণে সেই শূন্য সিংহাসনে এই রাজ্যেরই মানুষ তাঁকে নিয়ে গিয়ে থিবিসের রাজসিংহাসনে উপযুক্ত বিবেচনা করেই বসিয়েছে। এমন না যে বলপূর্বক লাইয়ূসকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত দেল্‌ফির ভবিষ্যত বাণী শ্রবণ মাত্রই তিনি করিন্থ

পরিত্যাগ করেন। পাছে পিতৃহত্যা এবং স্বীয় মাতাকে বিবাহ জনিত কারণে কলঙ্কলিপ্ত হতে হয়।' পরবর্তী কালে অবশ্য যতদিন পিতা পোলিবাস এবং মাতা মেলোপি জীবিত থাকবেন ততদিন নিঃসন্দেহে এবং ভুলক্রমেও করিন্থের ভূমি স্পর্শ করবেন না এই তার প্রতিজ্ঞা।

তবে কি জ্ঞানবৃদ্ধ তিরেসিয়াস কোথাও ভুল করেছেন? অথচ এ সুবিদিত তিরেসিয়াসের দৈববাণী কখনই মিথ্যা হয় না।

আচম্বিতে তাঁর চিন্তাভগ্ন হয়। অতি সন্নিকটেই কারো উপস্থিতি টের পেলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন প্রিয়তমা মহিষী জোকাস্তা ব্যাকুল নেত্রে তাঁরই পানে চেয়ে আছেন। সারা মুখে তাঁর উৎকণ্ঠা। এক ব্যাকুল জিজ্ঞাসার কৃষ্ণছায়া।

'কিছু বলবে রাণী?'

'এসব কি শুনছি রাজা?'

'কি?'

'তিরেসিয়াস নাকি তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কটূক্তি করে গেছেন।'

'সে কথা তুমি কেমন করে জানলে জোকাস্তা?'

'উদ্দাম বাতাসে শব্দের গতি অনেক বৃদ্ধি পায় মহারাজা। তিরেসিয়াসের ভবিষ্যৎবাণী ঝোড়ো বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র প্রাসাদ অন্তঃপুরে না। সমগ্র থিবিসের পথে ঘাটে এমনকি গৃহান্তরেও।'

'আশ্চর্য। এইতো মাত্র কয়েক প্রহর পূর্বে তিনি রাজপ্রসাদ ত্যাগ করেছেন। এরই মধ্যে?'

'তাইতো ঘটেছে মহারাজ। কিন্তু এসব কি শুনছি? তিরেসিয়াস এমন কথা কেন বলে গেলেন?'

'ঐ একই প্রশ্ন আমারও। এ কেমন করে সম্ভব? রাজা লাইয়ূসের মৃত্যুর জন্য তিনি আমাকেই দায়ী করে গেলেন?'

'কিন্তু তাতো সম্ভব না। আমার ভূতপূর্ব স্বামীর মৃত্যুর পর তুমি এই রাজ্যে এসেছ।'

'তাইতো আমি এতদিন জানি। আচ্ছা রাণী তুমি কি বলতে পার ঠিক কতদিন আগে তিনি নিহত হয়েছিলেন ?

'সে আজ দীর্ঘদিনের দুর্ঘটনা।'

'মানে সঠিক কাল কিছু নিরুপণ করতে পার ?'

'তখন দেশের বড় দুর্দিন। রাক্ষসী স্ফিন্‌ক্‌স্‌এর উৎপাতে সমগ্র থিব্বিস বিপন্ন। সেই সময়েই তিনি নিহত হয়েছিলেন।'

'তার অর্থ ঠিক আমি আসার আগেই ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তুমি এ রাজ্যে পদার্পণের কিছু সময় পূর্বে।'

'আশ্চর্য। কোথায় যেন একটা ক্ষীণ যোগসূত্রের সন্ধান পাচ্ছি। আচ্ছা, তিনি ঠিক কোন জায়গায় নিহত হয়েছিলেন সে সংবাদ পেয়েছিলে ?'

'বললাম তো তখন দেশের বড় দুর্দিন। তবু, নিজের স্বামীতো! স্থানটির কথা এখনও আমার মনে আছে। মানে লোকমুখে যতটুকু শোনা—।

'রাণী, বৃথা প্রলম্বিত কোরনা বাক্যকে। সংক্ষেপে বল।'

'ফোকিসের নাম শুনেছ ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সেই রাস্তা দিয়েই তো আমি এরাজ্যে এসেছি। দুটি রাস্তার সংমিশ্রণ স্থল। একদিকে দৌলিয়া অন্যদিকে দেলফির পথ। দেলফির রাস্তা ধরে আমি ঐ ফোকিসেই এসে থামতে বাধ্য হয়েছিলাম।

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নে জোকাস্তা বললেন, 'বাধ্য হয়েছিলে ? কেন ? পথশ্রমজনিত ক্লান্তিতে ?'

'না মহারাণী। সে কথা বলছি পরে। আচ্ছা, রাজা লাইয়ুসকে কেমন দেখতে ছিল ? মানে আমি তো তাঁকে কোনদিন দেখিনি। এমনকি প্রাসাদে তাঁর কোন প্রতিকৃতিও নেই—।'

অবাক দৃষ্টিতে একবার অয়দিপাউসের দিকে তাকিয়ে জোকাস্তা

বললেন, 'কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ জানিনা, তবে তুমি যখন প্রথম আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, ক্রিয়োন যখন তোমাকে অনুরোধ জানালো আমাকে বিবাহ করার জন্য, তখন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তো প্রথমে বেশ চমকেই গিয়েছিলাম।'

'কেন ?'

'রাজা লাইয়ুসের সাথে আমার বয়সের ছিল দীর্ঘ ব্যবধান। তিনি তখন পৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছেন। আর আমি মধ্যাহ্নের সূর্যের মত প্রখর যুবতী। তোমাকে দেখে আমার সহসা মনে হয়েছিল আমি যেন রাজা লাইয়ুসের যুবাকালের প্রতিচ্ছবি দেখছি।

'ওঃ জিউস! তবে কি তিরেসিয়াসের দিব্যদর্শন মিলে গেল ? আমি কি তাহলে সত্যই রাজা লাইয়ুসের হত্যাকারী ?'

'এ তুমি কি বলছ রাজা ?' ব্যাকুল হলেন জোকাস্তা।

'আমি ঠিকই বলছি। যদি না আমার কিছু বিস্মরণ হয়ে থাকে, তাহলে আমিই বোধহয় সেই ভয়াবহ অভিশপ্ত ঘটনার নায়ক।'

'এ কথার অর্থ ?'

'বললাম না ফোকিসে এসে আমি থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। হ্যাঁ বাধ্যই হয়েছিলাম। রথারুঢ় এক ব্যক্তি মাত্র, আচ্ছা রাণী আর একটি প্রশ্ন, রাজার সাথে সেদিন কজন অনুচর ছিল ?'

'জনা পাঁচেক।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। পাঁচজনই তো ছিল তাঁর সাথে। আপনমনে আমি পথ হাঁটছিলাম। মন ছিল ভারাক্রান্ত। কোথায় যাব, কি করব তার কিছু নিশানাই ছিলনা আমার মনে। সহসা একটি রথ এসে আমার সামনে পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়াল।'

'তারপর ?'

'তারপর সেই পাঁচজন পথচারীর একজন এসে আমাকে পথ ছেড়ে দিতে বলল। এবং আমি তার দিকে মাত্র ক্ষণিকের জন্য

রাগান্বিত নেত্রে তাকিয়ে ছিলাম। তাতে সেই ব্যক্তি সহসা আমার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে পথ পার্শ্বে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।'

'বড় অর্বাচীন হয় এই সব অনুচরেরা। তারপর কি হল?'

'রাজরক্ত ছিল আমার শরীরে। সে গরিমা এখনও বলবৎ। আমি সেই অর্বাচীনের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারিনি। তার ওপর ছিল মানসিক অস্থিরতা। উঠে এসে প্রচণ্ড চপেটাঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি।'

'তুমি তোমার উচিত কাজই করেছিলে।'

'কিন্তু এখন মনে হয় বড় নির্বোধের কাজ করেছিলাম। তাহলে হয়ত রাজা লাইয়ুসের হত্যাকারী হিসেবে আমাকে চিহ্নিত হতে হত না।'

'এসব কি বলছ রাজা?'

'হ্যাঁ রাণী, আমার সেই উগ্রমূর্তি দেখে রথারূঢ় ব্যক্তিটি, হয়ত বা নিজের আত্মরক্ষার কারণেও তিনি তাঁর হস্তধৃত দণ্ডটির দ্বারা আমার মস্তকে প্রবল আঘাত করলেন। আঘাত তাঁর নিঃসন্দেহে বেশ জোরালো হয়েছিল। কেননা সেই মুহূর্তে মাথার মধ্যে অসংখ্য তারার এলোমেলো খেলা দেখেছিলাম। হয়ত বা তিনি আমাকে বধ করতেই চেয়েছিলেন—'

'তারপর?'

'অয়দিপাউসের দেহে ছিল সিংহের শক্তি। কারো অযথা বল-প্রয়োগ অথবা অহঙ্কারী আস্ফালন সে সহ্য করতে পারে না। সেদিনও পারেনি। হা জিউস, আমি যদি একবারও জানতে পারতাম যে তিনিই রাজা লাইয়ুস তাহলে হয়ত অত জোরে তাঁকে মুষ্ট্যাঘাত করতাম না। হ্যাঁ, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর মস্তকে আমি একটি মাত্র আঘাত করেছিলাম—দেখলাম তিনি ভূলুণ্ঠিত। এবং মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তধারা। আর ঠিক তখনই, তোমার মতই আমার চমকের পালা।'

'কেন ?'

'বুঝলাম তিনি নিহত। এবং নিহত ব্যক্তিটি যেন অবিকল আমারই প্রতিমূর্তি।'

চোখ বুঝলেন রাণী জোকাস্তা। চোখ বুঝলেন রাজা অয়দিপাউস। একজন ভূতপূর্ব স্বামীর জন্য সমবেদনায়। অন্যজন আক্ষেপে, অনুশোচনায়।'

তারপরও অনেকটা সময় অতিবাহিত। ব্যথায় বেদনায় উভয়েই নির্বাক। একটু পরে অয়দিপাউসও প্রথম কথা বললেন, 'তিরেসিয়াস, আপনি সত্যই দিব্যজ্ঞানে অতীব বিজ্ঞ। আমায় ক্ষমা করুন, আমার অজ্ঞাতসারে আমিই রাজা লাইয়ূসের হত্যাকারী। একটি বীভৎস খুনের আততায়ী। নিশ্চয়ই আমি এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাব। ফোবিয়াসের আদেশ, এই রাজ্যে যতদিন সেই পৌঢ় রাজার হত্যাকারী থাকবে ততদিন থিবিসের দুর্দিন। আমার নিরীহ প্রজাদের সুখের কারণেই আমি এ রাজ্য ছেড়ে চিরতরে চলে যাব।'

'কিন্তু মহারাজ, অজ্ঞাত পাপের জন্য চরম শাস্তি বরণ করা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

'অবোধ শিশু, না জেনেই আগুনে হাত দেয়। অগ্নি কি তাকে দহন থেকে রেহাই দিয়েছে কখনও ? এমন কথা কি শুনেছ ? আর আমিই যে সত্যিকারের হত্যাকারী এ সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হতে চাই। হটকারি সিদ্ধান্তে আমিও বিশ্বাসী নই। এমন কি নিজের সম্বন্ধেও না। আচ্ছা, রাজার মৃত্যুসংবাদ তুমি কেমন করে পাও ?'

'পাঁচজন অনুচরের মাত্র একজনই রাজপ্রাসাদে ফিরেছিল। সে এক অতি প্রবীণ এবং বিশ্বস্ত অনুচর।'

'এ সংবাদও মিথ্যা না। সেদিন সেই রথারোহীর পাঁচজন অনুচরের চারজনকেই আমি হত্যা করেছিলাম। একজনই মাত্র প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। সে এখন কোথায় ?'

জানিনা জীবিত আছে কিনা। সে এখন খুব সম্ভবত মেষপালকের কাজ করে।'

'রাজ কর্মচারীর কাজ পরিত্যাগ করে সামান্য মেষপালক হওয়ার কি তাৎপর্য?'

'জানি না, কিন্তু এই প্রাসাদে সে যেদিন তোমাকে রাজা হিসেবে আবিষ্কার করল সেইদিন রাজকর্ম ছেড়ে মেষপালকের বৃত্তি নিয়ে থিবিস ছেড়ে চলে যায়।'

কি যেন চিন্তা করলেন অয়দিপাউস। তারপর প্রায় হুকুমের স্বরেই বললেন, 'এই মেষপালকটিকে আমার এখনই প্রয়োজন। জীবিত থাকলে সে যেখানেই থাকুক এখনই তাকে আমার চাই। যেমন করেই হোক।'

দ্রুত প্রস্থান করলেন অয়দিপাউস। স্পন্দনহীন জোকাস্তা যেন নির্বাক প্রতিমা।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা! যা এই কাহিনীর বিয়োগান্ত পর্বটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করল। দিকে দিকে অনুচর পাঠানো হয়েছে। সেই নিরুদ্দিষ্ট মেষপালককে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। এই রাজ নির্দেশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সংবাদ এসে পৌঁছয়নি।

সেদিন প্রভাত বেলায়। অয়দিপাউস বসেছিলেন একাকী। পাত্রমিত্র কেউই তাঁর পাশে নেই। নেই অতি বিশ্বস্ত এবং বান্ধব সদৃশ ক্রিয়োন। এমন কি অতি প্রিয়তমা স্ত্রী জোকাস্তাও নয়। স্বেচ্ছায় অয়দিপাউস সবার মাঝে থেকেও নির্বাসন দিয়েছেন। সেই মেষপালক আসার পর সে যদি যথার্থ তাঁকে সনাক্ত করে তা হলে নির্বাসন তো তাঁকে নিতেই হবে।

চিন্তাভারে আছন্ন রাজা অয়দিপাউস সহসা সজাগ হলেন। প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে সম্মুখে।

'মহারাজ, এক বৃদ্ধ মেষপালক আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

ত্বরিতে সচকিত হয়ে উঠে বসলেন অয়দিপাউস।

'বৃদ্ধ মেষপালক? আমাদের অভীষ্ট সেই মেষপালকটিই কি?'

'জানিনা মহারাজ। তবে এ আসছে করিন্থ থেকে।'

'বেশ, তাকে সভাগৃহে আনয়ন কর। আমি আসছি। তোমাদের রাণীমাকেও খবর দাও। তাঁকেও সভাগৃহে আসতে বল।'

'প্রভু তিনি তো পূর্বেই সেই মেষপালকটির সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত।'

'ও তাই নাকি। তাহলে সত্বর চল সভাগৃহে।'

সভাগৃহে তখন রাণী জোকাস্তা যেন কি কথা বলছিলেন। রাজাকে আসতে দেখে জোকাস্তাই এগিয়ে এলেন, 'মহারাজ, সুদূর করিন্থ থেকে এই মেষপালক তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

'খবর পেয়েছি। তুমিই কি আমাদের সেই কাঙ্খিত মেষপালক?'

'আমি জানিনা আপনি কার কথা বলছেন? তবে আমি আপনার প্রতিবেশী রাজ্য করিন্থের নাগরিক। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'উত্তম। কিন্তু আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?'

রাজ মুখপানে নির্নিমেষ চেয়ে থাকতে থাকতে বৃদ্ধ মেষপালক অত্যন্ত স্নেহসুলভ কণ্ঠে বলল, 'হৃদয়ের অতি গোপন স্থানে আপনি আমাকে আছন্ন করে রেখেছেন। সে এক অনুভূতি। তার নাম বোধকরি স্নেহ। আর সেই স্নেহজাত কারণে আমি এই বয়সেও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়েছি।'

'বেশ তো, বল কি তোমার বাসনা?'

'একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখ বহনকারী একটি সংবাদ আপনাকে দিতে চাই।'

'নতুন কথা বটে। একটি সংবাদ, একই সঙ্গে সু এবং কু। এর উৎস বল।'

'তার আগে বলি, করিন্থবাসীরা আজ আপনার প্রতীক্ষায় উন্মুখ।'

'কেন?'

'অতি শীঘ্রই সেখান থেকে দূত আসবে। করিন্থের ভবিষ্যৎ নায়ক হিসেবে তারা রাজা অয়দিপাউসকেই চায়।'

'কেন? রাজা পোলিবাস কি অথর্ব হয়ে পড়েছেন?'

'না মহারাজ। কিছুদিন পূর্বেই তিনি—'

'কি হয়েছে তাঁর?

'তিনি গত হয়েছেন।'

'কি বললে তুমি?'

'হ্যাঁ রাজন, সংবাদটি একই সঙ্গে আপনার কাছে মন্দ এবং সৌভাগ্য বহনকারি। কেননা জনসাধারণ এখন আপনাকেই সেই সিংহাসনে পেতে চাইছে।'

সহসাই রাণী জোকাস্তা আনন্দের আতিশয্যে ছুটে এসে সভাগৃহেই রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। এ হয়ত এক দুর্বার ভবিতব্যের নির্দেশ লঙ্ঘিত হওয়ার আনন্দ। স্বতোৎসারিত উচ্ছাস নিয়ম মানে না।

'রাজা, কি হল তোমার ভবিষ্যতবাণী?'

মনে মনে পুলকিত হয়েছিলেন অয়দিপাউসও। তবু তিনি চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করে বললেন, 'দাঁড়াও রাণী! আমাকে আরো কিছু খোঁজ খবর নিতে দাও। আচ্ছা মেষপালক, তুমি নিশ্চিত জান আমার পিতা রাজা পোলিবাস বর্তমানে মৃত?'

'কি বলছেন আপনি? দশদিন পূর্বে রাজকীয় সমারোহে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এ আমার নিজচক্ষে দেখা।'

'কি হয়েছিল তাঁর?'

'কিছুই না। বয়েস তাঁর প্রাণ হরণ করেছে। অতি স্বাভাবিক মৃত্যু।'

অনেকদিন পর প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলেন অয়দিপাউস। তাঁর বক্ষস্থল থেকে একটি শব্দ উঠে এল, 'আঃ বাচলাম।'

মেষপালকের বিস্মিত প্রশ্ন শোনা যায়. 'কি বলছেন মহারাজ?'

'ঠিকই বলছি ভাই। অন্তত একটি ভয়াবহ ভবিষ্যৎবাণীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পিতৃহন্তা হবার কঠিন পাপ থেকে রেহাই পেলাম।'

'আপনি কি বলছেন, কিছুই বুঝলাম না। সে যাইহোক, আপনাকে যে করিন্থে ফিরে যেতে হবে মহারাজা। সেখানকার জনগণ আজ বিপন্ন।'

'তা তো আর হয়না ভাই, আরো এক শোচনীয় এবং ভয়াবহ ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে আমার অপেক্ষায়।'

'এখনও তুমি ঐ সব অর্থহীন ভবিষ্যৎবাণীর ভয়ে ভীত মহারাজ?' জোকাস্তার আক্ষেপধ্বনি শোনা গেল। 'নিজের কানেই তো শুনলে তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে, এবং সে পাপ থেকে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। অন্তত কেউ তোমাকে পিতৃহন্তাকারি আখ্যা দিতে পারবে না। কারণ দশদিন পূর্বে থিবিসের রাজসিংহাসনে তুমি উপস্থিত ছিলে।'

'কিন্তু চিত্ত আমার বর্তমানে বড়ই দুর্বল। তাই সে অভিশপ্ত কথা চিন্তা করলেই—'

'এ হয় না মহারাজ, এ হতে পারে না। পৃথিবীতে কেউ কখনও এমন কাজ করেনি। নিজের মাকে বিয়ে—ছি-ছি। ওসব তুমি ভুলে যাও। তার ওপর তিনি আজ অতি বৃদ্ধা। আমি বলছি রাজা, তুমি বিশ্বাস করো, স্বয়ং জিউসও জীবনে কত না ভুল করেছেন, আর ফোবিয়াসের ভুল হবে না এ কখনও হয়? নিশ্চয়ই ফোবিয়াসের গণনায় কোথাও ভুল থেকে গেছে। একটি দেখে নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পার।'

'তবুও, আমার মা এখনও জীবিতা।'

বৃদ্ধ মেষপালকটি ওদের কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করছিল। কিন্তু

কোন তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে সাহসভরে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করছেন জানিনা, যদি আমাকে কিছু বলেন, হয়ত আমি, আপনাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি—'

'হ্যাঁ বন্ধু, তোমাকে সবই বলব। তুমি আজ সামান্য মেষপালক নও। আমার কাছে অনেক বড় এক শুভার্থী। আমার প্রতি ফোবিয়াসের ভবিষ্যৎ নির্দেশ আছে আমি নাকি হব পিতৃহন্তা আর মায়ের সাথে করব সহবাস। একটি থেকে আমি মুক্ত। কিন্তু করিন্থে ফিরে না যাওয়ার অন্যতম কারণ দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণী, আমার মা মেলোপি এখনও জীবিত।'

সব শুনে মেষপালক বলল,' আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি মহারাজ।'

'কি রকম?'

'আপনার স্বপক্ষে কোন ভবিষ্যৎবাণীই এক্ষেত্রে মিলছে না। মিলবেও না। আপনি যদি আমাদের বৃদ্ধা রাণীমাকে বিবাহ করেন তবুও না।'

'তোমার একথার অর্থ?'

'অর্থ বড় গূঢ় এবং এক রহস্যময় ঘটনাই এর জন্য দায়ী।'

'স্পষ্ট করে কথা বল মেষপালক।'

'হ্যাঁ বলছি।

সামান্য সময় নিল সে। তারপর অতি ধীরে ধীরে বলল, 'রাজা, তুমি কে আমি জানিনা! কোথা থেকে এসেছ তাও আমার অজানা। কিন্তু তোমাকে তোমার অতি শৈশবে আমার এই বুকে ঠাঁই দিয়েছিলাম। তাইত অপত্যস্নেহজনিত কারণে সুদূর করিন্থ থেকে ছুটে এসেছি। শেষ জীবনে তোমাকে করিন্থের নায়ক হিসেবে দেখব বলে—।'

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন অয়দিপাউস। চিৎকার করে

উঠলেন তিনি, 'আঃ থামাও তোমার প্রলাপ। তুমি কি বলতে চাইছ ঠিক করে বল। কেন তুমি বললে রাণী মেলোপিকে বিবাহ করলেও আমি মাতৃগামী হব না?'

'কারণ, তাঁরা কেউই তোমার সত্যিকারের পিতামাতা নন। তুমি তাঁদের পালিত পুত্র মাত্র। কেননা তাঁদের কোন সন্তান নেই। ছিলও না।'

'কি বললে?'

'ঠিকই বলছি মহারাজ।'

'তাহলে আমি কে?'

'জানিনা। তবে আমার যুবা বয়সে থিবিসের এক মেষপালক তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছিল। তখন তোমার বয়েস মাত্র চার দিন।'

'না···না···' প্রচণ্ড আর্ত চিৎকারে রাণী জোকাস্তা যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইলেন।'

'কি? কি হোল তোমার মহারাণী? তুমি কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক তাই, কি এক অমঙ্গলের আশংকায় আমার প্রাণ কেঁপে উঠছে। আচ্ছা মেষপালক?'

'বলুন রাণীমা।'

'যে মেষপালক সেই শিশুটিকে তোমার হস্তে সমর্পন করেছিল, তাকে তুমি চিনতে?'

'হ্যাঁ মহারাণী। সে ছিল আপনার রাজ্যেরই লোক, রাজা লাইয়ুসের বিশ্বস্ত অনুচর। সিথারণের মাঠে আমরা দুজনেই মেষ চরাতাম।'

'তাকে তুমি দেখলে চিনতে পারবে?'

'কেন পারব না। যদিও সে এখন বেশ বৃদ্ধ। তবু দীর্ঘদিন

আমরা পাশাপাশি ছিলাম। পুরনো বন্ধুকে চিনতে না পারা তো অপরাধ।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানিনা। রাজা লাইয়ুসের মৃত্যুর পর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি—।'

সহসা ক্রিয়োনকে রাজসভায় প্রবেশ করতে দেখা গেল। সঙ্গে এক অতি বৃদ্ধ ন্যুব্জদেহ ব্যক্তি।

'ভগিনী, ক্রিয়োন বললেন, অবশেষে পাওয়া গেছে সেই মেষপালককে, আপনারা যার খোঁজে অনুচর পাঠিয়েছিলেন। সিথারণের এক খামারে লোকটি ধুঁকছিল।'

চমকে উঠলেন জোকাস্তা। হ্যাঁ, সেই-ই তো। রাজা লাইয়ুসের অতি বিশ্বস্ত সহচর। রাজবাড়ির এক অতি গোপন সংবাদ এ ছাড়া আব কেউ জানেনা। চারদিনের এক শিশুকে লাইয়ুস তুলে দিয়েছিলেন এরই হাতে, বধকরাব কারণে। এই সেই মেষপালক, অযদিপাউসকে রাজা লাইয়ুসের সিংহাসনে বসতে দেখে এবং তাঁব দুই পদতলের ছিদ্রচিহ্ন দেখে নতজানু হয়ে তাঁর কাছে ভিক্ষার আকুতি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ মনে পড়ছে সে রাত্রের কথা—। মাত্র দুদিন পরই রাজা লাইয়ুসের পত্নী জোকাস্তার সঙ্গে নবনিযুক্ত রাজা অয়দিপাউসের বিবাহ সংঘটিত হবে। ছিন্নমূল বৃক্ষেব মত সেদিন ঐ মেষপালক তাঁর সামনে এসে লুটিয়ে পড়ে করজোড়ে বলেছিল, 'রাণীমা, দাসের একটি নিবেদন আপনি মঞ্জুর করুন।'

বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে রাণীও তাকে স্নেহ করতেন। তাছাড়া লাইয়ুস বংশের একটি দুর্বলতার কথাও তার বিদিত। সেদিন জোকাস্তা বলেছিলেন, হ্যাঁ, এখনও স্পষ্ট মনে আছে, 'কি তোমার আর্জি বল, নিশ্চয়ই মঞ্জুর করব।'

উত্তরে ঐ মেষপালক বলেছিল. 'এ আপনার আমার থিবিসের

সমস্ত জনগনের এমন কি আগামী দিনের পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে অসুস্থ চিন্তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই বলছি—।'

'এত বড় প্রার্থনা কি আমি মঞ্জুর করতে পারব? তবু বল, চেষ্টা করব।'

'এ বিবাহ আপনি সংঘটিত হতে দেবেন না রাণীমা।'

'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ মা, এ বিবাহ নাহলে সকলের মঙ্গল।'

'আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।'

'আর আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করবেন না। আমি বড় অপরাধী। তবুও চিরদিন আপনাদের আশ্রিত এবং করুণা নিয়েই বেঁচে আছি। আমার এই শেষ মিনতিটুকু রাখুন। আমি কথা দিচ্ছি, আর কোনদিনও কোন অনুরোধ নিয়ে আসব না।'

'কিন্তু, তোমার এ অনুরোধ রাখা সম্ভব না। এ এক বিচিত্র অনুরোধ। তাছাড়া বিবাহের সব ঠিকঠাক। রাজবংশের নিয়ম অনুসারে এ বিবাহ সংঘটিত হবে। এখন আমারও সাধ্য নেই অনুষ্ঠান রোধ করার। তোমার আর কোন প্রার্থনা থাকলে জানাতে পার।'

মনে আছে। মনে পড়ছে সব কিছু। তাঁর সেই কথাশুনে মেষপালক উঠে দাঁড়িয়েছিল। অস্বস্তি আর অধৈর্য্যে ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপন মনে কি যেন প্রলাপ বকেছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, 'তাহলে আপনার দীর্ঘদিনের এই ভৃত্যটিকে অনুমতি দিন যেন সে চিরদিনের মত থিবিস ছেড়ে চলে যেতে পারে। অন্তত যেখানে গেলে আর কোনদিনও থিবিসের কোন স্মৃতি তাকে বিরক্ত করতে না পারে। থিবিসের চিন্তা যেন সে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করতে পারে।'

সেদিন অতকিছু বোঝেননি জোকাস্তা। অনুমতি দিয়েছিলেন। মনে মনে সামান্য দুঃখও পেয়েছিলেন বিশ্বস্ত অনুচরকে হারানোর জন্য। কিন্তু তখন এক অন্য সুখের চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে

রেখেছিল। তাই তিনি মেষপালকের কথা সেদিন অনুধাবন করতে পারেননি। আজ কুয়াশা কেটে গেছে, অন্ধ দৃষ্টির আবিলতা ঘুচে গিয়ে সব স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ।

সহসা জোকাস্তা প্রচণ্ড আক্রোশে চীৎকার করে উঠলেন, 'বিশ্বাস-ঘাতক, শয়তান—।'

আগন্তুক মেষপালক তখন রাণীর উগ্রমূর্তি দেখে সত্যই ভয়ে কাঁপছিল। কোনমতে সে উচ্চারণ করতে পারল, 'আমার কাতর মিনতিযদি আপনি সেদিন শুনতেন রাণীমা।

'চুপ কর, চুপ কর বেইমান। তোর জন্যই পৃথিবীর বুকে এক মহাপাপের খেলা অনুষ্ঠিত হল। অয়দিপাউস—,যেন ক্রুদ্ধা ফনিণীর মত বিষোদগার করছেন রাণী, 'এই মুহূর্তে ঐ শয়তানকে হত্যা কর। তার পূর্বে ওর জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আয়, ওর চক্ষু উৎপাতিত কর্, ওর অবাধ্য হাত দুটোকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ কর্।'

অয়দিপাউস বিস্মিত, বিচলিত। ক্রিয়োন হতভম্ভ। রাণীর এই রণচণ্ডী মূর্তি তাঁরা এর আগে দেখেননি। ব্যাকুল অয়দিপাউস নিজের সাময়িক সমস্যা ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি হয়েছে রাণী? তোমার স্বামীর কাছে সব কিছু খুলে বল। নিশ্চয়ই আমি তার প্রতিকার করব।'

'চুপ কর্। ওরে নির্বোধ হতভাগ্য অয়দিপাউস, তুই চুপকর্।'

ভেঙ্গে গেছে তাঁর কবরীর বিন্যাস। এলোমেলো হয়েছে সুসজ্জিত বেশবাস। এক ভয়াবহ পাণ্ডুর বিভৎসতা রাণীকে, ডাকিণীতে পরিবর্তিত করেছে নিমেষে। পৃথিবীর বুকে পুঞ্জিভূত সমস্ত ঝড় এসে যেন আছড়ে পড়েছে সেই রমণীর সর্বাঙ্গে। মুহূর্তের কোন্ সর্বনাশা সংবাদে এক রূপসী স্নিগ্ধারমণীকে এমন বিবর্ণ করে তুলল তা ভেবে পেলেন না অয়দিপাউস। কেবল কোনমতে অয়দিপাউস বলতে পারলেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে জোকাস্তা?'

'ওরে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলঙ্কিত পুরুষ, জন্মমুহূর্তে কেন নিজের হাতে

তোকে হত্যা করিনি! এখনও কি তুই বুঝতে পারছিসনা কোন্ পাপের অতলে তলিয়ে আছিস্ '

'পাপ? কিসের পাপ?'

'ফোবিয়াসের কথা মিথ্যা হবাব না। এমন নির্মম ভাবে অক্ষরে অক্ষরে সেকথা মিলে যাবে আমি ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারিনি—।'

'আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তুই অতি বড় নির্বোধ। ঐ সেই মেষপালক। তোর জন্মের চারদিনের দিন ওরই হাতে লাইয়ুস, আমার স্বামী, তোর পিতা, সমর্পণ করেছিল তোকে। নিজের হাতে তিনি হত্যা করতেপারেননি। তাই, ঐ বেইমানটার হাতে তোকে হত্যা করার জন্যই তুলে দিয়েছিল।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেষপালক, 'পারিনি মা পারিনি। আমার এই এত বড় বুকটায় কোন ক্ষমতা ছিল না ঐ অতটুকু শিশুকে হত্যা করার। তাই আমি সেদিন আমার বন্ধু ঐ মেষপালকের হাতেই তুলে দিয়েছিলাম। এ শিশু যেন কোনদিনও থিবিসে আসতে না পারে এই শর্তে। হা জিউস্, আমাকে আমার পাপের জন্য শাস্তি দাও।'

'কিন্তু তোমার অবহেলার জন্যে আজ আমি কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম! ছি ছি ছি, কি লজ্জা, কি ঘেন্না, শেষে আমারই সন্তান কিনা আমারই পুত্র কন্যার পিতা—'

জোকাস্তা আর তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। ঝটিতি রাজসভা পরিত্যাগ করে ছুটে গেলেন অন্দরমহলে।

সমস্ত সভাস্থল নীরব। সূচিসচেতন নিস্তব্ধতা ভেদ করে সাগরের অতি তলদেশ থেকে শোনা গেল এক বজ্রগম্ভীর অথচ হতাশার আক্ষেপ, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে তিরেসিয়াস, এইই আমার ভবিতব্য, এই আমার বিধিলিপি। সত্যই এক জটিল আবর্তে আমার জন্মরহস্য লুক্কাইত ছিল। নিজের অজ্ঞাতেই এক মহাপাপের ঘূর্ণিচক্রে প্রোথিত

আমি। তিরেসিয়াস, তোমার শেষ ভবিতব্যও তাহলে ফলবতী হোক।'

আপন কক্ষে ফিরে এলেন অয়দিপাউস। কক্ষদ্বার তখন বন্ধ। কয়েকবার ধাক্কাও দিলেন। বন্ধ দ্বার উন্মোচিত হল না। সহসা কি যেন এক সন্দেহ তাঁকে পেয়ে বসল। অয়দিপাউসের শারীরিক শক্তি সুবিদিত। প্রচণ্ড ধাক্কায় সুদৃঢ় কক্ষদ্বারটি ভেঙ্গে ফেললেন।

হ্যাঁ তাই, যা তিনি ভেবেছিলেন। আপন পরিধেয় বস্ত্রটি রজ্জুর মত বদ্ধ হয়ে আছে জোকাস্তার কণ্ঠদেশে। শূন্যে দোদুল্যমান দেহটিতে আর বোধহয় প্রাণ নেই। লজ্জায় অপমানে মস্তকটি তখন অবনত।

ধীর পদক্ষেপে রাণীর পদতলের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন অয়দিপাউস। দুহাতে জন্মদায়িনীর পদযুগল বেস্টন করে ছোঁয়ালেন আপন ঘৃনিত মস্তকে। উদ্‌গত অশ্রুর সমুদ্র পার হয়ে কেবল মাত্র একটি শব্দই মুখহতে নির্গত হতে পারল 'মা—।'

সেই মুহূর্তে হয়ত অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই বলা হল না। রাণীর হিমশীতল পদপ্রান্তে কেবল এসে লাগল কিংবদন্তীর মন্দভাগ্য রাজা অয়দিপাউসের বক্ষতল বিদীর্ণ করে আসা পঞ্জীভূত গ্লানির হাহাকার, একটি দীর্ঘশ্বাস।

তারপরের ইতিহাস বড় সংক্ষিপ্ত বড় মর্মস্পর্শী। রাণীর অঞ্চলপ্রান্ত হতে অয়দিপাউস খুলে নিলেন এক তীক্ষ্ণমুখ শলাকা।

যে শলাকা একদিন ব্যবহৃত হত বেশবিন্যাসের কারণে। তারপর, মাত্র কয়েক লহমা, অয়দিপাউস বললেন, 'যে অতীত আমার জানা ছিল না, যে অতীত আমাকে আমার অজ্ঞাতেই করেছে মহাপাপী তার পরিণাম যেন ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমাকে দেখতে না হয়।'

নিমেষে সেই তীক্ষ্ণধার শলাকাটি আমূল বিদ্ধ করলেন দুই চক্ষুতে। রক্তের পাপ নদী হয়ে ছড়িয়ে গেল সারা মুখে। বন্যা হয়ে আছড়ে পড়ল প্রশস্ত বক্ষপটে।

অন্ধরাজা ধীরে ধীরে প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। পরিত্যাগ করলেন যৌবনের লীলাক্ষেত্র থিবিস। পরিত্যাগ করলেন পুত্রতুল্য প্রজাদের।

চোখের প'রে কোন আলো নেই। কেবলি সূচিভেদ্য জমাট অন্ধকার। জগতের সব রূপ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ইতিহাসের আর এক ট্র্যাজিক নায়ক দীনদরিদ্র অন্ধ ভিক্ষুকের মত যষ্টি সম্বল করে এগিয়ে চললেন জনারণ্য ছেড়ে আর এক মহারণ্যে। সিথারণ! পিতা লাইয়ুস তাঁর জন্য যে স্থান নির্বাচিত করেছিলেন তারই সমাধি ভূমির জন্য।

কতদূর? আর কতদূর সেই বাঞ্ছিত সিথারণ? সে উত্তর জানেন না অয়দিপাউস নিজেও। কেবল শুনতে পান বনবাতাসে একটি ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে চলছে ক্রমাগত। যষ্টির ঠকঠক শব্দ। আমৃত্যু যে হবে তাঁর সঙ্গী।

ভাগ্যচক্র



বুকের পাড় ভেঙ্গে কেবলি ভেসে আসে হাহাকারের হুতাশ-ধ্বনি। কি তীব্র আর কি বেদনাদায়ক। এক অশুভক্ষণে বিধাতা জন্ম দিয়েছেন তাকে। কলঙ্কের হলাহলে দেহমন সব যেন অপবিত্র। নিজেকেই নিজের কাছে কি দুর্বিসহ বোঝা বলে মনে হয়! মনে হয় এ জীবন কেবলি কলঙ্কের অপমানে ক্লিন্ন। দৈবের প্রহসনে দুঃখের দুর্বিপাক।

সে কোথাও যায় না। কারো সঙ্গে নেই তার কোন আত্মিক সম্পর্ক। মনে হয় না কেউ তার নিজের। কেউ সমব্যথী। নিজেকে তার সর্বদাই মনে হয় জগতের এক অপাংক্তেয়। বিষবৃক্ষের ফলস্বরূপ। তার জন্মে রয়েছে এক অস্বাভাবিকতা।

আকাশে তখন পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদ ছড়িয়েছে স্বপ্নের মায়াকুহেলী। যদিও সে উদ্ভিন্নযৌবনা এক নারী। দেহ তার সজাগ বসন্ত সম্ভারে। তবু তার দীঘল আয়ত নয়নে বিষণ্নতা খেলা করে।

এক মলিন বেদনা তাকে যন্ত্রনা হতে প্রতিনিয়ত আরো এক তীব্রতর যন্ত্রনায় নিমজ্জিত করে।

অথচ এই জ্যোৎস্না প্লাবনে পৃথিবীর যে কোন তরুণীর মন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের জাল বুনতে ভালবাসে। ভালবাসে ভালবাসার ডাক শুনতে।

"আন্তিগোনে……আন্তিগোনে……তুমি কোথায় ?"

সচকিত হয় তনু মন। হ্যাঁ, ঐতো। ঐতো সেই ডাক। সেই চিরপরিচিত চিরদিনের ভালবাসার ডাক।

আইমোন ডাকছে। তার দয়িত। তার যুবতী মনের প্রথম প্রহরে যে বসন্তের গান শুনিয়েছে। যৌবনে হৃদয়ের গভীরে ভালবাসার ফুল ফুটিয়েছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় সে কখনোই তার জন্মের জন্য দায়ী না। মাতৃগর্ভে তার প্রথম আসা সে তো অন্যতর এক ইচ্ছায় আসা। দুটি নরনারীর প্রণয়ের আবেগে সে ফুল হয়ে ঝরে পড়েছে। মাটির পৃথিবীতে। এতে তার কি দোষ ?

জন্মের পূর্বে সে যদি ঘুনাক্ষরেও জানতে পারত তার পিতামাতার অজ্ঞাত এক বীভৎস পাপের ফল হয়ে সে পৃথিবীর আলো দেখতে আসছে তাহলে শত আয়াসের জীবন হলেও সে জন্মগ্রহণে অস্বীকার করত। অথচ সেই নিদারুণ পরিণতিই তার বিধিলিপি হয়ে গেছে। জগৎ সংসারের কাছে সে এক পাপী দম্পতির সন্তান। তার পিতা, তার জন্মদাতা, একাধারে তার ভ্রাতা ও পিতা।

কি লজ্জা কি গ্লানি! তাবৎ পৃথিবীর কাছে সে এক অবৈধ সন্তান। থিবীর সমস্ত মানুষ তার দিকে তর্জনী নির্দেশে যেন নীরবে ধিক্কার জানায় তুই অবৈধ, তুই অপাংক্তেয়, তুই বিধাতার কলঙ্ক।

'আন্তিগোনে…আন্তিগোনে…তুমি কোথায় ?'

আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, এমন কি জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্নাতুর ঐ স্নিগ্ধ চিত্রবৎ বনানীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে মধুডাক।

আইমোন ডাকছে। আইমোন তাকে খুঁজছে। তার প্রিয়তম। তার আবাল্যের সখা।

মনে পড়ে সেদিনের কথা। সেদিনও এমনি এক নিশিকাল। তবে জ্যোৎস্নার এমন ভরাকুহক সেদিন ছিল না। ক্ষণ পূর্বে প্রবল ধারাপাত ঘ'টে গেছে। বাতাসে ভরা বর্ষার আর্দ্রস্পর্শ। দূরে কোন পুস্করিনীর ধার থেকে ভেসে আসছে ভেকের ডাক। নাম না জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধে দশদিক আমোদিত। আপন গৃহসংলগ্ন উদ্যান বীথিকায় একাকী বসে পরিপূর্ণ বর্ষণের আমেজে বিভোর হয়েছিল।

কি এমন তখন তার বয়েস! উত্তীর্ণ কৈশোর মনের ধ্যানভাঙছে সবে। প্রথম যৌবনের সর্বনাশা হাওয়া বইছে দেহের সর্বাঙ্গে। মনের অন্তস্থলে, সারা পৃথিবী, এই সব ফুল পাখি ঝরণার গান, নতুন সাজে নতুন গানে তার হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনছে। নতুন করে তারা তার নরম ছোট্ট মনে কিসের যেন অনুরনণ তুলছে।

আন্তিগোনে বুঝতে পারত, কি যেন এক পরিবর্তন আসছে। প্রতিদিনের পরিচিত জগতটা হঠাৎই কেমন করে যেন পাল্টে যাচ্ছে। অথচ সে বুঝতে পারত না এ কার পরিবর্তন? তার নিজের না তার চতুর্দিকের জগতটার? কিন্তু কিছু যে একটা ঘটছে তা তার সেদিনের প্রথম যুবতী মন বুঝতে চেষ্টা করত।

রাজদুহিতা আন্তিগোনে। থিবিসের রাজকন্যা। পিতামাতার পরম আদরের দুলালী সে। কেউ তাকে কোনদিন তিরস্কার করেনি। কেউ তাকে কোনদিনও শাসনের বেড়াজালে আটকে রাখেনি। আপন ইচ্ছায় ছুটে চলা সে ছিল এক প্রাণবতী নদী। তার ইচ্ছার গতিপথে কোন নিষেধের প্রস্তরখণ্ড এসে তাকে বাধা দেয়নি।

রাজা অয়দিপাউস তখন থিবীর একচ্ছত্র নায়ক। কিংবদন্তীর মহানায়ক। থিবীর সমস্ত জনগণ তাঁকে পিতৃতুল্য জ্ঞানে পুজা করে। তাই অয়দিপাউস কন্যার খাতির ছিল সর্বত্র। জনগণের কাছে সে ছিল সম্ভ্রমের প্রতিমা। জীবনের প্রভাতে ভাগ্যের এই প্রাচুর্য তার কিশোরী

মনে এনেছিল আত্মরীভাব। এক প্রচ্ছন্ন অহংবোধ যে ছিল না তাও না।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। শেষে সে সন্ধ্যাটি ছিল বর্ষণতৃপ্ত। স্বভাবতই কিশোরী মনে কিশলয়ের উৎফুল্লতা। হয়ত মনে এসেছিল এক মিষ্টি গানের রেশ। আপন মনে করছিল সে গুণ গুণ। সহসাই, সে গান শেষ হবার পূর্বমুহূর্তেই কে যেন করতালি ধ্বনি করে উঠল।

সচকিত আন্তিগোনে চতুর্দিক ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখল। না, কাউকে তো দেখা যায় না। কিন্তু এ সুনিশ্চিত কেউ তার গানের তারিফ করে সহর্ষ করধ্বনি দিয়েছে।

আন্তিগোনে নিজের স্থান পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। আশপাশে সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে। কি যেন এক সন্দেহ হয়। অদূরবর্তী কুঞ্জবীথিকার বিশাল ছবিটি সহসাই যেন কিসের স্পর্শে নড়ে ওঠে।

এগিয়ে যায় সেই কুঞ্জটির কাছে। ম্লান গোধুলির আলোয় কিছুই নজরে আসে না। নিজের ভ্রম ভেবে যেই মাত্র পিছন ফেরে ত্বরিত চমকে কয়েক পদ পিছু হটে আসে।

তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়। সামনেই সহাস্যবদন যুবক আইমোন। মাতুল ক্রিয়োনের পুত্র। তার আবাল্যের সখা।

তার কৈশোর উত্তীর্ণ মনে তখনও ভালবাসার ফুল ফোটেনি। কিন্তু যুবক আইমোন ছিল তার বিশেষ প্রিয়পাত্র। থিবীর এই একটি প্রাণই তার চাপল্য উপেক্ষা করার সাহস রাখত। রাজকন্যার অভিমান সে যেমন করে প্রশ্রয় দিত ঠিক তেমনি করেই তার সকল দুষ্টুমিকে শাসন করতেও ছিল সিদ্ধহস্ত।

আইমোন নামের ঐ যুবকটির সঙ্গে আন্তিগোনে যেন কিছুতেই পেরে উঠত না। তাঁর ইচ্ছার ডাকে, কিশোরী আন্তিগোনে সাড়া না দিয়ে পারত না। এই যুবকের আবেগ আর খামখেয়ালিপনা কি

জানি কেন, আন্তিগোনের ভাল লাগত। চেষ্টা করেও আইমোনকে সে কোনদিনও আঘাত দিতে পারত না। সাগরের বুকে উচ্ছল নদীর আত্মসমর্পণের মত এক অজানা পুলকে আন্তিগোনে কেঁপে উঠত। কিন্তু কেন, তা সে নিজেও জানত না। অথবা বুঝতে পারত না তার কিশোরী মন কি চায়। অলক্ষ্যের কোন দেবতার হয়ত এমনি নির্দেশ। হয়ত বা এ বিধিলিপি।

আইমোন ততক্ষণে আন্তিগোনের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুম করে আইমোনের বিশাল বক্ষে একটি ঘুষি বসিয়ে দিয়ে বলে, তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ আইমোন!'

হাসতে হাসতেই আইমোন বলে, 'কেন রাজকন্যা, আমি তো তোমার সঙ্গে এখন কোন দুষ্টুমীই করিনি—।'

'করনি? এইতো এক্ষুণি করলে। আমি বুঝি ভয় পাইনি?'

'বল কি? থিবীর রাজকন্যা সামান্য করতালির শব্দে শঙ্কিত হয়? এতো আমার জানা ছিল না।'

'স্বয়ং পশুরাজও হঠাৎ আসা শব্দে বিচলিত হয়। এতো না জানার কথা নয়?'

'হতে পারে। তবে তোমাকে বিহ্বল করার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি তোমার গানের তারিফ করছিলাম মাত্র।'

'আহা, ভারি তো গান।'

'না আন্তিগোনে, এ কেবল প্রশংসার জন্যে না, সত্যই তুমি সুগায়িকা।'

'একমাত্র তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ বলেনা।'

'তারা গানের কিছু বোঝে না, তাছাড়া—'

'থামলে কেন আইমোন? তাছাড়া কি?'

'তোমার সব কিছুই যে আমার ভাল লাগে।'

কি বোঝে সে তনয়া কি জানে। নীরবে, কোন উত্তর না দিয়ে

বৃষ্টিধৌত উদ্যান বীথিকার অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

'ও কি আন্তিগোনে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? ভ্রমণের জন্যে স্থানটি নিরাপদ নয় কিন্তু।'

তবু আন্তিগোনে, কিছু না বলেই আরো কয়েকপদ অগ্রসর হয়। আইমোন নামের সপ্রতিভ ঐ যুবকটি চেনে আন্তিগোনেকে। ওইটুকু বয়সেই সে আন্তিগোনেকে অনেক খনই বুঝতে পারত। অসম্ভব জেদী আপন সঙ্কল্পিতকৃত কর্মে স্থির এবং অবিচল। সে যা মনে করে তাই করে। অন্তত সেই বিশেষ মুহূর্তে তাকে ফেরানোর কথা এমনকি আইমোনও চিন্তা করতে পারে না।

তুচ্ছ কারণে কতদিন কত বাকবিতণ্ডা ঘটেছে। কখনও রাগে এবং অভিমানে দুজনেই দুজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সখাসখী পরস্পর আপনাপন দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখও পেয়েছে। যন্ত্রনায় একাকী তারা অশ্রুপাতও করছে। তবু সকল অভিমান বিসর্জন দিয়ে সহসা কেউ কারো কাছে ছুটে আসতে পারত না।

কিন্তু কি যে ছিল বিধাতার মনে। মাত্র কদিনের অদর্শন, কদিনের বাক্যালাপে বিরতি উভয়কেই অস্থির করে তুলত। দুজনেই তখন অনিবার্য এক আকর্ষণ বোধে ছুটে আসত দুজনের কাছে। আর বরাবর এমনটিই ঘটছে।

এইতো মাত্র কদিন পূর্বের ঘটনা। আন্তিগোনে ছুটে আসছিল তার জন্মদিনে পাওয়া নতুন পোশাকটি দেখাতে। আইমোনের তারিফ করার আর শেষ ছিলনা। কারণ সেদিন, ঐ নতুন পোশাকে আন্তিগোনেকে যথার্থই সুন্দর লাগছিল।

কিন্তু সহসাই, আইমোন একটি বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগ করে ফেলে। 'তোমার পোশাকটি যথার্থই সুন্দর আন্তিগোনে। কিন্তু, পোশাকের নিম্নাংশটি যদি হরিৎবর্ণের না হয়ে উজ্জ্বলি রক্তরাঙা হত, তাহলে নিশ্চয়ই এটি আরো মনোরম করে তুলত তোমাকে।'

তীব্র প্রতিবাদ জানায় আন্তিগোনে। আইমোনের এই এক স্বভাব। সকল সৌন্দর্যের মধ্যেই কোথাও না কোথাও একটি খুঁত তার চোখে পড়বেই।

'না, কক্ষনো না। ঘন সবুজের পরে অপেক্ষাকৃত হালকা হরিৎবর্ণই বেশী মনোরম হয়।'

'না আন্তিগোনে, একথা আমি মেনে নিতে পারছি না।'

'কেন পারছ না? এ তোমার জেদের কথা। বিস্তীর্ণ মাঠের পরে দাঁড়ালে তুমি দেখতে পাবে সবুজের কত বিচিত্র বর্ণবাহার। তা কি মনোরম না?'

'হয়ত মনোরম। সবুজের পরে সবুজ দৃষ্টিকে আবেশায়িত করে। কিন্তু কখনোই বর্ণের বৈচিত্র আনে না। চমকও না। সবুজ পত্ররাশির মধ্যে উজ্জ্বল আর গভীর লাল গোলাপ কি তুমি কখনো দেখনি? ঐ লালের বৈচিত্র ছিল বলেই সবুজের বুকে লালবাহার মনকে চঞ্চল করে তোলে।'

'চাঞ্চল্য আর স্নিগ্ধতা এক জিনিষ না। চাঞ্চল্য ক্ষনিকের উত্তেজনা, কিন্তু স্নিগ্ধতা আনে মনের পবিত্রতা।'

'আমি যুবক, আন্তিগোনে। তাই আমি চাই উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, যা যৌবনের ধর্ম। কিন্তু স্নিগ্ধতা, সে তো বৃদ্ধের কাম্য। মনের উত্তাল তরঙ্গগুলি যখন স্থিতধী হতে শুরু করে রক্তের চাঞ্চল্য আসে কমে, তখন মানুষ চায় স্নিগ্ধতার পরশ। তুমি বোধ হয় মনে মনে বৃদ্ধা হয়ে যাচ্ছ আন্তিগোনে।'

'না কক্ষনো না। তোমার যুক্তি অথর্ব। বৃথা বাক্যের প্রলাপ'—

'কি বললে? আমার কথা সব প্রলাপ?'

'হ্যাঁ তাই, তুমি সব কিছু উন্মত্তের চোখে দেখ, যা ক্ষণস্থায়ী।'

আইমোনের যুবক রক্ত নিমেষে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর সেই ঝগড়ার শুরু। প্রত্যুত্তরে সেও বলে, 'হ্যাঁ, আমি ক্ষ্যাপা, আমি উন্মত্ত। তবে জেনো রেখো আমি তোমার মত নারী নই, তোমার মত নির্জিবও

নই। আমি চললাম। আর কোনদিন তোমার মত গতিহীন নদীর কাছে আসব না। আমার সাগরের তুফানই ভালো লাগে।'

ক্রোধাহত আইমোন চলে যায়। আর আন্তিগোনে, নীরবে অনেক অনেকক্ষণ অশ্রুপাত করে।

তারপর অনেকদিন কেউই কারোর সঙ্গে দেখা করেনি। কিন্তু মনে মনে দুজনেই হয়ে উঠেছিল অস্থির। বিরহ আর মিলন একে অপরের পাশে অর্থবহ। অন্তরঙ্গতা আর বিবাদ যে পাশাপাশি চলতে ভালবাসে। কেউ কাউকে ছেড়েও থাকতে পারে না। প্রাণের টান যেখানে থাকে সেখানে বিবাদ যতই তীব্র হোক অন্তরঙ্গতার সুর তত বেশী করে বেজে উঠতে চায়।

বেশীদিন না। মাত্র একটি পূর্ণচন্দ্রের পরিক্রমা শেষে আবার দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে দুজনের কাছে ছুটে গেছে। দুজনেই দুজনকে কাছে টেনে নিয়েছে।

একি প্রেম? হয়ত যুবক আইমোনের হৃদয়ে প্রেমের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আন্তিগোনে? প্রেমনামক মারাত্মক ব্যাধিটি তাকে তখনও হৃদয়ে ক্ষতবিক্ষত করেনি। কিন্তু প্রেমাতীত কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণ সে আকৈশোর অনুভব করে এসেছে। আইমোন ছাড়া তার চলবে না এমন কথাই একদিন সে ভাবতে শুরু করেছিলো।

তারপর এল সেইদিন। সেই সর্বনাশা হৃদয় দেবার দিন। কি যেন হয়ে গেল সেদিন আন্তিগোনের মনে। কদিন যাবৎ সমস্ত জগৎ সংসার তার কাছে নতুন করে ধরা দিচ্ছিল। হঠাৎ হঠাৎই পাখি, ফুল, গাছপালা, আকাশ বাতাস সবকিছু ভালো লাগছিলো। বুক ভরে প্রকৃতির আস্বাদন নিতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। অথচ তার এত কাছের এই প্রকৃতিকে সে এর আগে কোনদিনও এমন করে অনুভব করতে পারেনি।

বিরাট একটি কেন তাকে যখন বিহ্বল করে তুলেছিলো, ঠিক

তখনই সব প্রশ্নের উত্তর সে পেয়ে গেল। আসলে এই সব কিছুর মধ্যে সে যে একজনকেই খুঁজছিলো। তা আইমোনের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বেও বুঝতে পারেনি।

'আন্তিগোনে, আন্তিগোনে আমার কথা শোন, প্রথমবর্ষার সূচনায় অমন করে জলার ধারে যেতে নেই। যে কোন অবসরেই সর্প অথবা অন্য কীটপতঙ্গের আক্রমন আসতে পারে।'

কিন্তু আন্তিগোনের মনে তখন তার কি এক খুশির জোয়ার বইছে। প্রথমবর্ষার আদ্র ভাবটি তার হৃদয়কে করেছে আচ্ছন্ন। কেমন এক স্থির বিশ্বাস তাকে পেয়ে বসেছে, আইমোন পাশে থাকলে তার আবার ভয় কি? জলার ধার লক্ষ্য করে সে দ্রুত ছুটতে শুরু করে, সেই অন্ধকারেই। এবং দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির অনিবার্য ফলশ্রুতি আইমোন আর আন্তিগোনেকে মেনে নিতেই হল।

আইমোন হয়ত কিঞ্চিৎ পিছিয়েই পড়েছিলো। কারণ আন্তি-গোনের রক্তে তখন সদ্য যৌবনের চাঞ্চল্য। হঠাৎ আর্ত চীৎকারে সচকিত হয়ে ওঠে আইমোন। আন্তিগোনের কাতর আর্তনাদ।

শব্দলক্ষ্য করে যথাসম্ভব দ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হয় আইমোন। নিদারুণ যন্ত্রনার কাতর অভিব্যক্তি আন্তিগোনের কণ্ঠে। অমসৃণ জলার ধারে অসর্তক পদক্ষেপে ছিটকে পড়েছে সে। আপন পদতল চেপে ধরে অস্ফুটে গোঙাচ্ছে সে তখন—।

'কি হল? কি হল আন্তিগোনে?'

'কি জানি! কি যেন আমাকে দংশন করেছে।'

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইমোন তার কোলের ওপর কুমারীর পদযুগল টেনে নেয়।

'কোথায়? কোথায় দংশন করেছে আন্তিগোনে?'

'ঐ তো, দক্ষিণ পদপৃষ্ঠে। মনে হয় সর্পই হবে!'

মুহূর্তের অবকাশ না রেখে আইমোন নিজের ওষ্ঠাধর চেপে ধরে সেই পদমূলে। আকণ্ঠ শুষে নিতে চায় তীব্র হলাহল। তার চোখ

ফেটে যেন জল আসতে চায়। আন্তিগোনে। আন্তিগোনে না থাকলে তার এ জীবন বৃথা। বৃথা এ জন্ম। ঐ ছোট্ট মেয়েটি যে তার আজন্মের সখী। আজন্মের সহচরী। ওকে ছেড়ে ইহজন্মের সকল সুখই কপ্‌রের মত ক্ষণস্থায়ী।

আইমোন যখন প্রাণপণ প্রচেষ্টায় তীব্র হলাহল নির্গত করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই, আন্তিগোনে নামের সেই তন্বী, সদ্য যে ডাক শুনেছে যৌবনের, এক চঞ্চল আবেশে চক্ষু মুদিত রেখে প্রিয়জনের ওষ্ঠ আর চোষণ স্পর্শে বিহ্বল হচ্ছিল।

তারপর সহসাই উষ্ণজলবিন্দুর স্পর্শে সচকিত হয় ওঠে সে। ছি ছি, এ সে কি করছে। সামান্য আবেশের কারণে ছলদংশনের অভিনয়ে সে তার প্রাণের পুরুষের চোখে এনেছে জল।

নিমেষে, সব আবেশ কাটিয়ে মাটিতে উঠে বসে আন্তিগোনে; এবং সেই প্রথম, চঞ্চল নদী ঝাঁপ দিল মহাসমুদ্রের বুকে। কোমল লতার মত দুটি বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরল প্রিয়তমকে।

'আন্তিগোনে, আন্তিগোনে, কি হল তোমার?

অস্থির আইমোনের কথা শেষ হল না। তার পূবেই আন্তিগোনের উত্তপ্ত ওষ্ঠ স্তব্ধ কবে দিয়েছিল আইমোনের বেদনায় নীল ওষ্ঠদ্বয়কে।

কতক্ষণ কেটেছিল এমন করে কে জানে। তারপর যখন মেঘ সরে গিয়ে চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ল উভয়ের সারা দেহ আর মনে, আন্তিগোনেব পেলিব আঙ্গুলগুলি তখন নিঃশব্দে উঠে এল আইমোনের সজল আঁখিপটে।

'তুমি কাঁদছ, আইমোন।'

'সে তো তোমার জন্যেই।'

'আমি তোমার কে? আমি মরলেই বা তোমার কি?

'এমন কথা আর কোনদিন বলো না আন্তিগোনে। এই নির্জন প্রকৃতি, ঐ সদ্য ওঠা চাঁদ, এরা সবাই সাক্ষী, তুমি ছাড়া আমার এ জীবনেব কোন দাম নেই। পৃথিবীর অন্য কোন রমণীমুখ আমি

পেতে চাই না। আমার এ জীবন, এ দেহ, এ মন, সব তোমার। সব তোমার কারনেই! তুমি বাঁচলেই আমি বাঁচব। তুমি মরলে আমার মরণ—।'

তারও পর আরো অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। রাত্রির প্রথম প্রহর তখন মধ্যভাগে। আন্তিগোনে বলে, 'চল আইমোন এবার ফেরা যাক।'

'বেশ চল।'

মদির বনস্থলীর নরম ভূভাগ দলিত করে একে অপরের বাহুবেষ্টনে, দেহসুখে বিভোর হয়ে স্লথগতিতে ফিরছিল গৃহাভিমুখে। হঠাৎই, আবেশ বিহ্বল কণ্ঠে আন্তিগোনে বলে ওঠে, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে আইমোন,

'কি?'

'চাঞ্চল্যই তো যৌবনের ধর্ম।'

আইমোন কিছু বলে না, কেবল নীরবে, আন্তিগোনের অলক্ষ্যে একটু হাসে।

'আন্তিগোনে···আন্তিগোনে···তুমি কোথায়?'

আইমোন ডাকছে। তার আইমোন। তার একান্ত আপনার আইমোন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য? যে আইমোনের সামান্য আহ্বান তাকে শতসহস্র পিছুটানে ধরে রাখতে পারত না। ঐ একটি মাত্র ডাক উপেক্ষা করার কোন শক্তিই একদিন তার ছিল না। অথচ সেই ডাক? আজ নিষ্ঠুর সময়ের বিচিত্র পরিহাসে সে কেবল সেই ডাক শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কোন অসম্ভব আকর্ষণ বোধ করছে না।

সত্যিই কি বিচিত্র এ জীবন। একদার হৃদয়ের মণিকাঠায় অতি সংগোপনে ধরে রাখা বীনার সুরটি প্রকৃতির প্রতিশোধে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

প্রেমিকের একনিষ্ঠ ব্যাকুল আহ্বানও কেমন যেন উপহাস

বলে মনে হয়। তাবৎ সংসারের সকল প্রাণীর মতই মনে হয় আইমোনও যেন তার সঙ্গে বিদ্রুপের খেলায় মেতেছে।

ঝড় যে কখন পশ্চিমের আকাশে জমা হতে শুরু করেছিল তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পারল তখন রাজদুহিতা তার সমস্ত গরিমা বিসর্জন দিয়ে ভূলুণ্ঠিতা।

স্মৃতির অবগুণ্ঠন সরিয়ে এখন এই নির্জন স্বপ্নলোকে মনে পড়ে সেই সব কথা। সেই মহাসর্বনাশের দিনটি। কি নির্মম! কি লজ্জা আর বেদনার মুহূর্ত।

থিবিসের তখন মহাদুর্দিন। কদমুসবাসীরা করজোড়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মহারাজ অয়দিপাউসের সামনে। অনুরোধ জানিয়েছিল দুর্দিনের কাণ্ডারী হতে।

হয়েও ছিলেন তিনি। প্রজাবৎসল রাজা প্রজার দুঃখে বিচলিত হয়ে মহাপাপের কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছিলেন। হায় নিয়তি! তিনি কি তখন ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিলেন এক মহাপাপের আবর্তে তিনি নিজেই জড়িয়ে রয়েছেন। আপন অজ্ঞাতে তিনি নিজেই হয়েছিলেন দেশবাসীর চরম দুঃখের কারণ। চরম লজ্জার সর্বনাশা আবর্তে তিনি হয়েছিলেন নিমজ্জমান কীট।

পিতার কথা ভাবতে গিয়ে আরো গভীর বেদনায় নীলাভ হল আন্তিগোনে। পরম ধার্মিক, তার পিতা অয়দিপাউস নিজেকেও রেহাই দেননি। অজ্ঞাত অপরাধের শাস্তির বোঝা মাথায় নিয়ে যশের উচ্চশিখর হতে নেমে এসে হারিয়ে গিয়েছিলেন সিথারণের মহাঅরণ্যে।

তারপর, জীবনের একমাত্র সত্য মৃত্যু এসে পরম শান্তিতে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল অয়দিপাউসকে।

আজও চোখ বুঝলে আন্তিগোনে দেখতে পায় একই সঙ্গে দুটি মুখ। মহাসুখী রাজা অয়দিপাউসের গর্বিত মুখচ্ছবি। আর স্বেচ্ছা

নির্বাসনে, বেদনায়, অনুতাপে আর বিষণ্ণতায় ম্লান শীর্ণ, মৃত্যু-পথযাত্রীর আর একটি প্রতিচ্ছায়া।

নিজের হাতে শেষ শয়নে শুইয়েছে পিতাকে। এটিকার কলোনসের সমাধি প্রস্তরের গায়ে এখনও কেউ হয়ত পেতে চাইলে খুঁজে পাবে আন্তিগোনের নিঃশেষিত অশ্রুধারার চিহ্নবিন্দু।

হ্যাঁ। ঠিক তাই। অশ্রুর ভরাভাণ্ড নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে এসেছে পিতার সমাধিবেদী মূলে।

তারপর থেকে আর কোনদিন কোন নির্জন একান্তেও সে অশ্রুপাত করেনি। বুকের ভেতরের সব অশ্রু নিঃশেষিত। এখান সেখানে মরুভূমির রুক্ষতা।

থিবীর মাটিতে আর কোনদিনও ফেরার ইচ্ছা ছিল না। জন্মভূমির পবিত্র মাটিকে সে চিরদিনের মত ভুলতেই চেয়েছিল। যে জন্মভূমি অতি গর্বের অতি সাধের, যে জন্মভূমির পবিত্র বাতাসের আঘ্রানে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল, যে মাটির স্পর্শে সে তার যৌবনের বিচিত্র স্বাদে বিভোর হয়েছিল, যে মাটির মিষ্টি জল আর মধুর ফলাস্বাদে সে জীবনধারণ করেছিল, এক বিচিত্র সর্বনাশের ভয়াবহ খেলার সেই মাটিই লবণাক্ত হয়ে উঠেছিল।

ফিরতে চায়নি সে। ফেরার কথা ভাবলেই তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠত। তবু ফিরতে হয়েছিল।

থিবীর মাটিতে তখন আর এক নাটকীয় সংঘাতের খেলা চলছে। ভ্রাতৃকলহ। কি নিদারুণ। কি শোচনীয়!

রাজা অয়দিপাউসের পর কে হবেন রাজসিংহাসনের অধিপতি? এতোয়াক্লীস না পলিনাইসেস? যদিও তারা রাজা অয়দিপাউসের সন্তান। যদিও তারা মা জোকাস্তার গর্ভজাত। তবু, কি সর্বনাশা ঐ রাজসিংহাসন? কি ভয়ঙ্কর ক্ষমতার লোভ? একই পিতার ঔরসজাত দুই সন্তান পরস্পর কলহে লিপ্ত। কে হবে সিংহাসনের প্রতিনিধি।

মরমে মরে যেতে চেয়েছিল আন্তিগোনে! লোভ মানুষকে

কোথায় নিয়ে দাঁড় করায়! কত আর কেমন সহজে তারা সব কিছু ভুলে গেল। ভুলে গেল কলঙ্কিত জন্মের কথা। ভুলে গেল মহাসত্য-সাধনের কারণে পিতার আত্মত্যাগ। ভুলে গেল স্নেহময়ী জননীর লজ্জায় আর গ্লানিতে আত্মবিসর্জনের কথা।

মাত্র কয়েকদিন পরই লিপ্ত হল আত্ম কলহে। কে হবে থিবীর ভাবি নায়ক?

কলঙ্কিত পরিবারটিকে আরো এক কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করার মানসে ফিরে এল আন্তিগোনে। ভ্রাতৃদ্বয়ের মাঝে মধ্যস্থতা করতে হল তাকেই। যদিও নিয়মানুসারে এতোয়াক্লাসই জ্যেষ্ঠ হিসাবে রাজসিংহাসনে বসার ন্যায়সঙ্গত দাবীদার তবু পলিনাইসেস তার দাবীও ছাড়তে নারাজ। কেননা রাজা অয়দিপাউস ঘোষনা করে যেতে পারেননি, কে হবে তাঁর উত্তরাধিকার। হয়ত বা তিনি মনে মনে চাননি, যে সন্তানের দেহে পাপের রক্ত প্রবাহিত থিবীসের পবিত্র সিংহাসনে সেই পাপীর কোন ঠাঁই হয়।

পবিত্র সিংহাসনটিকে কলঙ্ক-স্পর্শ হতে রক্ষা করতে আন্তিগোনেও চেয়েছিল দু ভাইকে বিরত করতে। কিন্তু থিবীসের সিংহাসন তখন অরক্ষিত। উপযুক্ত প্রতিনিধিও অবর্তমান। শেষপর্যন্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের জোরালো যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে হল আন্তিগোনেকে। এবং তারই মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত এতোয়াক্লীস ও পলিনাইসেস এলেন একটি চুক্তিতে।

যেহেতু এতোয়াক্লীসই জ্যেষ্ট তাই তিনিই অয়দিপাউসের পর প্রথম সেই শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করবেন। তবে তার মেয়াদ থাকবে মাত্র একবছর। পরবর্তী বছর সিংহাসন পাবেন ভ্রাতা পলিনাইসেস। তিনিও একবছর রাজ্যশাসন করার পর পুনর্বার এতোয়াক্লীসের হাতে শাসনভার অর্পণ করবেন। আমৃত্যুকাল উভয়ে এই শর্তই পালনে বাধ্য থাকবেন।

যথারীতি সিংহাসনে আরোহন করলেন এতোয়াক্লীস।

কেবল মাত্র নিজের অভিশপ্ত পরিবারটিকে অনাবশ্যক ভ্রাতৃকলহের হাত থেকে বাঁচানোর কারণেই আন্তিগোনে থিবিসে ফিরে এসেছিল। কর্ম সমাপনান্তে সে ফিরে যেতেই চেয়েছিল পিতার সমাধিভূমিতে। উদ্দেশ্যহীন রিক্ত জীবনের শেষ কটি দিন পিতার পবিত্র সমাধি স্থানটিকে তার আবাসস্থল হিসেবেই বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বুঝি অন্য। এই অভিশপ্ত পরিবারটির দুঃখের দিন তখনও বাকী। আন্তিগোনে কেবল নিয়তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র।

কোথায় যেন ছিল আইমোন। সিংহাসন দ্বন্দ্বের অবসান হলে এক গভীর নিশীথে একাকিনী আন্তিগোনে বসেছিল তার বেদনা নিয়ে।

জীবনে তার কোনো সঙ্গী নেই। সাথী নেই। বোন ইসমেনে সেও তার দুঃখের সঙ্গিনী না। সে যে কোথায় থাকে, কি করে আন্তিগোনে চেষ্টা করেও তার হদিশ পায় না। ভাগ্যের হাতে সব কিছু সমর্পণ করে আন্তিগোনে আপন মনেই ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে।

স্বরচিত বেদনার বোঝা সে তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুরুষ আইমোনকেও দিতে চায়নি। একদা, সে যখন ছিল প্রেমিক, সুখে দুঃখে হৃদয়ের আবেগে বারবার ছুটে গেছে আইমোনের কাছে। ভালবাসার ফুলগুলি মেলে দিয়েছে তার কাছে। হৃদয়ের গভীর হতে নির্গত প্রেমের বারিসিঞ্চনে প্রেমিকের অশান্ত হৃদয় সিঞ্চিত করেছে। সে ছিল জীবনের সুখের ক্ষণ।

সুখ অস্তমিত হলে, যা থাকে, তা স্মৃতি ছাড়া আর কিছু না। প্রেমিককে নিজের হাতে সোহাগের ফুল তুলে দিতে কোন প্রেমিকারই কার্পণ্য থাকে না। আন্তিগোনেরও ছিল না। কিন্তু অভিশপ্ত জীবনের গরল পাত্র নিয়ে ভালবাসার মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। তখন নিজেকে বড় বেশী ছোট মনে হয়। প্রেম এবং করুণা তো এক বস্তু না। আইমোন হয়ত নির্দ্বিধায় সব

কিছু মেনে নেবে। কেননা সে যে যথার্থ প্রেমিক। কিন্তু আন্তিগোনের তখন প্রতি মুহূর্তে মনে হবে আইমোন যেন তাকে করুণা করছে। তার সোহাগ তার ভালবাসা তার মধুবাক্য, সব, সব কিছু মনে হবে, এ ভালবাসা না, এ করুণা। এ ভালবাসার অপমৃত্যু। কেবলমাত্র করুণা অবলম্বনে প্রেম বাঁচতে পারে না। পরস্পরের ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে প্রেমের মৃত্যু হয়। অপ্রেম নিয়ে আর যেই হোক আন্তিগোনে বাঁচতে পারে না।

সরে যেতেই সে চেয়েছিল। সবার অলক্ষ্যে, আইমোনকে ফাঁকী দিয়ে চলে যেত সেই এটিকায়। পিতার সমাধি ক্ষেত্রে।

'আন্তিগোনে।'

কোথায় যে ছিল আইমোন। শব্দ যেন বুকফাটা কান্নার প্রতিধ্বনি। না, চমক না। আইমোনের ভালবাসার আহ্বান। আন্তিগোনে চমকায়নি। কেবল আরো বেশী মরমে মরে গিয়েছিল। আরো বেশী অন্তর্লীন হয়েছিল। এমন কি তার ডাকে সাড়া পর্যন্ত না দিয়ে অস্বচ্ছ দৃষ্টি মেলেছিল ভূমিপৃষ্ঠে।

'আন্তিগোনে' আরো একবার বেদনার হাহাকার শোনা গেল। নিজেকে আর সঙ্কল্পের বাঁধনে ধরে রাখার ক্ষমতাও তার ছিল না। এ ডাক যে বড় সর্বনাশা ডাক। এ ডাক উপেক্ষা করার শক্তি কোথায় কুমারী মনে। তবু, যথা সম্ভব আপন মস্তকটি অন্যপাশে নিবিষ্ট করে, প্রাণপণে উদ্‌গত অশ্রু গোপন রেখে আন্তিগোনে বলেছিল—

'কেন ? কেন তুমি এলে ? কেন আবার ও নামে তুমি ডাকলে ?

'তোমার অন্য কোন নাম' আমার জানা নেই ? কি নামে তোমায় ডাকব বলে দাও।'

'আর আমায় ডেকোনা আইমোন।'

'কেন ? কি আমার অপরাধ ?'

'অপরাধ আমার। তোমার ঐ পবিত্র মুখে এই কলঙ্কিতার নাম উচ্চারণ করতে নেই।'

'ছিঃ আন্তিগোনে। এমন কথা আর কোনোদিনও বোলো না। কে বললে তুমি কলঙ্কিতা ?'

'বৃথা সান্তনা আমাকে দিতে চেওনা আইমোন। এ নিয়ে আমার সব ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।'

'কিছুই শেষ হয়নি আন্তিগোনে। কিছুই কোনোদিন শেষ হয় না। আজ যা মনে হয় শেষ, আগামীকাল দেখবে তা নতুন শুরুর সূচনা।'

'এ সব কথা তোমার মুখেই মানায় আইমোন। কেননা তুমি যে প্রেমিক, তোমার অশান্ত হৃদয়ে প্রেমের তুফান বইছে। সে তুফানে জগতের সব ক্লেদ ভেসে যায়। কিন্তু—'

'থেমো না, বল।'

'কিন্তু প্রেমের যখন মৃত্যু হয়, তখন সব শেষ হয়ে যায়। থেমে যায় গতি, গতিরুদ্ধ হয় তুফানের। ভালবাসা তখন গণ্ডীবদ্ধ জলরাশি মাত্র। অতীতের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু না।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে, নতমস্তকে আইমোন কালক্ষেপ করে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'আমি জানি এক চরম আঘাত, আমার চিরকালের আন্তিগোনেকে নির্বাক করেছে। করেছে নিষ্ঠুর। কিন্তু তুমি ছাড়া, এই আইমোন, কি করবে এখন ? অন্তত এই উত্তরটুকু দিয়ে যাও—'

'সবাই যা করছে, তুমিও তাই করবে।'

'কি করেছে সবাই ?'

'দেখনি, থিবীর রাজপথের দিকে তাকিয়ে, দেখনি আন্তিগোনে যখন সেই রাজপথ দিয়ে হেঁটে যায় অসংখ্য মানুষের বিদ্রূপের শানিত দৃষ্টি তার ওপর বর্ষিত হয়। পবিত্র মানুষগুলোর মুখে ফুটে ওঠে নীরব ঘৃণিত ধিক্কার। 'রাজপথ অপবিত্র করছি' এমনি ভৎসনার অস্ফুট অভিব্যক্তি থাকে তাদের চোখে আর মুখে। ঠিক তেমনি, তুমিও আমাকে গলিত কুষ্ঠ রোগীর মত পরিত্যাগ কর।'

'না' আত্মবিশ্বাসে অটল, সেই পবিত্র প্রেমিক আইমোনের মুখ থেকে নির্গত হ'ল দীপ্ত ঘোষণা, 'না, তা আর হয় না। হতে পারে

না। কোন এক তিথিতে তোমার ভাগ্যের সাথে আমার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। স্বয়ং অ্যাপোলোরও ক্ষমতা নেই তোমার নিয়তি থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেন!'

'আমাকে যেতে দাও।'

উঠে দাঁড়ায় আন্তিগোনে।

'বলপ্রয়োগে আটক রাখার কোন অভিসন্ধি আমার নেই আন্তিগোনে। যে পুরুষ ভালবাসার বন্ধনে প্রেমিকাকে বুকের মাঝে বন্দী করতে পারলো না, তার কোন অধিকারই নেই আন্তিগোনে নামের মিষ্টি মেয়েটিকে ধরে রাখার। তুমি যেতে পার। আমৃত্যু আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

চলে যাচ্ছিল আন্তিগোনে! সহসাই কি যেন তার হয়ে গেল। নিমেষে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলো আইমোন নামের এক প্রেমিকের তৃষিত বক্ষে। গভীর আবেগে আইমোনের কম্পিত ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে অনেক,—অনেকক্ষণ অশ্রুপাত করেছিল। তারপর, ঠিক বিদায়ের মুহূর্তে বলেছিল 'জীবন বড়ো নিষ্ঠুর। তুমি দেখো, মৃত্যুর পর ঠিক আমাদের দেখা হবে।'

'আন্তিগোনে···তুমি কোথায়?'

এক অশান্ত পাগলের হাহাকার শোনা যায় প্রতি নিয়ত। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে থিবিসের বনে জঙ্গলে আর পথে প্রান্তরে সে কেবল খুঁজে চলে তার আন্তিগোনেকে।

ব্যথায় বুক ভরে গেলেও আন্তিগোনে পারে না নিজের ঐ কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে এক নিষ্পাপ পবিত্র মানুষকে বিষাক্ত করতে। দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। থিবিসের সিংহাসনে মোটামুটি শান্তি বর্তমান। এতোয়াক্লীস বর্তমানে রাজা। এখানে তার থাকার কোন প্রয়োজনই আর নেই। অনেকবারই সে ভেবেছে থিবিস ছেড়ে চলে যাবার কথা। কিন্তু কি এক অদৃশ্য বাঁধন তাকে কিছুতেই

যেতে দেয় না কোথাও। সে যে কি বাঁধন তা আন্তিগোনে ভাল করেই জানে। বড় শক্ত বাঁধন।

তার সঙ্গে দেখা হয় না। আসলে সে নিজেই তার সঙ্গে দেখা করে না। কিন্তু আন্তিগোনে জানে কখন কোন পথ দিয়ে আইমোন নিজের গৃহে দিনশেষে অথবা রাত্রির অন্ধকারে বাড়ি ফিরে আসে। তার যাতায়াতের পথের ধারে এক গুপ্ত স্থানে নিজেকে সবার আড়ালে রেখে প্রতীক্ষায় থাকে আন্তিগোনে।

অন্তত দিনান্তে একটিবার, একটি পলকের জন্য তাকে দেখতে পাওয়া। আর এই ভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাওয়া। এছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। দূর থেকে আন্তিগোনে দেখে ব্যথায় বেদনায় আর বিরহের যন্ত্রণায় আইমোন কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে যাচ্ছে। তার অশান্ত পদক্ষেপ, নির্বাক দৃষ্টি আর করুণ মুখখানি দেখে মায়ায় মমতায় আন্তিগোনের বুক উথালপাতাল করে। ইচ্ছা করে মুহূর্তে ছুটে গিয়ে আইমোনের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। তিতিক্ষা অবসানে প্রিয়মিলনের সম্ভাব্য স্বপ্নে বিভোর হতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয়, 'এ হয় না, এ হবার নয়। ভালবাসার নামে প্রিয়তমকে সে অপমান করতে পারে না।

আর সেই জন্যেই শেষ সিদ্ধান্ত নিতে আন্তিগোনে দ্বিধান্বিতা হয় না। এই ভাবে প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যুর থেকে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে চলে যাবে। চলে যাবে। চিরদিনের মত থিবিস ছেড়ে। কোনদিন কোন লোভের বশেও ফিরে আসবে না থিবিসের বুকে।

যৌবন বড় হটকারি। কে জানে কবে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে সে করে বসবে চরম ভুল। দূর থেকে কেবলমাত্র একটি বার দেখার লোভ হয়ত একদিন তার সংযমী মনকে অসংযমী করে তুলবে। গত কয়েকদিন অবিশ্রান্ত চিন্তার শেষে সে চিরমুক্তির পথই বেছে নিয়েছে। না, আর না, আর এখানে থাকার কোন মানেই হয় না।

কিন্তু, সেই ভবিতব্য। সেই অনিবার্য নিয়তি। যার থেকে কারোরই রেহাই নেই। রেহাই পেলো না আন্তিগোনে। রেহাই পেলো না আইমোন। রেহাই পেলো না রাজা লাইয়ুসের অভিশপ্ত বংশের কেউই।

প্রতিদিনের মত সেদিনও আন্তিগোনে বসেছিল তার নির্দিষ্ট সেই গুপ্তস্থানে। যেখান থেকে কেউ তাকে দেখতে পায় না। অথচ সে সবাইকে দেখতে পাবে।

আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্রের শোভা। রাতও বেশ গভীর। দূরাগত শব্দ ভেসে আসছে। আইমোন তাকে ডাকতে ডাকতে চলেছে, 'আন্তিগোনে, আন্তিগোনে, তুমি কোথায়!'

ক্ষণকাল পরই দেখা গেল আইমোন, যথারীতি সেই পথ বেয়ে আপন যন্ত্রনাকে সঙ্গী করে ফিরে গেল নিজগৃহে।

শেষ দেখা। প্রাণভরে তাই সে শেষবারের মত জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষটিকে অতৃপ্তনয়নে দেখে নিল। আগামীকাল থেকে আর সে আসবে না। আর মাত্র কদিন পরই এতোয়াক্লীসের রাজত্ব কালের এক বছর পূর্ণ হবে। সিংহাসনে বসবে পলিনাইসেস। তার অভিষেক অন্তে সে ফিরে যাবে কলোনাসে।

আভূমি নত হয়ে নিজের হাতটুকু ছোঁয়ালো পথধূলায়। এই পথেই আইমোন রেখে গেছে তার পদচিহ্ন। সেই পদচিহ্নে হাত রেখে অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে জানালো তার প্রার্থনা, 'দেবতা, আইমোনের সব শুভাশুভ তুমি দেখো। এ জন্মের সব ভালবাসা নিয়ে যেন পর-জন্মে আমরা মিলিত হতে পারি।'

আন্তিগোনে ফিরে গেল নিজগৃহে। অসংবৃত পদক্ষেপে। তার অশ্রুহীন দৃষ্টি মরুরুক্ষতায় শুষ্ক। বুকের মাঝে বইছে উষ্ণপ্রবাহ।

দুই ভ্রুর উপর ভাবনার একরাশ কালো মেঘ জমে রয়েছে রাজা এতোয়াক্লীসের। থিবিসের চুক্তিবদ্ধ অস্থায়ী জননায়ক। আর মাত্র একটি রাত। এ রাত শেষ হলেই পূর্ণ হবে তার রাজত্বকাল। আগামী

কাল প্রভাতেই একটি বছরের জন্য 'সিংহাসন পরিত্যাগ করে তাকে পলিনাইসেসের অনুগৃহীত হয়ে থাকতে হবে।

একথা যতবার স্মরণে আসছে ততবারই ভুরুর উপর জমে থাকা কালো মেঘটি আরো বেশী ঘনবদ্ধ হয়ে উঠছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও একটি অবাস্তব চুক্তির কারণে তাকে পুনর্মুসিক হয়ে দিনকাটাতে হবে। কোন উপায় নেই এ থেকে অব্যাহতি পাবার।

'এতোয়াক্লীস।'

সহসাই গভীর চিন্তায় ছেদ পড়ে। বিরক্ত নেত্রে মুখতুলে বলেন, 'কে?'

'আমি, তোমার মাতুল ক্রিয়োন।'

নিমেষেই মুখভাবের পরিবর্তন ঘটে এতোয়াক্লীসের। ক্রিয়োন কেবল তাঁর সম্পর্কে আত্মীয় না, তিনি পরামর্শদাতাও বটে। এই একবছরের রাজত্বকালে তাঁর বহুমূল্যবান উপদেশ না পেলে এমন সুষ্ঠভাবে রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হোত না। তাই ক্রিয়োনকে তিনি যথেষ্ঠ সমীহই করেন। আপন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বসতে অনুরোধ করেন ক্রিয়োনকে, 'আসন গ্রহণ করুন মহামতী ক্রিয়োন।'

কিন্তু ক্রিয়োন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। যদিও এতোয়াক্লীসের আর মাত্র একটি রাতের পরমায়ু থিবিসের সিংহাসনে। তবু তিনি এখনও রাজা তো বটেই। এবং রাজার মাতুল হওয়া সত্ত্বেও রাজার পরিত্যক্ত আসনে তিনি যে বসতে পারেন না সে জ্ঞান তাঁর আছে। তাছাড়া পশ্চাতে কোন বিসদৃশ নজীর রেখে যাওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনিও যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন করেই বললেন, ঠিক আছে এতোয়াক্লীস তুমি ওখানেই উপবেশন কর, আমি তোমার সম্মুখের আসনটি গ্রহণ করছি।'

ঐ বিষয়ে আর কোন বাক্যব্যয় না করে তিনি সম্মুখস্থ আসনে

উপবেশন করতে করতে বললেন, 'এই পথ দিয়েই আমার কক্ষে যাচ্ছিলাম। সহসাই, এত রাত্রে গবাক্ষপথে তোমাকে বিষন্ন মনে বসে থাকতে দেখে তোমার অনুমতি না নিয়েই চলে এলাম।'

'না না মাতুল, এ আপনি কি বলছেন? বরং আপনি এসে আমার উপকারই করেছেন। সত্যিই আমি বড় চিন্তিত।'

'চিন্তিত? অবশ্য তা এমন কিছু নূতন কথা না। দেশের সর্বাধিনায়ককে চিন্তা তো কখনও মুক্তি দেয় না।'

'মাতুল কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন?'

'না বৎস,' মৃদু হাসলেন ক্রিয়োন, 'মাতুল সম্পর্কে আমি কচিৎ কখনো তোমার সঙ্গে লঘুরঙ্গ করতে পারি হয়ত, কিন্তু সে সময় তো এখন না। বিশেষ এই রাত্রিকালে—।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন মহামতী ক্রিয়োন, আগামীকাল প্রভাত হতে আর আমি এ দেশের সর্বাধিনায়ক নই। চুক্তি, অনুসারে আগামী কালই ঐ সিংহাসন আমাকে একটি বছরের মত পরিত্যাগ করতে হবে।'

যেন সহসাই মনে পড়ে গেছে, মুখমণ্ডলে এমন একটি ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে ক্রিয়োন বলেন, 'ও হ্যাঁ, তাইতো, চুক্তি মতো আজই তোমার সিংহাসন ভোগের শেষরাত্রি, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তা এই কারণেই কি তুমি এত চিন্তান্বিত?'

'স্বভাবতই।'

পুনর্বার নীরবে মৃদু হাসলেন ক্রিয়োন।

'মাতুল, এ আপনার কাছে উপহাসের ঘটনা হতে পারে, এর গুরত্বও আপনার কাছে অতীব লঘু হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এ চরম অপমানের।'

তীক্ষ্মদৃষ্টিতে একবার এতোয়াক্লীসের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রিয়োন বলেন, 'না এতোয়াক্লীস, আমি কখনোই কোন রাজবিষয়ক ঘটনাকে লঘুচিত্তে গ্রহণ করি না। এবং তোমার অপমান বোধের

কারণও আমি বুঝি। জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দিতে হবে। অনুজের বশ্যতা মেনে নিয়ে তাকে রাজসম্মান প্রদর্শন করতে কোন্ রাজপুরুষই বা সক্ষম হয়? আমি অন্য কিছু চিন্তা করছিলাম।'

'অন্য কিছু? আশ্চর্য! কি সে কথা?'

'তুমি বড়ই সৎ। তোমার মত সৎব্যক্তির সিংহাসন আরোহন করা উচিত না।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি মাতুল?'

'অতি সহজ অর্থাৎ কোন মতেই তা দুর্বোধ্য না।'

'আমাকে স্পষ্ট করে বলুন।'

'কোন এক দুর্ঘটনায় রাজার মৃত্যু ঘটলে, তাঁর নির্দেশ না থাকা সত্বেও জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের নিঃসর্ত দাবীদার হয় এ কথা নিশ্চয়ই তুমি জান।'

'এ কথা কে না জানে?'

'কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমি বিষ্মিত হচ্ছি তোমার বিস্মরণে।'

বিস্মরণ?'

'নয়তো কি? যে সিংহাসনের ন্যায্য দাবী তোমার—তুমি সে সিংহাসন ছাড়ার কথা ভাবো কোন্ যুক্তিতে?'

'আমি যে চুক্তিবদ্ধ।'

'দেশের স্বার্থে, প্রজাবর্গের সুখ এবং সমৃদ্ধির কারণে চুক্তিভঙ্গ কিছু অন্যায় না। পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তী কালেও ঘটবে। বোধ হয় তুমি জান, প্রেম এবং যুদ্ধে কোন কিছুই অশোভন না।'

'আপনার কথার কোন অর্থই আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'বোধ যেখানে দুর্বল, সেখানে গমন করা বড় শক্ত কাজ। এতোয়াক্লীস, তুমি কি চাও দেশে পুনর্বার অরাজকতা ফিরে আসুক?'

'কোন রাজপুরুষই তা চায় না।'

'কিন্তু আমার সংজ্ঞা অনুসারে তুমি তাই চাও। নইলে তোমার একটি বছরের সুশাসনে দেশ এবং জাতি বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে ফসল উৎপন্ন হয়েছে প্রায় চতুর্গুণ। ঘরে ঘরে শিশুদের মুখে স্বাস্থ্যময় উজ্জ্বল্য বর্তমান। অতিবৃদ্ধরাও সহাস্যবদনে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপে মত্ত। দেশে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নেই। যুবতী নারীরা অবাধে পথে বিচরণ করতে পাচ্ছে। এ সব দেখে কি তোমার মনে হয় না রাজ্যে এখন সুশাসন চলছে?'

'নিশ্চয়ই সমস্ত দেবদেবীরাও একসঙ্গে ঐ কথা বলবেন।'

'অর্থাৎ রাজার গুণে রাজত্ব। তাহলে সেই রাজাটিকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন এতোয়াক্লীস?'

'আপনি সত্যই দুর্বোধ্য।'

এক রহস্যময় মৃদু হাসিরচ্ছটা ক্রিয়োনের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। 'তোমার পিতা অয়দিপাউসও কোন একসময় এমন কথা আমাকে বলেছিলেন। তাঁর একবার সন্দেহ হয়েছিল আমি নাকি রাজ্যলোভী।'

'পিতা অয়দিপাউসের মতি বিভ্রম ঘটেছিল। নইলে আপনাকে সন্দেহ স্বয়ং জিউসও করবেন না। আপনি আমাকে আদেশ করুন মাতুল। আমাকে বলে দিন কি আমার পথ?'

'এ আদেশের কথা না এতোয়াক্লীস। এ অনুধাবনের কথা। জেনে রেখো সমগ্র জাতির মঙ্গলের জন্যই এমন চিন্তা।'

'আপনার চিন্তার কথা ব্যাখ্যা করুন।'

'জননায়ক হিসেবে তুমি জনপ্রিয়। তোমার সুশাসনে দেশ সমৃদ্ধ, ঠিক এমন অবস্থায় প্রজাদের এবং রাজসিংহাসনকে বিপন্ন করে এক বালখিল্যের হাতে রাজ্যপাঠ তুলে দেওয়া মোটেই বিচক্ষণতার কাজ না। আমরা জানি না পলিনাইসেস কেমন রাজত্ব পরিচালনা করবে। তাছাড়া সে বেশ দুর্বিনিত এবং চপলস্বভাবের। অল্পেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাই, কোনমতেই সামান্য এক চুক্তির কারণে এ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না।'

'তাহলে তো সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

প্রজাদের বিপদগামী করে তুলতেও সে হবে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া, ভগিনী আন্তিগোনের কাছেও। আমার মর্যাদা হ্রাস পাবে।

'আন্তিগোনে? তোমার সহোদরা? সে তোমার অনুজা। তার কাছে মর্যাদাহানির কি থাকতে পারে? আমরা সবাই তাকে ব্যাখ্যা পূর্বক জানাবো ঘন ঘন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া রাজ্যের পক্ষে সুলক্ষণ না। প্রজারা এখন একটি নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নতুন শাসকের নতুন নিয়মে তারা বিপর্যস্ত হবে। তাদের বিভ্রান্ত করা রাজধর্ম না।'

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েন এতোয়াক্লীস। ঘন ঘন পায়চারী করতে থাকেন কক্ষ্যমধ্যে, 'আপনি, আপনি ঠিকই বলেছেন মাতুল। আমি এতক্ষণ কেবল চুক্তির কথা চিন্তা করেই বিব্রত হচ্ছিলাম। কিন্তু রাজনীতির অন্য দিকটি আমার চোখে পড়েনি। সত্যই তো, প্রজাদের কি দোষ? কেনই বা তারা রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য কষ্টভোগ করবে? আপনি ঠিক বলেছেন মহামতী ক্রিয়োন। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার সাক্ষাৎ না পেলে হতাশা আর আক্ষেপে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। না না এ হয় না, হতে দেওয়া উচিত না।'

পুনর্বার, এতোয়াক্লীস পায়চারী শুরু করেন। এবং তা হয় আরো দ্রুত, আরো অস্থির।

উঠে দাঁড়ালেন ক্রিয়োন, 'অধিক রাত্রি জাগরণ রাজার স্বাস্থ্য ক্ষয় করবে। এবং সেটি কোনমতেই প্রজাদের মঙ্গল সূচনা করে না। তুমি বিশ্রাম কর। আমি যাই।'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু না এতোয়াক্লীস। রাজনীতি বড়ই জটিল। সেখানে সত্যের থেকে শঠতার প্রয়োজন কিছু বেশী। পলিনাইসেস যদি সত্যই কিছু বাড়াবাড়ি করে, অথবা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তোমার রাজদণ্ডকে সেখানে। ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ করে রাখা বোধ করি সমীচীন

হবে না। আমি চলি। রাত্রি এখন দ্বিতীয় প্রহর শেষে তৃতীয়ে পদার্পণ করল।'

দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন ক্রিয়োন। হতবাক এবং বিস্মিত এতোয়াক্লীস নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন তাঁর বিচিত্র গমন ভঙ্গিমার দিকে।

শুষ্ক বারুদের স্তূপে যেন এক কণা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়া লাগল। থিবিসের বুকে জ্বলে উঠল পুনর্বার অগ্নিনৃত্য। ক্রিয়োন জানতেন এমনটিই হবে। সিংহাসন লোভী কোন রাজপুরুষই এমন আচম্বিত শঠতায় নিশ্চুপের মত বসে থাকতে পারে না।

পারলেন না পলিনাইসেস। নির্দ্দিষ্ট সময়েই পূর্ব চুক্তি অনুসারে তিনি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের নিমিত্তে এসে হাজির হয়েছিলেন এতোয়াক্লীস সমীপে। তাঁর দাবী স্পষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যথারীতি, পূর্ব রাত্রের পরিকল্পনামত এতোয়াক্লীস পলিনাইসেসের দাবীকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিলেন। উন্মুক্ত রাজসভায় তিনি কেবলমাত্র পলিনাইসেসকে প্রত্যাখ্যান করলেন তা নয়, তাঁকে যৎপরোনাস্তি অপমান করার স্পৃহাটুকুও পরিত্যাগ করতে পারলেন না। এবং এও জানালেন, সিংহাসনের দাবী একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রেরই সঙ্গত। জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠ এমন অযৌক্তিক দাবী কখনোই জানাতে পারেন না। ভবিষ্যতে এমন স্বপ্নবিলাসী দাবী অথবা সেই কারণে কোন বিদ্রোহের কিছু পরিণতি দেখলে এতোয়াক্লীসের পক্ষে তাঁর কনিষ্ঠকে ক্ষমা করা সম্ভব হবে না। প্রাণের প্রতি যদি তার বিন্দুমাত্র মমত্ব থাকে যেন অচিরেই সে থিবিসের সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করে।

যুগপৎ ক্রোধ এবং বিস্ময় পলিনাইসেসকে প্রায় স্তম্ভিত করেছিল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটুকু সামলে নেবার পরই ক্রোধের প্রকাশ ঘটল, 'তাহলে এই আপনার শেষ কথা অগ্রজ এতোয়াক্লীস?'

'আমি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে ভালবাসি না।'

'জানিনা কার পরামর্শে আপনার দুর্বুদ্ধি। তবে আপনি নিজেই নির্বাপিত আগুনকে প্রজ্বলিত করলেন। এর পরিণাম অতি ভয়াবহ।'

'তোমার স্পর্দ্ধা তো কম না পলিনাইসেস। থিবিসের রাজসমীপে দাঁড়িয়ে তুমি তাকে ভয় দেখাচ্ছ?'

'ভয় দেখাচ্ছিনা। কেবল পরিণামের কথাই উল্লেখ করছি। আমি ভাবতেই পারি না রাজা অয়দিপাউসের পুত্র এমন প্রবঞ্চক হতে পারেন।'

'পলিনাইসেস, এখনও তোমার জিহ্বাকে সংযত কর। নইলে—'

'নইলে আমার অগ্রজ কি আমাকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করবেন?'

'প্রয়োজন দেখা দিলে এতোয়াক্লীসের পক্ষে তা মোটেই অসম্ভব না।'

'পূর্বাহ্নেই আমার সেটুকু বোঝা উচিত ছিল। তবে এখন আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি। এতোয়াক্লীস সেটুকুও করতে পারেন তবে—'

'কি তবে?'

'এতোয়াক্লীস তাঁর অনুজকে চিনতে ভুল করেছেন। শুনে রাখুন এতোয়াক্লীস, এরপর যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখা দেবে তা রোধ করার ক্ষমতা বোধহয় আপনার নেই।'

ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে এতোয়াক্লীস বললেন, 'সংগ্রাম? রক্তক্ষয়ী বিপ্লব? করবে পলিনাইসেসের মত এক চপল যুবক? তুমি কি জাননা, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন শক্তি আর সংহতির। দুটোর কোনোটাই তোমার আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'আপন শক্তিতে বিশ্বাস থাকা ভালো, কিন্তু সে বিশ্বাস যখন অহংকারে পরিণত হয় তখন জেনে রাখবেন তা পতনের অবশ্যম্ভাবী অশুভ সূচনা মাত্র। আমি যাই। আপনার প্রবঞ্চনার উপযুক্ত জবাব আমি দেবো।'

'কিন্তু তার পূর্বেই যদি তুমি আমার হাতে বন্দী হও ?'

'সে সুযোগ বোধ হয় আপনি পাবেন না।'

পলিনাইসেস নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান যোদ্ধা। রাজা এতোয়াক্লীসের নির্দেশে সেই মুহূর্তেই দশজন সৈনিক উন্মুক্ত অসি আক্রমণে পলিনাইসেসকে বন্দী করতে চেয়েছিল। কিন্তু একা পলিনাইসেস সেই দশজন যোদ্ধাকে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করে বীরদর্পে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। পরিত্যাগ করেন থিবিস।

কিন্তু চুপ করে থাকতে পারল না আন্তিগোনে। তীব্র প্রতিবাদে হল মুখরিতা। কখনোই কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবের বাইরে। প্রচণ্ড ধিক্কারে সে জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে জানালো অপরিসীম ঘৃণা।

'এ আপনার কেমন রাজমহিমা অগ্রজ ?'

পলিনাইসেস নামক কণ্টকটি তখন মুক্ত হওয়ায় এতোয়াক্লীস মনে মনে বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলেন। কারণ তিনি জানেন সুরক্ষিত থিবিসের সিংহাসনে নিজ আধিপত্য বিস্তার করা পলিনাইসেসের পক্ষে সম্ভব না। থিবিসেব কোন যোদ্ধাই তার স্বপক্ষে রাজার বিরুদ্ধাচারণ করবেন না। সহসাই আন্তিগোনের বাক্যবাণে তিনি কিঞ্চিত বিরক্ত এবং বিব্রত হলেন। ভ্রুকুটি কুটিল নেত্রে একবার সহোদরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভগিনী, তোমার স্থান অন্তঃপুরে। রাজনীতির জটিল আবর্তে, আমি চাইনা তুমি নিজেকে যুক্ত কর। আমাকে বরং একা থাকতে দিলে আমি থিবিসের উন্নতিকল্পে কিছু মনোনিবেশ করতে পারি।

ক্রুদ্ধা ফনিণীর মত আন্তিগোনে বলে ওঠে, 'আমি জানি সাধারণ স্ত্রীলোকের স্থান অন্তঃপুরের নির্জনে। কিন্তু মহারাজ এতোয়াক্লীস বোধহয় ভুলে গেছেন, বৎসর পুর্বে ভ্রাতৃদ্বয়ের সিংহাসন কলহে আন্তিগোনের স্থান ছিল, অন্তপুরে না, প্রকাশ্য রাজসভায়।'

'না, আমি কিছুই ভুলিনি'।

'তাহলে নিশ্চয়ই একথা ভোলেননি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একটি শর্তের ফলে আপনি নির্বিঘ্নে সিংহাসনে উপবেশন করতে পেরেছিলেন।'

'ভগিনী আন্তিগোনে, আমি পুনরায় বলছি, তুমি আমার অতি স্নেহের পাত্রী। বৃথা রাজনীতির আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে আমার বিরাগভাজন হয়ো না।'

'আপনি যদি রাজা অয়দিপাউসের সন্তান না হতেন, যদি না হতেন আমার সহোদর, তাহলে নিশ্চয়ই আমি কুটিল রাজনীতির সংস্পর্শে আসতে চাইতাম না। কিন্তু এখানে আমাদেব বংশের সম্মানের প্রশ্ন লুক্কাইত। আপনার বর্তমান আচরণ রাজা লাইয়ূস, রাজা অয়দিপাউসের আত্মার শান্তি বিনষ্ট করবে। কবরের অন্তঃপুরে শুয়ে থেকেও তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠবেন।'

'আন্তিগোনে,' অত্যন্ত নিস্পৃহের স্বরে এতোয়াক্লীস বললেন, 'তুমি তোমার বাক্য সংযত কর। আমি আমার অনুজার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনতে পছন্দ করি না। তবে এটুকু জেনে যাও যা করেছি তা থিবিসের মঙ্গলের জন্যই করেছি।'

'থিবিসের মঙ্গল?'

'হ্যাঁ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা আমার সুশাসনে বর্তমানে থিবিস কত নিরাপদ। তাদের প্রত্যেকের মুখে স্বস্তির হাসি দেখে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে তারা এতোয়াক্লীসকেই তাদের রাজা হিসেবে পেতে চায়। পলিনাইসেসের মত রাগী এবং চপলমতী যুবককে না।'

'একি আপনার বিশ্বাস না অনুমান?'

'দুই-ই।'

'কিন্তু আমি যদি বলি এ আপনার প্রতারণা। নিজেকে এবং প্রতিটি মানুষকে প্রবঞ্চনার এক কৌশল মাত্র।'

'এতোয়াক্লীসেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে আন্তিগোনে?'

'আমি জানি, তাই আবার বলি, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গার আগে

একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অন্তত একবার ভাবতে চেষ্টা করুন কতবড় অন্যায় আপনি করছেন। এতবড় অন্যায়ের পরিণতি ভাল হয় না।'

'আমার ভালোমন্দের চিন্তা তুমি না করলেই আমি সুখী হব। পরবর্তীকালে যদি তুমি পুনরায় চিন্তিত হও তাহলে আমাকেই তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।'

'রাজা লাইয়ুসের রক্ত যেমন আপনার শরীরে প্রবাহিত, ঠিক তেমনিই আমার ধমনীতেও তাঁরই রক্তের উষ্ণধারা প্রবাহিত হচ্ছে, আমাকে ভয় দেখাবেন না। কেননা ঐ বিশেষ অনুভূতিটি আমার শরীরে বড়ই কম, একথা আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন। আমি কেবল আমার বংশের কথা চিন্তা করেই আপনাকে নিবৃত্ত করতে এসেছিলাম। লাইয়ুস বংশে বেশ কিছু কালিমার স্পর্শ লেগেছে। আরো মসীলিপ্ত হোক এ আমি চাইনি। ভালো, আপনি আপনার পথ অনুসরণ করুন। মহামতী অ্যাপোলো যেন আপনাকে ক্ষমা করেন।'

দ্রুত স্থানত্যাগ করে আন্তিগোনে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তীব্র ঘৃণায় সে হয়ত অনেক দূর অগ্রসর হতে পারতো। পলিনাইসেসকে জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে প্ররোচিতও করতে পারতো। কিন্তু কার বিরুদ্ধে কার স্বপক্ষে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে? দুজনেই তার সহোদর। দুজনের ক্ষতিই তাঁর নিজের ক্ষতি। তদুপরি, তাঁরা যে একই বংশের জাত সন্তান সন্ততি। যাই কিছু হোক না কেন এই অভিশপ্ত পরিবারটির মুখে কালিমাচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই পড়বে না।

আন্তিগোনে দুঃখিনী আন্তিগোনে, কিছুই করলে না। কেবল নিজেকে সরিয়ে নিলো সবার থেকে। সবাই যেন কতদূরে সরে সরে যাচ্ছে তাঁর জীবন থেকে। অয়দিপাউস, জোকাস্তা, এতোয়াক্লীস, পলিনাইসেস, ইসমেনে, সবাই নিজের নিজের মতো চলেছে—নিজের মতে চলছে। নিজেদের কথা ভেবে নিজেদের পথ করে নিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম আইমোন। একমাত্র সেই চেয়েছিল তার দুঃখের

ভাগীদার হতে। কিন্তু সবার সব কথা ভাবতে গিয়ে তার কথা ভাবা হল না। তাকে আপন করে নেওয়া গেল না। সেও ঠিক আন্তিগোনের মত, নিজের দুঃখটুকু নিয়ে স্বনির্বাসনে মগ্ন।

গবাক্ষের ধার থেকে সরে এলো আন্তিগোনে কক্ষের নিঃসীম অন্ধকারে। আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্র। ঐ চাঁদটিকে দেখলে যে বড় ভয় করে। তার থেকে এই ভাল। এই অন্ধকারে অন্তর্লীনা হওয়া।

আর্গসরাজ আদ্রাস্টাসের প্রাসাদ। রাজা বিয়াসের দৌহিত্র তিনি। যেমনি তাঁর প্রতাপ তেমনি তাঁর পরাক্রম। শৌর্যে বীর্যে অতুলনীয়। এমনিতে তাঁর কোন দুঃখের বা দুঃশ্চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু কোন মানুষই একাদিক্রমে সুখী এবং সম্পূর্ণ হতে পারে না। আদ্রাস্টাসেরও বেদনার স্থান ছিল।

তাঁর দুই কন্যা। ইজিয়াস এবং দীপাইলে। রূপে এবং গুণে তারা দুজনেই ছিল অতি পরমা। বিশেষ, তাদের রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সুধীসমাজে। সুরভিত এবং উজ্জ্বল পুষ্পের কারণে মধুমক্ষিকা বারংবার ছুটে যায়। অগ্নির দ্যুতিতে পতঙ্গ অনিবার্য মৃত্যু জেনেও যেমন ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, ঠিক তেমনি আর্গসের বহু রূপবান এবং গুণবান যুবকই ছিল এই দুই কন্যার প্রতি আসক্ত। যুবকদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল যারা অভিজাত রাজপরিবারের সন্তান এবং তারা পরাক্রমশালী যোদ্ধা হিসেবে সুপরিচিত। প্রত্যেকটি রূপবান এবং বীর যুবকই আদ্রাস্টাসের কাছে তাঁর কন্যার পানিপ্রার্থী হিসেবে দরবার জানিয়েছে। অথচ তারা এমনি সব সুপাত্র তাদের কাউকে বিমুখ করা আদ্রাস্টাসের পক্ষে বেশ কঠিন কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুন্দরী স্ত্রী এবং সুন্দরী কন্যা সততই স্বামী এবং পিতামাতার কাছে চিন্তা এবং ভয়ের কারণ।

ভয় আদ্রাস্টাসও পেয়েছিলেন। অতগুলি যুবকের মধ্যে মাত্র দুজনকে বরণ করে বাকী সবাইকে বঞ্চিত করার ফল অবশ্যম্ভাবী একটি

বিসদৃশ ঘটনার মুখোমুখি হওয়া। এদের মধ্যে কেউ কেউ শত্রুতাচারণ করলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বাধ্যহয়েই আদ্রাস্টাসকে দৈবজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হল। দেল্‌ফির সর্বজ্ঞ জ্যোতিষ গণনা করে জানালেন এই কারণে রাজা আদ্রাস্টাসের চিন্তার কিছু নেই। এমন একদিন আসবে, তাঁর রাজ সভায় এক বন্যবরাহ ও এক সিংহের আবির্ভাব ঘটবে। এবং তারা দুজনেই তার সভামধ্যে দ্বৈতসংগ্রামে লিপ্ত হবে। সেদিনই রাজা তাঁর যোগ্য জামাতা খুঁজে পাবেন।

দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে সেদিন কি ইঙ্গিত ছিল তা বোঝেননি রাজা আদ্রাস্টাস। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন দৈবজ্ঞের সেই বিশেষ ভবিতব্যের তাৎপর্য।

কিছুকালের মধ্যেই তাঁর রাজসভায় এসে হাজির হলেন দুই যুবক। ক্যালিডনরাজ অয়নিয়ূসের পুত্র তাইদেয়ূস। এবং থিবিসের হতভাগ্য এবং বিতাড়িত রাজকুমার পলিনাইসেস।

তাঁরা অর্থাৎ দুই রাজকুমার যখন সভামধ্যে বিনাকারণে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজা আদ্রাস্টাস সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। কেন তাঁদের মধ্যে এই কলহ এবং কি তার কারণ তা নির্ণয় করার পূর্বেই আদ্রাস্টাসের স্মরণে এল দেল্‌ফির দৈবজ্ঞের বাণী। যুক্তি ছিল এ কথা স্মরণ করার।

দুই রাজকুমারের বক্ষে ছিল দুটি বর্ম। আর তাদের স্ব স্ব প্রতীক-চিহ্নও ছিল বর্মের 'পরে খোদিত। রাজকুমার তাইদেয়ূসের প্রতীক চিহ্ন ছিল একটি বরাহের মুখ। অন্যদিকে পলিনাইসেসের প্রতীক, থিবিসের রাজপ্রতীক সিংহের মুখাবয়াব।'

দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণীর মর্ম এতোদিনে তিনি বুঝতে পারলেন। এও বুঝলেন এই দুজনেই হবে তাঁর দুই জামাতা।

কিন্তু প্রথমেই তিনি ঐ দুই যুবককে আপন উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করলেন না। বরং তাদের এখানে আসার কারণ জানতে চাইলেন।

রাজকুমারদের বক্তব্য অনুসারে আদ্রাস্টাস জানতে পারলেন দুজনেই দুর্ভাগ্য পীড়িত। ভাগ্যের হাতে প্রবঞ্চিত। দুজনেই দুটি কারণে নিজ রাজ্য হতে পলাতক।

পলিনাইসেসের রাজ্য পরিত্যাগের কারণ আমরা পূর্বেই জানি। আর তাইদেয়ুসের ঘটনাটি ছিল অন্যরূপ। একটি অবাঞ্ছিত হত্যাকাণ্ডের ফলে দোষী তাইদেয়ুস হয়েছেন রাজ্য হতে নির্বাসিত।

"রাজকুমারদ্বয়, আপনাদের এখানে আসার গৌণ কারণটুকু বুঝলাম। কিন্তু মুখ্য কোন উদ্দেশ্যে আমার কাছে আপনাদের আগমন তাতো বললেন না।"

উত্তরে তাইদেয়ুস জানালেন, 'আমি আর্গস রাজা আদ্রাস্টাসের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

'আর, আপনি, যুবরাজ পলিনাইসেস?'

'অন্যায় ভাবে যে ভ্রাতা আমাকে সিংহাসন হতে বিতাড়িত করেছেন আমি তার শাস্তি চাই। চাই থিবিসের সিংহাসন। যা এক্ষণে আমার ন্যায়ত প্রাপ্য।

ক্ষণিকের জন্য নীরব হলেন আদ্রাস্টাস। তাইদেয়ুসকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে খুব একটা অসম্ভব কিছু না। কিন্তু পলিনাইসেসের আবেদন অনেক বড় এবং নিঃসন্দেহে বিপদজনক। এতোয়াক্লীসের কাছ থেকে রাজসিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়া বড় সুখের কাজ হবে না। কারণ থিবিস শক্তিশালী রাজ্য। তাদের সুশিক্ষিত যোদ্ধাও কম নেই।

দুই যুবকের কাছে আদ্রাস্টাস মাত্র দুদিনের সময় চাইলেন। দুদিন পরই তিনি তার কর্তব্য স্থির করে জানাবেন।

ঠিক দুদিন পরই উভয় রাজকুমারের ডাক পড়ল রাজসভায়।

'প্রথমেই তোমাকে বলি তাইদেয়ুস, যদিও তোমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া মানে ক্যালিডনের বিরুদ্ধাচরণ করা, তবু আশ্রয়

প্রার্থীকে বঞ্চিত করা রাজধর্ম না। একটি শর্তের বিনিময়ে আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারি।'

'কি সে শর্ত রাজা আদ্রাস্টাস। আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হলে আমি আপনার শর্ত মানতে রাজী। বলুন মহারাজ আদ্রাস্টাস।'

যুবকের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে থেকে আদ্রাস্টাস বললেন, 'বলছি, তবে তার পূর্বে পলিনাইসেসের জটিল এবং বিপদজনক প্রার্থনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করে নিই, বৎস পলিনাইসেস—।

'আজ্ঞা করুন রাজা আদ্রাস্টাস।'

'তোমার প্রার্থনা অনুসারে তোমাকে সাহায্য করার অর্থ থিবিসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। এবং তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল কর্ম। তবু তোমাকেও আমি সাহায্য করতে রাজী যদি তুমিও আমাকে একটি শর্ত মানার প্রতিশ্রুতি দাও।'

'আপনি আজ্ঞা করুন রাজা আদ্রাস্টাস। আমি এতোয়াক্লীস না। আমি পলিনাইসেস। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তা কখনই লঙ্ঘিত হবে না।'

'তোমরা দুজনেই, হয়ত জাননা, আমার দুটি কন্যা বর্তমান। তারা বিবাহযোগ্যা। কিন্তু আমি তাদের বিবাহের কারণে সত্যই বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যদিও তারা অনিন্দ্য সুন্দরী।'

উভয় রাজকুমারই সমস্বরে বললেন, 'আমাদের কি করতে বলেন। যদি আমাদের দ্বারা আপনার কোন বিপদমুক্তি ঘটে, অথবা দুশ্চিন্তার উপশম হয়, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি আপনার দেয় যে কোন আজ্ঞাই আমরা মানতে রাজী।'

'বেশ, তাহলে শোন। আমার ঐ দুই পরমাসুন্দরী কন্যাকে তোমাদের দুজনকে বিবাহ করতে হবে।'

দুদিন পূর্বের দুই বিবাদমান রাজপুত্র ক্ষণিকের জন্য পরস্পরের মুখপানে তাকালেন। তারপর ধীর স্বরে পলিনাইসেস বললেন, 'কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কি যোগ্যতা আপনি খুঁজে পেলেন যার জন্য আপনার সুন্দরী কন্যাদের আমাদের হস্তে সমর্পণ করতে চাইছেন?'

'তোমরা তুজনেই বিক্রমশালী তোমাদের হাতে আমার তু'কন্যাকে সমর্পণ করতে সেই কারণে আমি ইচ্ছুক।'

'মাত্র এই কারণ ?' প্রশ্ন করলেন তাইদেয়ুস, 'আপনার রাজ্যে তো বীরের অভাব নেই।'

'তা নেই, কিন্তু এ দেল্‌ফির আদেশ।'

'দেলফির আদেশ ?'

'হ্যাঁ বৎস। এ তাঁর আদেশ।'

তুই রাজকুমারই অস্ফুটে বললেন, 'এ বড়ই আশ্চর্যের। আমাদের গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, এমন কি তৃষ্ণার্ত হলেও হাতের কাছে তৃষ্ণার জল দেবার মত কোন অনুচর নেই। তাছাড়া আমরা তুজনেই প্রায় নিঃস্ব। দেল্‌ফির দৈবজ্ঞের এই করুণাঘন ইঙ্গিতের কারণ সত্যিই বোধগম্য হচ্ছে না।'

'বোধগম্য আমারও হয়নি। তবে তাঁর যখন আদেশ তখন তা মানতেই হবে। তোমরা রাজী ?'

'দেবতা অ্যাপোলোর সঠিক ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। এ যখন তাঁর আদেশ আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজী।'

তুজনেই তাদের কৃতজ্ঞতা এবং আনুগত্য প্রদর্শন করলেন।

আড্রাস্টাসও প্রতীজ্ঞা করলেন তুজনকেই তাঁদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবেন। তারপর একদিন তুই রাজকুমার পেলেন তুই পরমাসুন্দরী বধূ। পলিনাইসেস পেলেন ইজিয়াসকে আর তাইদেয়ুস পেলেন দীপাইলেকে।

বিবাহকার্য সম্পন্ন হবার পরই আড্রাস্টাস পূর্ব প্রতীজ্ঞামত কর্মে নিযুক্ত হলেন। যেহেতু পলিনাইসেস জ্যেষ্ঠ জামাতা সেইহেতু তিনি তাঁর বিষয়টিই পূর্বে চিন্তা করলেন।

থিবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সেইমত কার্যসিদ্ধি খুব সহজ-সাধ্য না। শক্তিশালী থিবিসের সিংহাসন হতে এতোয়াক্লীসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তিনি সপ্ত মহারথীর এক সমন্বয় সৃষ্টি করলেন।

কারণ একক ভাবে এতোয়াক্লীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব এ তিনি পূর্বেই বুঝেছিলেন। ডাক দিলেন মহাপরাক্রমশালী সেনা-নায়কদের। আরগিভ সেনাপতি ক্যাপান্যুস ও হাইপোমেডন। শক্তি, সাহস এবং পরাক্রমে এঁরা দুজনেই ছিলেন অসাধারণ। ডাকদিলেন আটালাণ্টার পুত্র মহাবলী পারদিনোপিয়ূসকে। রইলেন তিনি নিজে এবং তার দুই জামাতা, পলিনাইসেস ও তাইদেয়ূস।

কিন্তু বাদ সাধলেন সপ্তমহারথীর অন্যতম রক্ষী অ্যামফিয়ারায়ুস। তিনি যে কেবল মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন তা নয়, উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন ভবিষ্যত দ্রস্টা। থিবিসের বিরুদ্ধে সপ্তরথীর এই অভিযান এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি ভবিষ্যত গণনার দ্বারা পূর্বাহ্নেই টের পেয়েছিলেন এ অভিযান হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একমাত্র আদ্রাস্টাস ছাড়া আর সকলেই এই যুদ্ধে হবেন নিহত।

তিনি সরাসরি রাজা আদ্রাস্টাসকে এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বিবৃতি জ্ঞাপন করে নিজেকে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ঘোষণা করলেন।

কিন্তু আদ্রাস্টাসের পক্ষে এ যুদ্ধ এবং অভিযান থেকে বিরত হওয়া সম্ভব ছিল না। যেখানে সম্মানের প্রশ্ন জড়িত সেখানে কোন ভাবেই ভবিষ্যতবাণীর কারণে পশ্চাৎ অপসরণ করতে পারেন না। আদ্রাস্টাস স্মরণাপন্ন হলেন আপন ভগিনী এরিফাইলের।

থিবিসের বিরুদ্ধে সপ্তমহারথীর অভিযানে এরিফাইলের ভূমিকা অনেকখানি।

গ্রীকপুরাণে অ্যামফিয়ারায়ুস কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা এবং ভবিষ্যত গণনাকারী নন, তাঁর সঙ্গে আর্গসরাজ আদ্রাস্টাসের একটি সামাজ্রিক সম্পর্কও ছিল। আদ্রাস্টাস ভগিনী এরিফাইলে ছিলেন অ্যামফিয়ারায়ুসের স্ত্রী।

কিছুদিন পূর্বে এই অ্যামফিয়ারায়ুসের সঙ্গে আদ্রাস্টাসের

ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়। সেই কলহের মধ্যস্থতা করেন স্বয়ং এরিফাইলে। এবং তাঁরই মধ্যস্থতায় শর্তসাপেক্ষে উভয়ের কলহ সমাপ্ত হয়। শর্তটি এইরূপ, ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে কোন কারণে যদি মত পার্থক্য দেখা যায় তাহলে একজনের স্ত্রী এবং অপরজনের ভগিনী এরিফাইলে যা নির্দেশ দেবেন উভয়কেই সেই মধ্যস্থতা মানতে হবে।

সেদিন উভয়ের কলহে মিটমাট হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান মতানৈক্যে আদ্রাস্টাস সেই সুযোগটিই গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন সহস্র অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও অ্যামফিয়ারায়ূস আদ্রাস্টাসের কথা মানবেন না। থিবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে তিনি যোগদান করবেন না। কিন্তু, সরাসরি তিনি স্বয়ং এরিফাইলের সামনে উপস্থিত হলেন না। পলিনাইসেসকে প্রেরণ করলেন ভগিনীসমীপে।

পৃথিবীর অধিকাংশ রমণীর অলঙ্কার প্রীতি সর্বজন বিদিত। আদ্রাস্টাস ভগিনী এরিফাইলেও সেই দোষ হতে মুক্ত ছিলেন না। পলিনাইসেস হাজির হলেন এরিফাইলের কাছে। বহুমূল্য হারমোনিয়া কণ্ঠহারের উপঢৌকন সমেত।

অবশ্যম্ভাবী ফলটি ফলতে বাধ্য হল। উপঢৌকনের মনোহারিত্বে চমৎকৃত হলেন এরিফাইলে। ভুলে গেলেন স্বামী অ্যামফিয়ারায়ূসের সাবধানবাণী।

অ্যামফিয়ারায়ূস তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করেছিলেন যেন তিনি কোন মতেই আদ্রাস্টাস অথবা পলিনাইসেসের কাছ থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ না করেন। উপঢৌকন নেবার অর্থই উপঢৌকনকারীকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করা।

কণ্ঠহারটি এতই লোভনীয় ছিল যে এরিফাইলের পক্ষে তা পরিহার করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তন্নিষ্ঠ চিত্তে তিনি যখন কণ্ঠহারে বিগলিত পলিনাইসেস তাঁর উদ্দেশ্যটি ধীরে ধীরে এরিফাইলের নিকট পেশ করলেন, 'মহামান্যা এরিফাইলে'।

সুদৃশ্য বস্তুটিতে এরিফাইলে যতই কেন বিমুগ্ধ হন, তিনিও নির্বোধ ছিলেন না। অত্যন্ত মধুর এবং ধীর স্বরে বললেন, 'তুমি বোধ হয় আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর, তাই না পলিনাইসেস?'

'আপনি সত্যই বুদ্ধিমতী।'

'এই হারমোনিয়া কণ্ঠহারটি এতই মনোলোভা এবং উৎকৃষ্ট যে আমার পক্ষে তোমার যে কোন অনুরোধ রাখাই সম্ভব। তুমি বল, কি তোমার প্রার্থনা।'

'অবাস্তব কোন প্রার্থনা নিয়ে আমি আসিনি শ্রদ্ধেয়া। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমি রাজা আদ্রাস্টাসের শরণপ্রার্থী।'

'হ্যাঁ শুনেছি। এবং তিনি তোমার সাহায্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই কারণে তুমিও তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করেছ।'

'কোন কিছুই আপনার অজ্ঞাত না। থিবিসের সিংহাসন হতে আমি অন্যায়ভাবে বিতাড়িত। রাজা আদ্রাস্টাস আমাকে সাহায্য করলে আমি আমার নিষ্ঠুর ভ্রাতার কাছ থেকে সিংহাসন উদ্ধার করতে পারি। রাজা সর্ববিষয়ে আমাকে সাহায্যে প্রস্তুত, কিন্তু—'

'আমার স্বামী তাতে বাদ সাধছেন, এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মহামান্যা, তিনি কিছুতেই সপ্তরথী সমন্বয়ে যোগদান করতে রাজী হচ্ছেন না। তাঁর ধারণায় একমাত্র আদ্রাস্টাস ছাড়া বাকী ছয়জন বীরই এই অভিযানে নিহত হবেন। একজন শক্তিমান যোদ্ধার মুখে এই অবীরোচিত দুর্বলতা সাজে না।'

মনোযোগ সহকারে সবকথা শুনে এরিফাইলে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ যুবক। অ্যামফিয়ারায়ূস বড় ভবিতব্যে বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি এটুকু বোঝেন না, ভবিতব্য লঙ্ঘন করা কারো সাধ্য না। ঠিক আছে তুমি যাও, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। তিনি যাতে রাজী হন সেই ব্যবস্থাই হবে।'

শেষপর্যন্ত, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যামাফিয়ারায়ূসকে স্ত্রীর

যুক্তি এবং প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করে যুদ্ধ অভিযানে রাজী হতে হয়েছিল।

তারপর, একদিন আদ্রাস্টাসের নেতৃত্বে সপ্তবীর যাত্রা শুরু করলেন থিবিস আক্রমনে।

থিবিসের আকাশ বাতাস উন্মত্ত হয়ে উঠল রণদামামার বীভৎস তুঙ্গ নিনাদে। অগণিত নিরীহ জনগণের আর্তনাদ আর বর্বর যোদ্ধার নির্মম চীৎকার সমস্ত দেশের বুকে নিয়ে এল তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদ। সে এক দীর্ঘায়ত কাহিনী। সপ্তবীরের থিবিস আক্রমণের যুদ্ধবর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। হতাহতের বিরাট তালিকা বিবৃতিও নিঃষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আপন নির্জন কক্ষে বাতায়ন ধারে বসে আন্তিগোনে সব কিছুরই খবর রাখল। সে জানতো এমনি একটা কিছু হবে। পলিনাইসেস সাধারণ যুবক না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার আছে। মনে মনে হয়ত আন্তিগোনে এমনটিই চেয়েছিলো। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপরিণামদর্শিতার ফলাফল যে খুবই বীভৎস হবে তা সেও বেশ বুঝতে পারছিলো। অভিশপ্ত লাইয়ুস পরিবারের ধ্বংস যে অনিবার্য সেকথা সেদিন আন্তিগোনের থেকে বোধহয় আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। তবুও সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো পলিনাইসেসের জয়ের কারণে। পলিনাইসেসের এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্য। দিনে দিনে দুঃসংবাদ আসতে লাগল। সপ্তরথীর একে একে পতন যুদ্ধ সমাপ্তিকে করল ত্বরান্বিত। ক্যাপানুস, হাইপোমেডন, পারদিনোপিয়ুস, অ্যামফিয়ারায়ুস আর তাইদেয়ুস। প্রতিটি যোদ্ধাই রোমহর্ষক মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁদের মৃত্যু কাহিনীও বড় চমকপ্রদ এবং দীর্ঘ বিস্তৃত ঘটনামালা।

সে বর্ণনাও এখানে নিঃস্প্রয়োজন। কেননা অমাদের নায়িকা আন্তিগোনে।

আদ্রাস্টাসের যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নের পর আন্তিগোনে নিঃসন্দেহ হল পলিনাইসেসকে এতোয়াক্লীসের কাছে পরাজয় স্বীকার করে এবার থিবিস ছেড়ে চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে। আর কোনদিনও হয়ত সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

নিঃশব্দে, এক জমাট অন্ধকারের রাতে আকাশের বুকে মুখ রেখে নীরবে হাহাকার জানালো তার পরাজিত ভ্রাতার জন্যে। ধর্মের জয় সংঘটিত হল না। পৃথিবীর আদিম নিয়ম, যেন অধর্মেরই জয় হবে।

কিন্তু পরদিন প্রভাতের সংবাদে আন্তিগোনে কেবল স্তম্ভিত হলো তা নয়, এক অজানা ভয়াবহ আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

বীর ভ্রাতা পলিনাইসেস নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়েও সম্মুখসমরে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এতোয়াক্লীসের বিরুদ্ধে।

এর থেকে দুঃসংবাদের আর কীইবা থাকতে পারে? একই শোনিত প্রবাহ দুই দেহে বর্তমান। সম্মুখসমরে কেউ জিতবেন, কেউ বা হবেন পরাজিত এবং নিহত। অর্থাৎ ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হয়ে অপর ভ্রাতা হবেন সিংহাসনের অধিকারী।

এত দুঃখেও ম্লান হাসলো আন্তিগোনে। রক্তের পাপ বুঝি এই ভাবে রক্তদিয়েই ধোয়া হবে। রক্তের কলঙ্ক বুঝি মুছতে হবে এই ভাবেই। তবু সে ছুটে গিয়েছিলো যুদ্ধক্ষেত্রে, তার নির্জন আবাস ছেড়ে, ভ্রাতৃ হত্যার কলঙ্ক যেন কোন ভ্রাতাকে স্পর্শ না করে, এই কারণেই।

কিন্তু বিধাতার পূর্ব নির্দেশে আন্তিগোনে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছবার পূর্বেই শুরু হয়েছিল যুদ্ধ।

উন্মুক্ত প্রান্তরে, সহস্র সহস্র জনতার উন্মত্ত সমর্থন উল্লাসে দুই যোদ্ধার অসি পরস্পরের বুকে ঝনৎকার শুরু করেছে।

দুজনেই রণস্থলে সমান প্রতিদ্বন্দ্বী, সমান দক্ষ। কি অসিচালনায় কি বর্শা নিক্ষেপে। একের নিক্ষিপ্ত বর্শাফলক যখন অন্যের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে ছুটে যায়, অপর পক্ষের হস্তধৃত দুর্ভেদ্য বর্ম তা প্রতিহত করে। অন্যপক্ষের তীক্ষ্ণধার তরবারি কিছুতেই প্রতিপক্ষের শিরস্থান স্পর্শ করতে পারে না।

রৌদ্রালোকিত উজ্জ্বল প্রাঙ্গন যখন দুই যোদ্ধার রণ নৈপুন্যে উল্লসিত, তখন সেই প্রাঙ্গনে অপেক্ষমান একটি হৃদয় ব্যাকুলতায় শিহরিত হতে থাকে। এ যুদ্ধে যারই পরাজয় হোক না কেন, যেই নিহত হোন না কেন, সেই মমতা মাখানো কুসুম হৃদয়টি সমান ব্যথিত হবে।

আহত পাখির মত করুণ দৃষ্টি মেলে আন্তিগোনে বারবার খুঁজতে থাকে একটি মানুষকে। তিনি ক্রিয়োন। একমাত্র তাঁরই নির্দেশে এই যুদ্ধ থামতে পারে। এই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব অমিমাংসিত হতে পারে।

সহসাই, অন্বেষণ রত চক্ষুদ্বয় নিবদ্ধ হয় রণাঙ্গনের পশ্চিম প্রান্তে। রাজপুরুষেরা যেখানে আসন গ্রহণ করেছেন। নিমেষেই আন্তিগোনে ছুটে যায় সেই স্থানে।

জনতার কৌতুক দৃষ্টি উপেক্ষা করেও সে গিয়ে নতজানু হয় ক্রিয়োন সমীপে।

'মাতুল, এ যুদ্ধের এখনই সমাপ্তি ঘোষনা করুন।'

'কি বলছ তুমি আন্তিগোনে? এখন এই মুহূর্তেই তা কোন মতেই সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব নয়, এই সর্বনাশা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের তো কোন প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন তোমার কাছে না থাকতে পারে, থিবিসের রাজ-সিংহাসনের স্বার্থে এ যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ। এর প্রয়োজন আছে।'

'রাজসিংহাসনের স্বার্থে এই যুদ্ধ?'

'হ্যাঁ আন্তিগোনে। ঘটনা তাই বলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাই রাজধর্ম।'

'কে বহিঃশত্রু ? পলিনাইসেস ?'

'নিশ্চয়ই। পলিনাইসেস দেশদ্রোহী। আর স্বয়ং রাজা এতোয়াক্লীস নিজহস্তে সেই শত্রুর দমনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এতে তোমার খুশী হওয়াই উচিত ছিল।'

'এ আপনি কি বলছেন মাতুল ? পলিনাইসেস দেশদ্রোহী ?'

'বিদেশী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত কোন নাগরিক যদি তার আপন রাজ্য আক্রমন করে, রাজভাষায় তাকে দেশদ্রোহীতাই বলে। তোমার অভিধানে এর কি অন্য কোন সংজ্ঞা আছে ?'

'আছে। পলিনাইসেসের এই যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পলিনাইসেসের বিরুদ্ধে অবিচার করা হয়েছিল।'

'বৃথা তর্কের স্থান এ নয় আন্তিগোনে। রাজদরবারই বিচারের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এতোয়াক্লীস পুনর্বার সিংহাসনে আরোহন করুন, তখন তুমি যথেষ্ট সুযোগ পাবে বিচার প্রার্থনার। এখন ঐ দেখ, শক্তিমান এতোয়াক্লীস কেমন কোনঠাসা করেছে তাঁর শত্রুকে। সাবাস এতোয়াক্লীস, সাবাস। জোরে, আরো জোরে আঘাত কর ঐ দেশদ্রোহীকে।'

উল্লাসে করতালি দিয়ে উঠলো ক্রিয়োন। বিষাদ প্রতিমা আন্তিগোনে সভয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন যথার্থই এতোয়াক্লীস তাঁর নিপুন অসি আঘাতে প্রায় পরাস্ত করে এনেছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। পলিনাইসেস যেন আর কিছুতেই পেরে উঠছেন না অসিচালনায়। তাছাড়া পলিনাইসেসকে বেশ বিপন্ন এবং ক্লান্তও দেখাচ্ছে। আঘাতের পর আঘাত থামাতে থামাতে তিনি ক্রমশ পিছু হটে চলেছেন। একেবারে সীমানার ধারে পৌঁছেছেন।

তারপর, হঠাৎই, এতোয়াক্লীসের একটি বিরাট এবং প্রচণ্ড আঘাত রুখতে গিয়ে দুই খণ্ডে টুকরো হয়ে গেল পলিনাইসেসের তরবারিটি।

প্রমাদ গোনার সময় টুকুও পেলো না আন্তিগোনে। স্পষ্ট হ্যাঁ স্পষ্টই সে দেখলো এতোয়াক্লীস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে দিলেন আপন উন্মুক্ত অস্ত্রটি।

জনতার সোল্লাস ধ্বনিতে দিকবিদিক কম্পিত হল। উচ্চগ্রামে রাজভেরী বেজে উঠল এতোয়াক্লীসের জয়বার্তা ঘোষণায়।

সেই জান্তব চিৎকারের মাঝে নির্বাক পুতুলের মতো দুই চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো আন্তিগোনে। পলিনাইসেসের যন্ত্রনাকাতর মৃত্যুদৃশ্য অসহ্য।

সহসা, কি যেন ঘটে গেল। মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত রণাঙ্গনটি নিস্তব্ধ হল। ক্ষণপূর্বের ভয়ঙ্কর সোল্লাসধ্বনি কে যেন অলৌকিক উপায়ে শব্দহীন করে দিল। মুহূর্তের ব্যবধানে নেমে এল সূচী পতনের শব্দ শোনা যায় এমন নৈঃশব্দ।

ধীরে অথচ ভীরু কম্পিত বক্ষে আপন চক্ষু উন্মীলিত করলো আন্তিগোনে। তার মুখ থেকে মাত্র একটি শব্দ নির্গত হোল, 'হা জিউস! এ কি সর্বনাশের খেলা সমাপ্ত হলো।'

সত্যিই সমাপ্ত হল একটি সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কেননা বিশাল প্রাঙ্গণের একান্তে রাজা অয়দিপাউসের দুর্ভাগ্য পীড়িত দুই সন্তানই তখন ভূলুন্ঠিত। মৃত্যু পথযাত্রী।

এতোয়াক্লীসের তরবারি আমূল বক্ষে ধারণ করেও বীর যোদ্ধা পলিনাইসেস শেষ আঘাতটি হেনেছেন অগ্রজের নাভিমূলে। ভগ্ন তরবারির শেষাংশ দিয়ে সমূলে উদর দেশ বিদীর্ণ করেছেন। মৃত্যু পথ-যাত্রীর মরণ দংশন। কাল দংশনও বলা যায়। কারণ সেই এক আঘাতেই এতোয়াক্লীসের নিম্ন উদর ছিন্নভিন্ন। অন্তিম যন্ত্রনায় তিনি ছটফট করছেন। সমস্ত স্থানটি রক্তের প্রবাহে রঞ্জিত। অন্যপ্রান্তে পলিনাইসেস স্থির, নিহত এবং নিস্তব্ধ। বীর সৈনিক তাঁর আদর্শ স্থানে অন্তিমশয়নে শয়ান। হৃদয়বিদারক এ দৃশ্য দেখার কোন ক্ষমতাই ছিল না আন্তিগোনের। দ্রুত পরিত্যাগ করলো রণক্ষেত্র।

থিবিসের ঘরে ঘরে নেমে এসেছে শোক স্তব্ধতা। রাজার মৃত্যু হলে এমনিই হয়। রাষ্ট্রীয় শোকপালনে সবাই মগ্ন। সবাই বিষাদপূর্ণ।

কিন্তু রাজকার্য থেমে থাকে না। রাজা বিনা রাজ্য অচল হয়েও যায় না। এতোয়াক্লীসের শূন্য সিংহাসনে, যেহেতু রাজা অয়দিপাউসের আর কোন উত্তরাধিকার নেই স্বয়ং ক্রিয়োন থিবিসের রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছেন। এতোয়াক্লীসের মৃত্যুর পরদিনই নিজেকে থিবিসের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য তাঁর এ দাবী উপেক্ষার না। লাইয়ূস বংশের একমাত্র জীবিত এবং নিকট আত্মীয় তিনি। রাজসভার সমস্ত মানীগুণী ব্যক্তিরা এবং সমবেত প্রজাবৃন্দও ক্রিয়োনের এ দাবীকে অস্বীকার করেননি।

কিন্তু সিংহাসনে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে দুটি মারাত্মক আদেশ ঘোষনা করলেন। যা নাকি থিবিসের ভিন্ন জনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল।

রাজা এতোয়াক্লীস দেশের স্বার্থে যিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, ক্রিয়োনের আদেশে তিনি পাবেন লোকাত্তর রাজসম্মান। রাজকীয় মর্যাদায় তার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হবে।'

কিন্তু অয়দিপাউসের দ্বিতীয় সন্তান, পলিনাইসেস, থিবিসের শত্রু। রাজদ্রোহী সে। তার মৃতদেহ নগরীর সীমানায়, পরিখা শেষে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে ফেলে রাখা হবে। থিবিসের সন্তান হয়েও থিবিসের রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে সে যে পাপে লিপ্ত হয়েছে তার আংশিক পাপ ভার লাঘব হবে, যদি তার মৃতদেহ গৃধ্র এবং সারমেয় তার মৃতদেহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

রাজা ক্রিয়োনের দ্বিতীয় আদেশ আরো করুণ আরো নিষ্ঠুর। থিবিসের কোন মানুষই সামান্যতম সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে না রাজদ্রোহীর মৃতদেহকে। এমনকি শকুনির ভুক্তাবশিষ্ট কঙ্কালটিও কেউ কোনদিনও কবরস্থ করতে পারবে না। যদি কেউ তা কখনো করে তাহলে তারও অবস্থা পলিনাইসেসের মতই হবে।

এ আদেশ শোনামাত্রই থিবিসের ঘরে ঘরে উঠল গুঞ্জন। নীরব গুঞ্জনও বলা যায়। কারণ রাজাদেশের বিরুদ্ধে সামন্যতম প্রতি-বাক্যের ব্যবহারও মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কেই বা চায় অকাল মৃত্যু!

বহুজ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণও পলিনাইসেসের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হলেন না। মৃত্যুই তো জীবনের শেষ কথা। মৃতের তো কোন শাস্তি হতে পারে না। আর মৃত্যু সূত্রে প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কোন রাজধর্মের আয়ত্তে পড়ে না।

অসন্তোষ মনের গভীরে রেখেও তাঁরা কিন্তু প্রাণভয়ে কোন বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহসী হলেন না।

অবশ্য এরই মধ্যে কেউ কেউ, স্পষ্ট চাতুকারিত্বে যারা সুস্পষ্ট চিহ্নিত, ভবিষ্যতে যারা রাজঅনুগ্রহ কামনায় বিভোর, তারাই কেবল প্রকাশ্যে রাজাদেশের সুনাম কীর্তন করতে লাগলেন।

ঝড় কিন্তু দেখা গেল অন্যপ্রান্তে। সে ঝড় ছড়িয়ে পড়ল সারা থিবিসের বুকে। ক্রিয়োনের রাজশক্তির কোন বিক্রমই সেই ঝড়কে সামাল দিতে পারল না।

অলক্ষ্যে বসে বিধাতাপুরুষ যেন একটি নাটক দৃশ্যপরম্পরায় নিপুণ হস্তে রচনা করেছিলেন। দৃশ্যগুলি অভিনীত হল পরপর। থিবিসের অভিশপ্ত রাজসিংহাসনকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক ঘটে গেল ট্র্যাজিক ঘটনাবলি।

যেই মুহূর্তে ক্রিয়োনের সেই সর্বনাশা আদেশ ছড়িয়ে পড়ল থিবিসের ঘরে ঘরে, অন্যেরা যখন অনিচ্ছায়, শব্দহীন নিস্ফল ক্রন্দনে ম্রিয়মান, ঠিক তখনি, চিরবিষণ্ণের প্রতিমা আন্তিগোনে শেষ বারের মতো জ্বলে উঠল। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ছারকার করে দিতে চাইল দশদিক। আপনমনেই চীৎকার করে উঠল,—'না, না, এ অসম্ভব। এ হতে পারে না'

দুই ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে শোকস্তব্ধ ইসমেনে দাঁড়িয়েছিল আন্তিগোনের কাছেই।

'কি হয়েছে বোন আন্তিগোনে? কি হতে পারে না?'

'এই অসম্ভব, অযৌক্তিক আদেশ কিছুতেই মানতে রাজী নই। মৃত্যুর পরেও মৃতের শাস্তি? কেউ কখনো শুনেছ এমন কথা?'

'ও, তুই রাজাদেশের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ। এতদূর স্পর্দ্ধা তার, সে বলে কিনা, পলিনাইসেসকে সমাধিস্থ করা হবে না। তার মৃতদেহ শৃগাল সারমেয়র আহার্য হবে। রাজা অয়দিপাউসের পুত্রকে শাস্তি দিতে চায় ঐ বর্বর ক্রিয়োন!'

'কি করতে চাস তুই আন্তিগোনে?'

'পলিনাইসেসের মত একবার আমি জ্বলে উঠতে চাই। শেষবারের মত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিতে চাই। সদ্যসিংহাসন প্রাপ্ত রাজাকে আমি জানাতে চাই আগুন নিয়ে খেলা রাজার পক্ষেও মারাত্মক।'

'কিন্তু তুই বললিনা তুই কি করবি?'

'এই রাজাদেশ আমি লঙ্ঘন করব। উন্মুক্ত প্রান্তরে শায়িত পলিনাইসেসের মৃতদেহ আমি একাই সমাধিষ্ঠ করব।'

অজানা এক আশংকায় শিহরিত হয়ে উঠল ইসমেনে। আন্তিগোনের মুখে ত্বরিতে হাত চাপা রেখে বলল, 'ওরে হতভাগী তুই চুপকর, চুপকর, এ কথা রাজার কর্ণগোচর হলেই তার শাস্তি কি তাতো তুই জানিস।'

'কি করবে সে?' ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে উঠল আন্তিগোনের মুখে, 'আমাকেও মৃত্যুদণ্ড দেবে, এইতো? বলতে পারিস ইসমেনে, আমি কি জীবনে বেঁচে আছি? আমি কি বেঁচে থেকেও মৃত নই? মৃতকে কি দুবার মৃতুবরণ করতে হয়?'

'আন্তিগোনে।'

'আর শুনব কার হুকুম। আচম্বিত ভাগ্যের যোগাযোগে যে মাত্র

একদিনের জন্য রাজআসনে স্থান পেয়েছে, তার কথা? তার কথা শিরোধার্য করে আমার প্রাণপ্রতিম সহোদরকে আমি মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করব না। তার সায়ংকৃত্য করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে এতবড় দুঃসাহসী আছে নাকি পৃথিবীতে এখনও?

'আন্তিগোনে, বোন আমার—'

'জানি আমি তুই কি বলবি। যে মৃত সে মৃতই। আর কোনদিনও সে ফিরে আসবে না। তবে কেন তার জন্যে মৃতুবরণ করা? হ্যাঁ, আমি জানি পলিনাইসেস আর জীবিত হয়ে আসবে না। কিন্তু তার শেষ কাজটুকু না করলে যে মৃত্যুর পরেও সে শান্তি পাবে না। তাকে সমাধির শান্তিটুকু দিতে না পারলে যে আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে কোন জবাবদিহি করতে পারব না। ভুলে যাস না ইসমেনে, আমরা রাজা অয়দিপাউসের মেয়ে। তাঁর বীরত্ব, তাঁর আত্মত্যাগের কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলি?'

'কিছুই ভুলিনি বোন। কেবল ভয় করে রাজরোষে যদি তোকেও হারাতে হয় তাহলে আমার আর কে রইল বল? বাবা, মা, দুই ভাই, সবাই চলে গেছে। তুই চলে গেলে—'

'আসার সময় তো একাই এসেছিস পৃথিবীতে। তবে কেন একা থাকতে পারবি না। আমি যাই। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, কোন দিন যদি আইমোনের সঙ্গে তোর দেখা হয়, তাকে বলিস আমি তার জন্যে কবরের নিচে অপেক্ষা করে থাকব। যতদিন না সে আসে, ততদিন।'

দ্রুত নিস্ক্রান্ত হয় আন্তিগোনে। বাতাসে তার উড়ছে স্খলিত কেশদাম, ভূলুণ্ঠিত বিশৃঙ্খল বেশবাস, চঞ্চল চরণে দুর্বার গতি আর বুকের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন।

নগরীব সীমানায় এসে থমকে দাঁড়ালো আন্তিগোনে। এতক্ষণ সে কতিপয় নগরবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছুটে এসেছে। কিন্তু এখন

প্রান্তর নির্জন। কোথাও কোন জনবসতি চোখে পড়ে না। নগর সীমান্তে কেবলি ঘনবদ্ধ অরণ্য। দূরে দেখা যায় পর্বতের সীমারেখা।

এখন সে কাকে জিজ্ঞাসা করবে? কে বলে দেবে কোথায় রাজরক্ষীর দল ফেলে গেছে পলিনাইসেসকে। শেষ অপরাহ্নের ম্লান ছায়া নামছে পৃথিবীর বুকে। একটু পরেই নেমে আসবে গভীর অন্ধকার। তখন ত তার পক্ষে আর খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না তাকে।

ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াতে বাধ্য হল আন্তিগোনে। কোন্ উপায়ে কত তাড়াতাড়ি তাকে পাওয়া যায়। আরো এক রাত অতিক্রান্ত হওয়া মানে আরো একধাপ মৃতদেহকে পচতে দেওয়া।

সহসাই দৃষ্টিপথে ধরা দিল দুটি উড্ডীয়মান গৃধ্র। চক্রাকার তারা পাক খেতে খেতে নিচের দিকে নামছে।

তাদেরকে লক্ষ্য করে আন্তিগোনে ছুটে গেল নির্দিষ্ট স্থানে। হ্যাঁ, ঐ তো, ঐ তো পড়ে আছে তার কাঙ্ক্ষিত মৃতদেহ। সহোদর পলিনাইসেসের বিকৃত, গলিত পললপিণ্ড।

হা ঈশ্বর, ওকে যেন চেনা যাচ্ছে না। একদার সুশ্রী সুঠাম দেহটি অনিবার্যভাবে ফুলে উঠেছে। দেহ তার উলঙ্গ। বর্বর পশুর দল তার দেহে সামান্য বস্ত্রটুকু রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এত নিষ্ঠুর এত অত্যাচারী তারা। স্থানে স্থানে সারমেয়র আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। চোখদুটি হয়তবা শকুনির জঠরে চলে গেছে। এখন সেখানে বহুদূর বিস্তৃত গহ্বর।

আর্তনাদে শিউরে উঠল আন্তিগোনে। কিয়ৎক্ষণ সময় নিল দৃশ্যটিকে সহনীয় করতে। কি করুণ পরিণতি এক বীর যুবকের। সে যুবক এক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আজ ইতর প্রাণীর ভক্ষণের সামগ্রী হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে শায়িত। হয়তবা তারও ভাগ্যে এমনি এক অসম্মানের মৃত্যু লেখা আছে। তা থাক। তবু, আপন

ভাইয়ের শেষ কাজটুকু করার কারণে এ 'আত্মত্যাগের মূল্য আছে। যে কোন স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন যে মানুষেরই কাজ।

সামান্য রাজরোষ হতে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে যে এ কর্ম হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তার স্থান হয় হেডেসের নরক অভ্যন্তরে।

ধীরে ধীরে আন্তিগোনে নতজানু হয়ে বসল পলিনাইসেসের পদতলে। পেলব হস্তদুটি রাখল সেই গলিত দেহের পরে। দুর্গন্ধে তখন চতুর্দিক আচ্ছন্ন।

লজ্জা, ভয়, ঘৃণা এ সব কিছু তাকে আর বিচলিত করতে পারে না। নিমেষে নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি খুলে ফেলে ভ্রাতার দেহের পরে জমে থাকা ধূলিস্তর পরিষ্কার করতে থাকে। এখনও যে অনেক কাজ বাকী। নিদেনপক্ষে একখানি কুঠারের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু কোথায় তা পাওয়া সম্ভব?

এমন সময় সহসাই কি যেন হয়ে যায় পৃথিবীর বুকে। ক্ষণপূর্বের নির্মেঘ অপরাহ্ণ প্রকৃতির কুটিল নিশ্বাসে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মাটির বুক থেকে ক্ষ্যাপা হাওয়া দুর্মদ গতিতে উঠে আসে। ধুলি ঝড়ে চতুর্দিক মসীলিপ্ত হয়ে ওঠে। নিকটবর্তী অরণ্যের গভীরে বাতাসের আর্তস্বর সোঁ-সোঁ আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বনভূভাগে জমে থাকা ছিন্নপত্র আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর একসময় প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসে বৃষ্টি। জমে থাকা ধুলিস্তর বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল। যেন সমাধিপূর্বে মৃতকে স্নান করিয়ে পবিত্র করা হল।

সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে, বৃষ্টিস্নানে পবিত্র দেহটির সম্মুখে উর্ধ্ববাহু মেলে আন্তিগোনে বসে রইল, প্রভাতের আশায়। আগামীকাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ঐ দেহটি সমাধিস্থ করতে হবেই। সারারাত ধরে চলল প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাতে মাটির বুক যেন চৌচির হতে লাগল। কত গাছ যে পড়ল লুটিয়ে তার আর ইয়ত্তা নেই। কত পাখির বাসা ভেঙে গেল ঝড়ে আর বৃষ্টির দাপটে। তবু,

নিশ্চল, নির্বাক প্রতিমার মতো একভাবে বসে রইল আন্তিগোনে। সারারাত, প্রভাতের আশায়।

একসময় ভোর হল। থামল ঝড়। থামল বৃষ্টি। থামল খেয়ালি প্রকৃতির খ্যাপামি। কিন্তু সবিস্ময়ে আন্তিগোনে দেখল তার আর কুঠারের প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি তার বিচিত্র খেয়ালে মাটির বুকে তৈরী করেছে মানুষপ্রমাণ গহ্বর। সেই গহ্বরে জমে আছে অসংখ্য উড়ে আসা পাতা আর ফুল। যেন প্রকৃতি নিজের হাতেই তৈরী করে দিয়েছে কবরের নিচে শেষশয্যার জন্যে ফুল আর পাতার নরম বিছানা। মৃতদেহটিকে আর স্নান করানোর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতিই সারারাত ধরে সেই কাজটি নিজের হাতেই সম্পন্ন করেছে।

অতঃপর একসময় সবকিছু সারা হল। পলিনাইসেসের গলিত দেহটির উপর শেষ মৃত্তিকার খণ্ডটি নিক্ষেপ করে সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে, সবিস্ময়ে সে দেখল তার চারিপাশে সশস্ত্র প্রহরীর দল। থিবিসের বেতনভুক বীর সেনানী। একদিন যারা তাকে রাজদুহিতার সম্মানে সশব্যস্তে পথ করে দিয়েছে, আভূমি নত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, আজ তাদেরই মুখে অন্য আর এক বিজাতীয় বিদ্বেষ অথবা বিদ্রূপের প্রকাশ।

মনে মনে হাসল আন্তিগোনে। এরা সত্যই বেতনভুক কর্মচারী। অবশেষে তাদেরই একজন প্রহরী এগিয়ে এসে কর্কশস্বরে বলল, 'মৃতদেহটি কোথায়?'

তর্জনি নির্দেশে সদ্য কবরস্থানটি দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'ওই, ওখানে। মাটির নিচে, তোমরা যাকে খুঁজছ, পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে আছে।'

'কি স্পর্ধা! এ কাজ কে করেছে?'

'এখানে কি আর কাউকে দেখা যাচ্ছে?'

'ও, তার মানে তুমিই করেছ? কাল ঝড় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মৃতদেহটা তখনও ওখানেই ছিল। আর আজ

ভোরবেলা এসে দেখি সব কাজ শেষ করে বসে আছ? তা করলে কখন?'

'আজ ভোরেই। সূর্য ওঠার আগে।'

'আশ্চর্য। কোদাল নেই, শাবল নেই। মাটি খুঁড়লেই বা কেমন করে? আমাদের মতো দশজন সৈনিক চেষ্টা করলেও এত তাড়াতাড়ি মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হত না—ভারি আশ্চর্য। হাতদুটো কি তোমার লোহা দিয়ে তৈরী?'

একজন বাচাল সৈনিক পাশ থেকে বলে উঠল, 'অয়দিপাউসের মেয়ে তো, তাই গায়ের জোরটা তোমার আমার থেকে একটু বেশী।'

'প্রহরী', সুতীব্র ঘৃণায় চীৎকার করে ওঠে আন্তিগোনে, 'রাজা অয়দিপাউসকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো। তিনি তোমার পিতার ক্রীতদাস ছিলেন না। তিনি ছিলেন তোমার পিতার রাজা। থিবিসের মহামান্য জননায়ক।'

'ওঃ সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।'

'চুপ কর্ শয়তান। তোর মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। হ্যাঁ, শোন প্রহরীদল, তোমাদের বর্তমান রাজার আদেশ উপেক্ষা করেই আমি আমার ভ্রাতা পলিনাইসেসের সায়ংকৃত্য সম্পন্ন করেছি। এখন তোমরা কি করতে চাও?'

'তোমাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

'স্বেচ্ছায় যে যেতে চায় তাকে বাঁধার দরকার হয় না। চল।'

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে আন্তিগোনে দীপ্ত ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলে। মূঢ়বাক প্রহরীর দল সীমান্তের বুক মাড়িয়ে খটখট শব্দে তাকে অনুসরণ করে।

'তুমি নিশ্চয়ই জান আন্তিগোনে আমার কি আদেশ ছিল?'

সিংহাসনে উপবিষ্ট ক্রিয়োন ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে আন্তিগোনের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নাকি সে আদেশ কর্ণগোচর হয়নি?'

'কেন হবে না। আদেশ তো আপনার সোচ্চারে প্রতিধ্বনিত হয়েছে থিবিসের ঘরে ঘরে।'

'তা হলে জেনেশুনেই তুমি তা লঙ্ঘন করেছ ?'

'নিশ্চয়ই। কারণ রাজার আদেশই তো শেষ সংলাপ না। তারপরেও কিছু থেকে থাকে। রাজআজ্ঞা এত দৃঢ় নয় যে মনের শুভ ইচ্ছাকে সে দমন করতে পারে। যা শুভ আমি তাই-ই করছি সব অশুভকে পরিত্যাগ করে।'

'তুমি জান এর শাস্তি কি ?'

'জানি রাজন। আর এও জানি মৃত্যু মানুষের জীবনে একবারই আসে। কখনো আগে কখনো পরে। আপনি আমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে চান। এইতো ? তার জন্যে আমি ভীত নই। আমি তো দুহাত বাড়িয়ে মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছি বহুদিন পূর্বেই। আপনার প্রদত্ত মৃত্যু আজ তা আমার পক্ষে আশীর্বাদই হবে—'

'তুমি তোমার পিতার থেকেও অনমনীয়।'

'সত্যই যদি তা হতে পারতাম তাহলে এই কলঙ্কিত জন্মের কিছুটা হ্রাস ঘটত।'

'তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ আমার কাম্য নয়। এখন শোনো, যে অপরাধ তুমি করেছ, রাজআজ্ঞা অমান্য করে একজন দেশদ্রোহীকে তুমি কবরস্থ করেছ, এর জন্য তুমি আমার আত্মীয় হলেও শাস্তি বিন্দুমাত্র কম হবে না। তোমার শাস্তি—'

সহসাই সভাগৃহে প্রবেশ করে ইসমেনে, 'দাঁড়ান রাজা।'

'কে ? ও রাজা অয়দিপাউসের আর এক কন্যা। কি চাই তোমার এই রাজসভায় ?'

বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যে রাজা ক্রিয়োনের কথা থামিয়ে ইসমেনে বলে,'আমি জানি নারীর স্থান অন্তঃপুরে। কিন্তু অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন অন্তঃপুরের নারীকে উন্মুক্ত রাজপথে ছুটে আসতে হয়। মৃত্যুদণ্ড যদি দিতে হয় তাহলে সে শাস্তি আমারও প্রাপ্য।'

'ইসমেনে', চিৎকার করে ওঠে আন্তিগোনে, 'কি বলছিস তুই? না রাজন্ ওর কথা শুনবেন না। ওর কোন অপরাধ নেই। বরং ও আমাকে এই কর্ম হতে নিবৃত্ত করতেই চেয়েছিল—। তুই যা ইসমেনে, এখান থেকে চলে যা। বিনা প্রয়োজনে প্রাণের অপচয় করিস না। রাজা ক্রিয়োন, শাস্তি যা দেবার তা আমাকে দিন। ও নির্দোষ।'

'হ্যাঁ আন্তিগোনে, শাস্তি যা কিছু তা তোমারই প্রাপ্য। আমি বুঝতে পারছি ইসমেনে তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই অপরাধ নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে চাইছে। তাছাড়া ইসমেনেকে শাস্তি দিলে আইনের অবমাননাই হবে। কারণ প্রহরীরা অকুস্থল থেকে তোমাকেই বন্দী করেছে, অতএব তোমার শাস্তি মৃত্যু—।'

শেষবারের মত চেষ্টা করে ইসমেনে, 'কিন্তু মহারাজ, কাকে আপনি শাস্তি দিচ্ছেন, ও যে আপনার ভাবীপুত্রবধূ—। নিজের হাতে নিজের সন্তানের দয়িতাকে হত্যা করতে চাইছেন?'

'চুপ কর্ শয়তানি। পুত্রবধূ? এখনও তো হয় নি পুত্রবধূ। আর হলেও আমি তা কিছুতেই মেনে নিতাম না। কোন বিষবৃক্ষের ফল আমি আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করাতে চাই না। প্রহরী, কে আছো এখানে? এখুনি এই দুর্বৃত্ত নারীকে অন্ধকার বন্দীশালায় নিক্ষেপ কর। তারপর যতশীঘ্র সম্ভব, ওর মৃত্যুর ক্ষণ আমি ঠিক করছি।'

কঠিন পদক্ষেপে ক্রিয়োন পরিত্যাগ করলেন সভাগৃহ। কিন্তু যে আগুন একবার জ্বলে ওঠে, বাধা না পেলে সে সব কিছু শেষ না করে কিছুতেই নিভতে জানে না। নিভল না থিবিসের বুকে জ্বলে ওঠা আগুন। ক্রিয়োনের হঠকারী নির্দেশ, বিশেষ আন্তিগোনের মৃত্যুদণ্ড, সেই আগুনের বুকে জোগালো ইন্ধন।

জ্বলে উঠল আইমোন। চিরঅশান্ত, প্রেমিক আইমোন। আন্তিগোনে ছাড়া তার কাছে জগতের আর সবকিছু মিথ্যা। মিথ্যা সমাজ, মিথ্যা সংসার। কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। অশান্ত

হৃদয় নিয়ে ছটফট করছে। ছুটে ছুটে খুঁজেছে থিবিসের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। নিশিজাগা ডাকে সারা প্রান্তরে ছড়িয়ে গেছে একটি ডাক, 'আন্তিগোনে...আন্তিগোনে, তুমি কোথায় ?'

তার আন্তিগোনেকে সে খুঁজে পাইনি। তবু মনে ছিল ভালবাসার বিশ্বাস, সে তো এই থিবিসের বুকেই বেঁচে আছে। একদিন না একদিন তার সাথে দেখা হবেই।

কিন্তু যেই মুহূর্তে সে শুনল, তারই পিতা এক অযৌক্তিক কারণে মৃত্যু নির্দেশ দিয়েছেন তারই ইহজন্মের সকল সুখদুঃখের সঙ্গিনী আন্তিগোনেকে, ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মনে, সেই আগুন, যে আগুন সূচনা করল এক মহাধ্বংস।

'পিতা', বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল বিশ্রাম কক্ষে। গবাক্ষের পার্শ্বে অপরাহ্ণের মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে তখন বসেছিলেন রাজা ক্রিয়োন। বোধহয় তিনি তখন ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি সামান্য বিস্মিত হলেন।

'কে ? ও যুবরাজ আইমোন। বল কি সংবাদ তুমি প্রত্যাশা কর ?'

'অপ্রত্যাশিত সমস্ত সংবাদই আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তাই প্রত্যাশার কিছু নেই। আমি কেবল এইটুকুই জানতে চাই, সংবাদটি কি রটনা অথবা আগামী দিনের ঘটনা ?'

'তুমি কার কথা জিজ্ঞাসা করছ জানলে আমার পক্ষে উত্তর প্রদান সহজসাধ্য হত যুবরাজ আইমোন।'

'আপনি নিশ্চিত জানবেন, আমাকে যতই কেন যুবরাজ নামে ডাকুন, আমি আপনার সিংহাসনের প্রত্যাশী নই। থিবিসের কোন রাজনীতি আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।'

'রাজপুত্রের পক্ষে এটি কোনমতেই আশাব্যঞ্জক নয় আইমোন।'

'রাজপুত্র ?' ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্যুৎচমকের মত মাত্র একবারই

শ্লেষাত্মক হাসির আভাস রেখেই তা মিলিয়ে যায়। পুনর্বার ফিরে আসে সেই পূর্বকাঠিন্য, 'পিতা, আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন আমি কার প্রসঙ্গে আপনার সম্মুখস্থ হয়েছি।'

'আন্তিগোনের কথা বলছ?'

'সে ছাড়া আর কারো প্রসঙ্গ নিয়েই আমি আপনার কাছে আসতাম না।'

'মাঝে মাঝে আমি সত্যই আশ্চর্য হয়ে যাই যে বর্তমানের যুবকেরা একটি সামান্য নারীর কাছে কি বিশেষ মহার্ঘ বস্তু খুঁজে পায়, যার জন্য সে তার পিতার সম্মুখে উদ্ধতমস্তকে দাঁড়াতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।'

'সে সামান্য নারী নয় তা আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন। এও জানেন সে আমার ইহজন্মের সব। আমার দয়িতা, আমার বাক্‌দত্তা।'

'চুপ কর। স্পর্ধা কোন মতেই অতিক্রম করতে চেও না। সে নারী তোমার কাছে কি তা জানার কোন প্রয়োজন মনে করি না। কেবলমাত্র জেনে রাখো, তার জন্মে হলাহল, কর্মে অপরিণামদর্শিতা, ব্যবহারে সে থিবিসের রাজদ্রোহীর সাহায্যকারী। উপরন্তু সে রাজাদেশ লঙ্ঘন করেছে। এবং বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্তা।'

'তাহলে যা শুনেছি তা মিথ্যা না।'

'না। আর তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে একটি কথাই বল, তুমি কার পাশে দাঁড়াবে? একদিকে তোমার পিতা। অন্য প্রান্তে, সে নাকি তোমার ভাবী বধূ। কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর, পিতা কি প্রেমিকা?'

'নিঃসন্দেহে পিতার আদেশ জগতের আর সব কিছুর থেকেই বড়। কারণ তার জন্যেই তো আমার এই সুন্দর জগৎটাকে দেখতে পাওয়া। তার জন্যেই তো আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে খুঁজে পাওয়া।'

'উত্তম, তোমার পিতৃভক্তিতে আমি মুগ্ধ। এ আমার, বলতে

পার গর্ব। তোমার মতো পুত্র পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। সামান্য এক মায়াবিনী নারীর জন্য যে তুমি পিতৃসত্য অবহেলা করে আমার বিরুদ্ধাচরণ করনি, তার জন্য ঈশ্বর তোমাকে শতবর্ষের পরমায়ু দিন।'

'পিতা, বিধাতাপুরুষ আপনার এই প্রার্থনা রাখবেন কিনা জানি না। পুত্র যেমন পিতার আদেশ নতমস্তকে পালন করে, পুত্র যেমন পিতার প্রতি শ্রদ্ধানত, তেমনি পুত্রের আরো একটি কর্তব্য, বিভ্রমমতি পিতাকে কুকর্ম হতে বিরত করা। অন্তত বিভ্রমগুলি পিতার গোচরে আনাও পুত্রের কর্তব্যের মধ্যেই পরে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ আইমোন?'

'কথাগুলি আপনার কাছে খুব খারাপই মনে হবে। কিন্তু আপনি কি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না পিতা। কোন কিছুই কি আপনার কর্ণগোচরে আসছে না?'

'স্পষ্ট করে কথা বল আইমোন। আমি স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসি।'

'বেশ তাহলে শুনুন, সামান্য কদিনের রাজ্যলাভের পর আপনার প্রথম আদেশটি নিঃসন্দেহে জনরুচিকর না।'

'এ কথার অর্থ?'

'আপনি যদি আপনার প্রায় বধির কর্ণযুগল উন্মুক্ত রাখতে পারতেন, তাহলে শুনতে পেতেন সমগ্র থিবিসের সাধারণ মানুষ কি বলছে।'

'কি বলছে তারা? কোন স্পর্ধার কথা?'

'নিয়ম মত এখন আমি যুবরাজ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সিংহাসনে আমার স্পৃহা নেই। আমি সাধারণ মানুষের মতই বাঁচতে ভালবাসি। তাই সাধারণ মানুষের কথা আমি শুনতে পাই। তাদের সহজ কথাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে হয় না।'

অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে ক্রিয়োন প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, 'তোমার

প্রগল্‌ভতা এবং দীর্ঘ বিস্তৃত বাক্যজালের বিস্তার থামাও, স্পষ্ট বল তারা কি বলছে।'

'নিষ্পাপ এবং পবিত্র প্রতিমার মত একটি মেয়েকে আপনি আপনার ক্ষমতার প্রভাবে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।'

'রাজাদেশ লঙ্ঘন করাই বুঝি ন্যায়?'

'রাজাদেশ যদি পাপপুণ্য বিচার না করে স্বেচ্ছাচারিতার পথ নেয় জনগণের অন্য কিছু বলার থাকে না।'

'বটে, এতদূর স্পর্ধা তাদের?'

'তারা আরো বলছে একটা কথা, যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা উচিত ছিল আমার পিতা নাকি মিথ্যে তার নামে কলঙ্কের বোঝা চাপাচ্ছেন।'

'মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা?'

'পরমাত্মীয়ের মৃতদেহ পরম সমাদরে কবরস্থ করাই প্রকৃত ধর্মের এবং পুণ্যের কাজ। এ তার জন্মগত অধিকার। তাই সে কিছু অন্যায় করেনি।'

'বুঝেছি, সে তোমার দয়িতা না হয়ে অন্য কেউ হলে এত বাকবিতণ্ডায় তুমি আসতে না।'

'মহারাজ, এবং আমার পিতা, আপনার সম্মান আমারই সম্মান। আমি পূর্বেই বলেছি, আমার দয়িতার জীবন অপেক্ষা পিতৃসম্মান অনেক বড়। তাই শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে আপনার কাছে এসেছিলাম, অন্যায় থেকে আপনাকে বিরত করতে। অন্যায়টুকু আপনার গোচরে আনতে—।'

'তুমি জান, যার স্বপক্ষে তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইছ তার জন্মে পাপ। থিবিসের রাজবংশ তার উপস্থিতিতে কলঙ্কিত।'

'জন্মে কারো পাপ থাকে না পিতা। কারণ জন্মের জন্য শিশুর কোন দায়িত্ব নেই।'

নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেন না ক্রিয়োন। প্রচণ্ড চিৎকারে তিনি বলে ওঠেন। 'মূর্খ, নরাধম, পিতার সম্মানের দোহাই দিয়ে এতক্ষণ তুই সেই দুঃশীলা মেয়েটির ত্রাণ ভিক্ষা চাইছিস? নারীলোভীপশু কোথাকার? পিতার থেকেও বড় হলে তোর নারী-দেহাকাঙ্ক্ষা?'

'পিতা', এতক্ষণের সংযতবাক, পিতৃভক্ত রাজকুমার সহসাই তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই আগুন খুঁজে পায়, 'সে নারী সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার কোন অশ্লীল মন্তব্য আমি শোনার প্রত্যাশী নই। আপনি যদি ভেবে থাকেন তার নামে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে আমার হৃদয়ে তার জন্য সংরক্ষিত ভালবাসাটুকু কেড়ে নিতে পারবেন, তাহলে শুনুন, তা ভুল। আপনি যদি ভেবে থাকেন, আন্তিগোনে নামের সেই দৃঢ়চেতা পবিত্র মেয়েটির জন্য আমি আপনার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি, তবে জেনে রাখুন তা আপনার বিভ্রম। ক্রোধে অন্ধ এক অবিবেচক ক্ষমতালোভী দেশনায়ক, আপনি বুঝতে পারলেন না কি আমি বলতে চেয়েছিলাম। যাবার আগে তবে শেষ কথা আপনাকে জানিয়ে যাই, দয়িতার প্রাণভিক্ষা না, কেবল বলতে এসেছিলাম, ভাবী পুত্রবধূর সঙ্গে আপনি আপনার পুত্রকেও এখন থেকে হারালেন। আর কোনদিনও সে আপনার চোখের সামনে আসবে না।'

দ্রুত কক্ষত্যাগ করে চলে যায় আইমোন। শুধু সেই কক্ষ নয়, থিবিসের বিশাল রাজপ্রসাদ ছেড়ে সে যে কোথায় চলে যায় কেউ জানতেও পারে না।

ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসাই ক্রিয়োন প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। ভয়ংকরী আন্তিগোনেকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না। ঐ পিশাচিনী মেয়েটির জন্যেই তাঁর অতি বাধ্য পুত্র আজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে গেল। নিমেষে যত ক্রোধ সব গিয়ে পড়ল আন্তিগোনের 'পরে।

'প্রহরী, প্রহরী, কে আছে এখানে।'

দ্বার প্রান্তে অবস্থানরত প্রহরীটি শশব্যস্তে এসে দাঁড়ায়।

'এই মুহূর্তে কারাধিপতিকে সংবাদ পৌঁছে দাও, তাকে বলো এই আমার নির্দেশ, যেন আর কালবিলম্ব না করে এখনই ঐ পাপী নারীকে তার জন্য নির্দিষ্ট সমাধি গুহায় মাত্র একদিনের খাদ্য এবং পানীয় রেখে পরিত্যাগ করে আসে। আর এমনি ব্যবস্থা যেন থাকে, যে মেয়েটি কোনভাবেই সেই কবরগুহা হতে পালাতে না পারে। তিলতিল করে অনাহারে আর অনিদ্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাও, এই মুহূর্তে যেন আমার আদেশ পালন করা হয়। নইলে তোমাকে এবং কারাধিপতিকে একই ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

এই আদেশের পর দ্বাররক্ষী আর সেখানে দাঁড়াবার সাহস পায় না। সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে—।

না, কেবল আইমোন না। আরো একজনের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিলো প্রজ্বলিত আগুন। অন্যায় যিনি কখনোই সইতে পারেন না, সেই অন্ধ অতিবৃদ্ধ দৈবজ্ঞ, মহান ফোবিয়াসের একনিষ্ঠ সেবক তিরেসিয়াস।

আপন যষ্টিতে শব্দ তুলে এসে দাঁড়ালেন থিবিসর নবনায়ক ক্রিয়োন সম্মুখে।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত হল রাজার। কিছুটা ভয় মিশ্রিত সমীহ। কারণ এই সত্যদ্রষ্টা বৃদ্ধটিকে ক্রিয়োন মনে মনে বেশ ভয়ই করেন। অতীতেও অনেক ঘটনার কথা ক্রিয়োন জানেন। এইতো মাত্র কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা, কি দৈববাণীই না করলেন তিরেসিয়াস, যাঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল অয়দিপাউসের জীবনে। কে জানে আজ আবার কোন্ অপ্রিয় দৈববাণীর কথা শোনাতে এলেন।

'আসুন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহান জ্ঞানী তিরেসিয়াস। এ অসময়ে আপনার উপস্থিতি নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ ?'

অন্ধ দৈবজ্ঞ তাঁর বৃদ্ধত্বের ভারে নত মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'আমার বক্তব্যে কোন তাৎপর্য থাকে কিনা সে শ্রোতারাই বলতে পারবেন, তবে রাজন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার জিহ্বা কখনও মিথ্যা উচ্চারণ করে না।'

'সে আমি জানি প্রভু। তাইত আপনার বাক্য এতাবৎকাল বেদবাক্য বলেই মনে করেছি।'

'সে আমার পরম সৌভাগ্য। তবে থিবিসের রাজসিংহাসনের এবং তার উত্তরাধিকারদের সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে কিঞ্চিত দৌর্বল্য রয়ে গেছে। হয়ত তা স্নেহের কারণেই। আপনার মঙ্গলের জন্যেই আপনাকে আমি সাবধান করতে এসেছি।'

'সাবধান করতে এসেছেন ? কি কারণে ?'

'নিচে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। ক্ষীণকায় রজ্জুর উপর পা ফেলে আপনি সেই অগ্নিকুণ্ড পার হচ্ছেন।'

'আপনার কথার তাৎপর্য বুঝলাম না।'

'আপনি অন্যায় করছেন মহারাজ। আর সেই অন্যায়ের কারণেই আপনি অচিরেই তলিয়ে যাবেন সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে। আমি আপনার শুভার্থী। তাই বলি এখনও পথ উন্মুক্ত। ভয়াবহ রজ্জুর খেলা না দেখিয়ে শুভবুদ্ধিতে ফিরে আসুন। হয়ত বা পরিত্রাণ পেতে পারেন।'

'আপনি নিশ্চয়ই ডাকিনীর স্বপক্ষে কথা বলতে চাইছেন ?'

'কার কথা বলছেন আপনি ? কাকে আপনি ডাকিনী সম্বোধন করেছেন ?

'এ রাজ্যে ডাকিনী একজনই আছে। সে আন্তিগোনে।'

'রাজা, কেন যে আপনার চতুষ্পার্শ্বে এত পাত্রমিত্র রয়েছেন বুঝি না। তাঁরা কি কেউ আপনাকে সামান্য উপদেশ দিয়েও আপনার অন্ধদৃষ্টি খুলে দেয়নি ?'

'তিরেসিয়াস, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। এমন কিছু কটূক্তি করবেন না যার ফলে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুবিসর্গ হ্রাস পায়।'

সহসাই তিরেসিয়াসের মুখে ফুটে উঠল এক গভীর অর্থবহ হাসি। ক্রিয়োনের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তিনি তার সেই রহস্যময় হাসির সাথে সাথে কেবল মস্তকটুকুই আন্দোলিত করতে থাকলেন। এতে ক্রিয়োনের ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পেল। কণ্ঠে অন্তর্গত উষ্মা ফুটে উঠল, 'আপনি কি দেশের সর্বাধিনায়ককে ব্যঙ্গ করতে চাইছেন ঐ রহস্যময় হাসি দিয়ে?'

'না সর্বাধিনায়ক, আমি আপনার নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করছিলাম। ক্ষমতার দর্প আমি অনেক দেখেছি রাজা।'

'দেখেছেন? কি ভাবে?

'এও আর এক দর্প। চক্ষুহীনের প্রতি কটূক্তি। ভালো, আপনার পরিণাম আপনারই থাক। আমি চললাম।'

'দাঁড়ান তিরেসিয়াস, আপনি আমাকে কি বিষয়ে সাবধান করতে চান তা তো বললেন না!'

'কি লাভ? আপনাকে ঘোরানো যাবে না। কারণ আপনি পাতালে নিক্ষিপ্ত হবার শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তবে একান্তই যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে শুনুন, রাজা অয়দিপাউস আপন অজ্ঞাতে মহাপাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি সজ্ঞানেই মহাঅপরাধী। আর সেই অপরাধের কারণে সূর্যদেবের রথচক্রের এক অয়ন অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবনে নেমে আসবে হাহাকার।'

'তিরোসিয়াস, এ কি আপনার অভিশাপ না ভবিষ্যৎ বাণী?'

'অভিশাপ? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কোন অভিশাপ বা ইচ্ছায় কিছু ঘটে বলে আমার বিশ্বাস নেই। আমি কেবল ভবিতব্যের কথা জানালাম।'

'তাহলে মহান ভবিতব্যের পূর্ববক্তা, এটুকু শুনে রাখুন আপনার এ দৈববাণী ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি।'

'হ্যাঁ, এও সেই নিয়তি সুপরিকল্পিত বাক্যবিন্যাসের পুনরাবৃত্তি। কোন দর্পিত মানুষই তার নিজের দোষ দেখতে পায় না। আসলে বিধাতার নির্দেশে সে তার দোষ দেখতে চায় না।'

'আপনার বক্তব্য পরিস্কৃত হলেই সুখী হব তিরেসিয়াস।'

'প্রতি পদক্ষেপে আপনি অপরাধ করেছেন মহারাজ। রাজা অয়দিপাউসের ভুলত্রুটি এবং পাপস্খালনের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করাব পশ্চাতে আপনার অবদান আর কেউ না জানুক, আমি জানি। হ্যাঁ রাজা ক্রিয়োন, আমি অনেক কথাই জানি। আমি জানি, এই রাজশক্তি দখল করার জন্যে আপনি কি না করেছেন। ক্ষমতার সর্বোচ্চ ধাপে আরোহণ কবার কারণে, পূর্বতন রাজা এতোয়াক্লীসকে আপনিই অন্যায় কর্মে লিপ্ত করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।'

'তিরাসিয়াস!'

'রাজা মহারাজার অনেক ধমক জীবনে আমি শ্রবণ করেছি। একমাত্র ফোবিয়াস ছাড়া আর কারো কর্কশ স্বরে আমি বিচলিত হই না। হ্যাঁ রাজা ক্রিয়োন, আপনারই যুক্তিতে এতোয়াক্লীস তাঁর ভ্রাতাকে প্রবঞ্চিত করার সাহস পেয়েছিল। অর্থাৎ আপনি চেয়েছিলেন ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক হননকারি প্রতিহিংসা জাগিয়ে তুলতে। আমি স্বীকার করছি, আপনি তাতে সক্ষম হয়েছেন। তাইত থিবিসের রাজসিংহাসন আজ আপনার করায়ত্ত। এতেও আপনি ক্ষান্ত হননি, এক নিস্পাপ কন্যাকে পাঠিয়েছেন জীবন্ত কবরে।'

'রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করে কেউ যদি আপন খুশীমত কর্ম করে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।'

'মৃত মানুষের সায়ংকৃত সম্পন্ন করা মহাপুণ্যের কাজ। ভগিনী হয়ে আপন সহোদরের শেষ কাজটুকু করে সে কোন অন্যায় করেনি এ আপনার থেকে ভালভাবে আর কে জানে? এর পরিণাম আপনি

ভাবেননি। ভাববেন সেদিন, বুঝবেন সেই ক্ষণে, যে মুহূর্তে আপনার জীবনে নেমে আসবে মহাশ্মশানের নিস্তব্ধতা।'

'আপনি এখন যান তিরেসিয়াস।'

'ঠিক এমনি কথা বলেছিলেন রাজা অয়দিপাউস। তবু তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। মাঝে মাঝে বড়ো আশ্চর্য লাগে, বিধাতার নির্দেশে আমরা কি অর্বাচীন ক্রীড়নক তাঁর হাতে। ভাগ্যচক্রের ছক সাজিয়ে মানুষকে নিয়ে তিনি খেলছেন কি সব সর্বনাশা খেলা। আমি আপনি, কেউ কিছু করতে পারি না। অপরাধ তিনি তৈরী করছেন মানুষকে দিয়েই। আর সেই অপরাধের শাস্তিও দিচ্ছেন সেই মানুষকেই। বিধাতার এ যে কি খেলা এত বৃদ্ধ হয়েও আমি তা বুঝতে পারলাম না। নিজের খেয়ালে তিনি মানুষকে একটির পর একটি সোপান পার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সৌভাগ্যের উচ্চ-শিখরে, পিছনে তৈরী করে চলেছেন অপরাধের পাঁচিল, তারপর একদিন পুরনো অপরাধের দোহাই দিয়ে নিমেষের মধ্যে তাকে ফেলে দিচ্ছেন আবর্জনার স্তূপে। বড় সর্বনাশা দিন এগিয়ে আসছে আপনার সামনে। আমি যাই।'

'দাঁড়ান তিরেসিয়াস।'

কিন্তু তিরেসিয়াসবোধহয় তা শুনতে পেলেন না। অথবা শুনেও না শোনার ভানে পরিত্যাগ করলেন রাজসংস্পর্শ।

তিরেসিয়াসের ভবিষ্যৎ-বাণী যে এত শীঘ্র ফলপ্রসূ হবে তা ক্রিয়োন কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি যখন চিন্তা করছিলেন আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় কিনা, অর্থাৎ তিরেসিয়াসের উক্তি অনুসারে মহাসর্বনাশের হাত এড়াতে একটি নিরপরাধ মেয়ের মৃত্যুদণ্ড লাঘব করা প্রয়োজন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ছুটে এল এক সৈন্যাধ্যক্ষ। সে তখন যথেষ্ট উত্তেজিত। পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত। কিন্তু

তার উদ্বিগ্ন এবং ত্রাসজনক মুখচ্ছবি দেখে ত্বরিতে এক অজানা আশঙ্কায় ক্রিয়োনের বুক কেঁপে উঠল।

তিরেসিয়াস তাঁকে পরিত্যাগ করার পর থেকেই মনেপ্রাণে তিনি হয়ে পড়েছিলেন বড়ই দুর্বল। সামান্য শব্দেও তিনি বিপদ আশঙ্কা করতেন। কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন জ্ঞানবৃদ্ধ সেই অন্ধ দৈবজ্ঞ, চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালেও অন্যতর এক দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। কখনও তিনি ভুল গণনা করেন নি। তাঁর গণনার সিদ্ধান্ত সূর্যোদয়ের মতই অভ্রান্ত।

'কি সংবাদ সৈন্যাধ্যক্ষ, আপনাকে এত বিচলিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন?

'মহারাজ!'

'হ্যাঁ বলুন, আপনি কি কোন দুঃসংবাদ বহন করে এনেছেন?'

'আমাকে মার্জনা করবেন প্রভু। সংবাদ সত্যই বড় মর্মান্তিক।'

'তাহলে বৃথা সময় নষ্ট করা কেন। বলুন কি হয়েছে?'

'আমার জিহ্বা অসার হয়ে যাচ্ছে। হস্ত পদাদির সমস্ত জোর আমি হারিয়ে ফেলছি। সে সংবাদ পরিবেশন করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'সৈন্যাধ্যক্ষ'।

'আমাকে মার্জনা করুন প্রভু। দুঃসংবাদটি আমার মুখে না শুনে আপনি সত্বর সেই স্থানে চলুন। অথবা বাতায়ন পথে কিয়ৎক্ষণ আপনার উদগ্রীব কর্ণযুগল ন্যস্ত করুন। থিবিসের আকাশে বাতাসে প্রতিটি গৃহকোণে সে সংবাদ ঝোড়ো হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে।'

'সৈন্যাধ্যক্ষ, আমি আপনাকে শেষবারের মত বলছি, যত নির্মমই হোক, সংবাদটি আমাকে পরিবেশন করুন, নচেৎ—'

নিমেষেই তিনি কোষবদ্ধ তরবারিটি মুক্ত করলেন, 'আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য এখনি আপনার প্রাণ নিতে দ্বিধা বোধ করব না। বলুন, কি সংবাদ দিতে আপনি এসেছেন—।'

'সেই অপরিণামদর্শী বালিকাটিকে আপনি যেখানে প্রেরণ করেছিলেন—'

'আপনি আন্তিগোনের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, মহারাজ'।

'কি হয়েছে তাঁর? পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

ক্রিয়োন বোধহয় কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। যাক তাহলে সে স্বেচ্ছায় আপন মুক্তির পথ করে নিয়েছে। মনে মনে তো তাকে মুক্তি দেবার কথাই চিন্তা করছিলেন। এ একদিকে ভালোই হল। অন্তত দেবতার কাছে তার মৃত্যুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। সৈন্যাধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা সকলেই বেতনভুক অপদার্থ। তা সে পালাবার রাস্তা পেল কি ভাবে? অন্য প্রহরীরা কি সেখানে উপস্থিত ছিল না?'

'হ্যাঁ মহারাজ, প্রত্যেকেই আপনাপন কর্তব্যে সজাগ ছিল।'

'তাহলে?'

'মেয়েটি আপনার প্রেরিত কোন খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করেনি। দুদিন দুরাত সে এক ফোঁটা পানীয় পর্যন্ত তাচ্ছিল্যসহ প্রত্যাখান করেছিল, তারপর—'

'তারপর?'

'তারপর, তৃতীয় দিন প্রভাতে সে—'

'পালাল। কোন্ পথে?'

'আত্মহননের পথে।'

'সৈন্যাধ্যক্ষ!'

'এ কথা সম্পূর্ণ সত্য মহারাজ। তৃতীয় দিন প্রভাতে দেখা গেল আপন পরিধেয় বস্ত্রটি রজ্জু আকারে নিজ কণ্ঠে ফাঁস লাগিয়ে প্রাচীন গুহার একটি উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।'

স্তব্ধবাক হয়ে ক্রিয়োন কয়েক দণ্ড সময় নিলেন। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মত ধীরে ধীরে বললেন, 'মেয়েটা মায়ের মৃত্যুই বেছে নিল। ভবিতব্য কে পারে খণ্ডাতে! আমাদের আর কি করার থাকতে পারে!'

'মহারাজ।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তার সংকারের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। অন্তত পলিনাইসেসের মত তাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ফেলে দেওয়া হবে না। ঠিক আছে তার দেহটি রাজসভায় আনার ব্যবস্থা করুন।'

'মহারাজ।'

'আমার আদেশ কি আপনি শুনতে পাননি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, পেয়েছি। অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করা হবে। কিন্তু সংবাদ এখানেই শেষ নয়।'

'আরো কিছু সংবাদ দেবার আছে?'

'সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক সংবাদ সেইটাই।'

ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে ফিরে তাকালেন ক্রিয়োন, 'সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক? কি তা?'

'যুবরাজ আইমোন—'

এই একটি মাত্র নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়োনের বক্ষস্থলে যেন ভূমিকম্পের গুরুগুরু শব্দ বেজে উঠল, প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, যুবরাজ আইমোন, থিবিসের ভাবি রাজা, কি হয়েছে তাঁর?'

'তিনিও—'

সৈন্যাধ্যক্ষকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে সজোরে তাকে চপেটাঘাত করে ক্রিয়োন বললেন, 'তিনি কি করেছেন—'

'ঐ একই পথ অনুসরণ করে—'

আর শোনার মত মানসিক স্থৈর্য তাঁর ছিল না। এক লহমার মধ্যে কক্ষ পরিত্যাগ করে ছুটলেন অশ্বশালায়। সর্বাপেক্ষা দ্রুত

ধাবমান একটি অশ্বপৃষ্ঠে চেপে উন্মত্ত খ্যাপা বাতাসের মত প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। পশ্চাতে রইল ঘূর্ণায়মান ধূলিঝড়।

সৈন্যাধ্যক্ষর বর্ণনা প্রতিক্ষেপেই সত্য। একটির পর একটি গুহা অতিক্রম করে রাজা এসে থামলেন শেষ গুহাবর্ত্মে। পরনের বহুমূল্যবান বস্ত্রটি দিয়ে গলায় ফাঁস পরিয়েছে একদার রাজকন্যা আন্তিগোনে। মৃত্যুর শীতলস্পর্শে তার দেহটি নিথর। কিন্তু তার মুখাবয়বে নেই কোন বিকৃতি। আর, আপন সজল আঁখিদুটি পরিষ্কার করে রাজা দেখলেন আন্তিগোনের বুকের পরে শায়িত যুবরাজ আইমোন।

কণ্ঠের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে তিনি ডাকলেন, 'আইমোন, বাছা আইমোন।'

কিন্তু কে দেবে সাড়া? কে আবার ছুটে এসে পিতৃসম্ভাষণে হৃদয় ভরিয়ে দেবে? কেননা, এ ডাক শোনার অনেক পূর্বেই তার আইমোন চলে গেছে তার দয়িতার কাছে, বক্ষে আমূলবিদ্ধ তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিয়ে।

ছুটে গেলেন ক্রিয়োন পুত্রের মৃতদেহের কাছে। মৃত্যুর পূর্বে আপন প্রিয়াকে দুহাতে বেষ্টন করেছিল এক পবিত্র প্রেমিক।

নিমেষে তিনি টেনে নিলেন আমূলবিদ্ধ ছুরিকাটি পুত্রের বক্ষস্থল হতে। অনুদ্গত কিছু রক্তধারা নির্গত হতে থাকল। ভিজিয়ে দিল ক্ষতস্থানটি।

তারপর, মৃত্যু ও মিলনের বাসর ক্ষেত্র হতে তুলে নিলেন সন্তানকে আপন বক্ষে।

কখন যেন সন্ধ্যা নেমেছিল, সে খেয়াল নেই রাজার। একের পর এক গুহাপথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত আকাশের

নিচে। আজ, আকাশের বুকে নেই কোন তারকার দ্যুতি। চাঁদও অনুপস্থিত। নিকষ কালো আকাশের আজ কোন সঙ্গী নেই। সঙ্গী নেই মহারাজ ক্রিয়োনেরও।

তারপর, একাকী, সেই সন্ধার অন্ধকারে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের নিথর দেহটি আপন বক্ষে স্থাপন করে এগিয়ে চললেন রাজা, আপন প্রাসাদ উদ্দেশ্যে।

হায় নিয়তি! হায় বিধাতা! কি নির্মম তোমার পরিহাস! কি নিষ্ঠুর তোমার ভাগ্যচক্রের খেলা। সে রহস্যময় খেলার বিন্দু-বিসর্গ যদি অর্বাচীন মানুষ ঘুণাক্ষরেও টের পেত পূর্বাহ্নে, তাহলে হয়ত রাজা ক্রিয়োন প্রাসাদ অভিমুখে রওনা না হয়ে চলে যেতেন অন্য কোনখানে।

কিন্তু তা বোধহয় হয় না। তাই পুত্রের রক্তস্রোত আপন বক্ষে ধারণ করে মহারাজ ক্রিয়োন এগিয়ে চললেন রাজপ্রাসাদ অভিমুখে। পাত্রমিত্র সভাসদ আর থিবিসের অগণিত জনতা তখন উদ্‌গ্রীব চিত্তে রাজার জন্য অপেক্ষা করছেন, আরো এক ভীষণ মর্মান্তিক সংবাদ পরিবেশনের জন্যে। রাণী এউরুদিকে, রাজা ক্রিয়োনের ধর্মপত্নী, প্রাণাপেক্ষা পুত্র আইমোনের মৃত্যু সংবাদে শোকবিহ্বল হয়ে আত্ম-ঘাতিনী হয়েছেন!·········

আরো একবার নেমে এল থিবিসের অভিশপ্ত রাজসিংহাসনে, মহাশ্মশানের স্তব্ধতা।



বিড়ম্বিতা

শৈশব থেকেই পেলোপিয়ার মনটি ছিল ফুলের মতো পবিত্র। জগতের যা কিছু সুন্দর তার প্রতি ছিল তার অন্তরের নিবিড় আকর্ষণ। পাখির গান, নদীর কুলুধ্বনি অথবা সবুজ শ্যামলিমার নরমবর্ণ শোভা তাকে কোথায় যেন দূরদূরান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। চন্দ্রালোকিত নির্জন রাতে সে একাকিনী বসে থাকত প্রাসাদ অলিন্দে। নয়ন ভরে অপরূপ রাতের সুধা পান করত। রাতের নিস্তব্ধতা থেকে সে আহরণ করত জীবনের অমৃত, মনে মনে আঁকত অপার শান্তির ছোট্ট একটা ছবি।

পেলপ্‌স বংশের কন্যা হয়েও তার মনে ছিল না কোন রাজকীয় আকাঙ্ক্ষা। 'বরং মনেপ্রাণে সে রাজবিলাস পরিহার করতেই ভালবাসত। সহজ সরল এবং সুন্দর আকাঙ্ক্ষাহীন সবুজ জীবনের স্বপ্নই ছিল তার জীবনধারনের ব্রত।

তবু জীবনের কি বিচিত্র পরিহাস! মানুষের ভাগ্য নিয়ে নিয়তির অবিরাম অদ্ভুত ছিনিমিনি খেলার প্রয়াস। যে পেলোপিয়া মনে-প্রাণে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল অর্থহীন রাজকীয় 'কোলাহল,

রাজনীতির জটিল ঊর্ণনাভ, চেয়েছিল একটুখানি ছোট্ট নির্জনতা. অলক্ষ্যের বিধাতা তাকেই নিয়ে গেল রাজ দ্বন্দের আবর্তে।

গ্রীক পুরাণের এক ট্র্যাজিক নায়িকা। ভাগ্যবিড়ম্বিতা পেলোপিয়া। সাধ্বী পেলোপিয়া। দ্বন্দ্বের শুরু ক্ষমতা এবং সিংহাসন প্রাপ্তির লোভ থেকে। পেলোপিয়ার জন্মেরও আগের কথা।

দেবরাজ জিউসের দৌহিত্র এবং টান্টালাসের পুত্র পেলপ্‌স। পেলপ্‌স এর দুই সন্তান। আত্রেয়ূস আর থিয়েস্টেস। একই পিতার ঔরসজাত সন্তান হয়েও তাঁরা দুজন ছিলেন চির বৈরী। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা একে অপরের অনিষ্ট সাধন করেছেন। চেয়েছেন অপর পক্ষের নিধন।

· শত্রুতার প্রথম সূত্রপাত একটি অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

বীর ভোগ্যা বসুন্ধরার দিন তখন। সুন্দরী নারীরা বীরপুরুষকেই বরণ করতে অভ্যস্ত। আর সুন্দরী নারীর প্রতি পুরুষের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। সে আকাঙ্ক্ষার আজও শেষ নেই। গ্রীক পুরাণেও এ ঘটনার নজির সর্বত্র। স্বয়ং জিউসই যেখানে নারীর প্রতি চিরদুর্বল সেখানে অন্যেরা সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহারে কেনই বা পিছিয়ে থাকবেন !

প্রবাদপুরুষ জিউসের বংশধর হয়ে পেলপ্‌সও পিছিয়ে রইলেন না। নারী স্বাধীনতার কোন অবকাশ সেদিন ছিল না। একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম গ্রহণ যেন পুরুষের ভোগ্যা হবার কারণেই। পুরুষের উদগ্র কামনার ইন্ধনে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাদের নিজেদের আহুতি দিতেই হতো। দেবী অথবা মানবী, অপ্সরা অথবা পরীদের দল, কেউই শক্তিমান পুরুষের লোলুপতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেননি।

অপ্সরা আসটিয়োছে। অসামান্যা রূপসী। বহু সুন্দরী রমণীর ঈর্ষার কারণ সে। এ হেন নারী স্বভাবতই পুরুষের কামনার কাছে উদ্দিষ্ট হয়ে উঠবে তা কিছু বিচিত্র না। অবশ্য আসটিয়োছে

নিজেই ঝাঁপ দিল অনিন্দ্যকান্তির এক রূপবান পুরুষের চরণতলে। কেবল পুরুষেরাই যে নারীদের গ্রাস করত তা নয়, নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর এবং বীরপুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে ভালবাসত।

জিউসবংশধর পেলপ্‌স ছিলেন অসাধারণ রূপের অধীশ্বর। তাঁর রূপখ্যাতি সর্বজনবিদিত। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনীও বেশ প্রচলিত। সমকামিতার জ্বলন্ত উদাহরণ বিশেষ। সমুদ্র দেবতা স্বয়ং পসেইডন একবার কিশোর পেলপস্‌এর রূপে বিভোর হয়ে পড়লেন। পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের আসক্তি অতি সাধারণ ঘটনা। পৃথিবীতে যতদিন সূর্য চন্দ্রের কিরণ বর্ষিত হবে ততদিন নারীপুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটবেই। কিন্তু সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণবোধ কিছুটা অভিনব এবং অপেক্ষাকৃত বিরল ঘটনা। পেলপ্‌স এর পুরুষ সৌন্দর্য পসেইডনকে কামনাতুর করে তুলেছিল। পুরুষ হয়েও তিনি পেলপ্‌সকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর ভালবাসা এবং কামনা এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে তিনি কৌশলে পেলপ্‌সকে অপহরণ করে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।

অতএব এ হেন রূপবান পুরুষ যে স্বাভাবিক কারণেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন তা আশ্চর্যের কিছু না। আসটিয়োছেও প্রেমে বিভোর হল রূপবান পেলপ্‌স-এর। প্রথম দর্শনেই আসটিয়োছের চোখে নেমে এল স্বপ্নপ্রভঞ্জন। তার কেবল মনে হল এ পুরুষকে না পেলে জীবনই বৃথা। কম যাননি পেলপ্‌সও। কারণ আসটিয়োছেও অসামান্যা রূপসী। তিনিও পাগল হলেন আসটিয়োছের কারণে।

প্রেমের কারণে সর্বস্ব ত্যাগের ঘটনা গ্রীকপুরাণে পাওয়া যায়। প্রেম এবং আত্মবিসর্জন কোন বিচিত্র সংবাদ না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেম অনৈসর্গিক জগতের সন্ধানে ব্যাপৃত হত না। অধিকাংশ পুরুষ এবং নারীর কাছে তদানীন্তন প্রেমের সংজ্ঞা ছিল ইন্দ্রিয় সুখ এবং লালসা নিবৃত্তি। অন্তত যে সব ক্ষেত্রে নরনারী প্রথম দর্শনেই প্রেম

নামক অলীক বস্তুতে আসক্ত হত। প্রায়শঃই দেখা যেত দৈহিক সুখ এবং কামনা সমাপ্তির পরই প্রেমিক প্রেমিকা তাৎক্ষণিক আকর্ষণের মোহ কাটিয়ে আপনাপন কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেছে। পেলপ্‌স এবং আসটিয়োছেও সং প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন না। উভয়েই উভয়ের রূপের প্রভঞ্জনে দগ্ধ হয়েছিলেন। তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির পরই আবার তাঁরা স্বস্ব ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কিন্তু অপরিণামদর্শী এই প্রেম এবং মিলনের ফল বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। যথাসময়ে আসটিয়োছে বুঝতে পারল সে গর্ভবতী। তার গর্ভ পেলপ্‌স এর পুত্র সন্তানে স্ফীত।

যদিও পরবর্তীকালে পেলপ্‌স তাঁর ক্ষণকালের প্রেমিকার গর্ভজাত সন্তানকে অস্বীকার করেননি, তবু এই মিলনজাত সন্তান ক্রিসিফাস গ্রীকপুরাণে অবৈধ সন্তান হিসেবেই পরিচিত। এবং এই অবৈধ সন্তানটি নিজের অজ্ঞাতেই ভবিষ্যৎ কালে এক নিষ্পাপ সুকুমারীর দুঃখের পরোক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচিত।

হিপ্পোডামিয়া ছিলেন পেলপ্‌স-এর বৈধ পত্নী। কোন বিবাহিতাই স্বামীর প্রেমিকাকে পছন্দ করেন না। না পৌরাণিক যুগে না বর্তমানের সুসভ্য আধুনিক পৃথিবীতে। আপন পুরুষের প্রতি নারীর একাধিপত্য এবং অন্য নারীর কারণে ঈর্ষাবোধের কোন তারতম্য নেই তাবৎ কালের মধ্যে। দেবীরাও ঈর্ষানুভূতির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। স্বয়ং জিউসপত্নী হেরাও কি কম কাণ্ড ঘটিয়েছেন? জিউসের ল্যাম্পট্য দোষ সুবিদিত। এবং সেই কারণে হেরার কোপানলে কত নিরীহ রমণীকে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে বারংবার।

অবৈধ প্রেমের কারণে হিপ্পোডামিয়া ছিলেন স্বামীর প্রতি রুষ্ট। এবং নিশ্চিত কারণেই তিনি তাঁর স্বামীর গোপন প্রেমের পরিণাম অবৈধ সন্তান ক্রিসিফাসকে কখনই সুনজরে দেখতে পারেন নি। পেলপ্‌স অগোচরে হিপ্পোডামিয়া তাঁর দুই সন্তানের সাহায্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

ষড়যন্ত্রের আরও একটি কারণ ছিল। হিপ্পোডামিয়া অনেক-দিনই লক্ষ্য করেছিলেন ক্রিসিফাস নামের এই সুদর্শন সন্তানটি যেন পেলপ্‌স-এর নয়নের মণি। অপত্য স্নেহের সবটুকুই যেন এই সন্তানের উপরেই বর্ষিত হত। অথচ তাঁর অপর দুই বৈধ সন্তান আত্রেয়ূস এবং থিয়েস্টেসের প্রতি রাজার আকর্ষণ অনেক কম। এর দুটি কারণও অনুমান করেছিলেন হিপ্পোডামিয়া।

পেলপ্‌স এবং আসটিয়েছের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলেও রাজা হয়ত তখনও সুন্দরী প্রিয়তমাকে ভুলতে পারেননি। এবং সেই কারণেই উভয়ের মিলনের পরিণাম ক্রিসিফাসকে তিনি আঁকড়ে রেখেছেন। এর ফলভোগ হয়ত ভবিষ্যতে মারাত্মক হতে পারে এমন অনুমান করতেও হিপ্পোডামিয়ার অসুবিধা হয়নি। ঐ সুন্দর শিশুটিই হয়ত ভবিষ্যতে পেলপ্‌স আসটিয়াছের পুনর্মিলন ঘটাতে পারে। এছাড়াও রয়েছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ। ক্রিসিফাসের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণতা তার নিজের সন্তানদের সিংহাসন হতে বিতাড়িত করতে পারে। আর কোন রকম ঝুঁকি নিলেন না রাণী হিপ্পোডামিয়া। আত্রেয়ূস ও থিয়েস্টেসের সাহায্যে তিনি এক গভীর রাতে হত্যা করলেন ক্রিসিফাসকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে নিজের অজ্ঞাতেই ক্রিসিফাস ভবিষ্যতের একটি অবাঞ্ছিত ট্র্যাজিক ঘটনার পরোক্ষ কারণ হয়েছিল।

ক্রিসিফাসের মৃত্যু ভাবীকালের সেই ঘটনার অঙ্কুরই প্রতিষ্ঠিত করল। ক্রিসিফাসের শোচনীয় মৃত্যুর পরই শুরু হল প্রতিক্রিয়া। রাণী হিপ্পোডামিয়া অন্তরালে থাকার জন্য সমস্ত দোষ বর্তালো দুই রাজকুমারের উপর। এলিসের সমস্ত নাগরিক একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাল। রাজার কাছে দরবার করল বিনা কারণে নিরীহের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতে হবে। এবং এর জন্য তারা দায়ী করল দুই রাজকুমারকে। স্বয়ং পেল্‌পসও প্রিয় পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ। অতএব তিনিও হত্যাকারীর বিচার ও

শাস্তির জন্য দুই কুমারকে রাজসভায় উপস্থিত হতে আদেশ দিলেন।

একদিকে জনরোষ, অন্যদিকে রাজ এবং পিতৃক্রোধ। অচিরেই দুই ভাই এলিস ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পলায়ন করলেন। আশ্রয় নিলেন মাইসেনিতে।

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে আত্রেয়ুস ছিলেন অনেক বেশী বিচক্ষণ এবং করিতকর্মা। তিনি যখন মাইসেনিতে পৌঁছলেন মাইসেনি তখন বিপর্যস্ত, রাজকোলাহলে। যুবরাজ য়ুরিসথিয়াস সিংহাসনচ্যুত। নিজের প্রতি প্রচণ্ড আস্থাশীল আত্রেয়ুস য়ুরিসথিয়াসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন হৃত সিংহাসন দখল করে ফিরিয়ে দেবেন যুবরাজকে। কিন্তু পরিবর্তে চাইলেন বিশ্বকর্মা হেফাস্টাস নির্মিত একটি রাজদণ্ড। এই রাজদণ্ডের অতীত ইতিহাস ছিল। একদা পেলপস্‌ই এই রাজদণ্ডটি আত্রেয়ুসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটি আত্রেয়ুসের হস্তচ্যুত হয়। এবং মাইসেনিতেই তা রয়ে যায়।

কি ভাবে এবং কেমন করে সেটি আত্রেয়ুসের হস্তচ্যুত হয় সে এক বিশদ কাহিনী। সে কাহিনীর বিবৃতি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

যুবরাজ য়ুরিসথিয়াস আত্রেয়ুসের প্রস্তাবে রাজী হলে আত্রেয়ুস প্রায় নিজ ক্ষমতা এবং দক্ষতায় মাইসেনির সিংহাসন দখল করলেন। ফিরিয়ে দিলেন য়ুরিসথিয়াসকে তাঁর সিংহাসন। পরিবর্তে পেলেন হারানো রাজদণ্ড। রাজদণ্ড ফিরে পাবার পরই আত্রেয়ুস বিবাহ করলেন ক্লিয়োলাকে। ক্লিয়োলা ছিলেন স্বল্পায়ু। প্লিসথেনাস নামে একটি শিশুর জন্মদানের পরই ক্লিয়োলার মৃত্যু ঘটে।

ক্ষমতালোভী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজপুরুষেরা এক স্ত্রী গত হলে চিরকাল একনিষ্ঠ স্বামী হিসেবে বেঁচে থাকতে পারেন না। পারলেন না আত্রেয়ুসও। ক্লিয়োলার মৃত্যুর পরই তিনি বিবাহ করলেন ইরোপীকে। আর এই ইরোপীর গর্ভেই গ্রীকপুরাণের তিন বিখ্যাত সন্তানের জন্ম হয়। আগামেমনন, মেনেলাস এবং অ্যানাকসিবিয়া।

গ্রীক পুরাণের সমস্ত কাহিনীই বড় জটিল। শাখা-প্রশাখায় তারা বহুদূর বিস্তৃত। প্রতিটি চরিত্রই ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় তৈরী করেছে নিজেদের জীবনবেদ। আর সেই সবকিছু নিয়েই গ্রীসের প্রাচীনতা। সংস্কৃতি। গ্রীসের ধ্রুপদী সাহিত্যের উৎসমূল। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারক গ্রীসের মহাকাব্য। রামায়ণ মহাভারতের মতই বিরাট এর ব্যাপ্তি। বিশাল এর পটভূমি।

প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে প্রতিটি ঘটনার যোগসূত্র দেখে মনে হয় অলক্ষ্যের বিধাতাপুরুষ অতি নিপুন দক্ষতায় নির্মাণ করেছেন এক মহাকাব্য। সাজিয়েছেন ঘটনার পরম্পরা। আঙ্কিক নিয়মে ঘটনা স্রোত যেন নেমে এসেছে একই উৎসমূল হতে। একটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনার কার্য কারণ সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ প্রত্যেকটি ঘটনাই স্বয়ংসম্পুর্ণ। প্রত্যেকটি ঘটনাই আপনাপন গতি অনুসরণ করেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

ক্রিসিফাসের জন্ম একটি সহজ এবং সাধারণ ঘটনা। তার মৃত্যুও রাজপরিবারের তুচ্ছ একটি কাহিনী। অথচ এই সামান্য কাহিনীই ভবিষ্যতের একটি বড় ঘটনার বীজ বপন করে রাখল। মাতৃ প্ররোচনায় আত্রেয়ুস এবং থিয়েস্টেস ক্রিসিফাসের মৃত্যু ঘটালেন। জনরোষ এবং রাজরোষে বিতাড়িত হলেন আপন রাজ্য হতে। আশ্রয় নিলে য়ুরিথিয়াসের কাছে। রাজপরিবারে এমন ঘটনা কতবারই না ঘটেছে। কিন্তু আশ্রয়দানকে কেন্দ্র করে শুরু হল ভ্রাতৃকলহ। সবই যেন নিয়তির পূর্বকল্পিত ঘটনামালা। নইলে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর হঠাৎ মাইসেনিই বা কেন নায়কহীন হবে? মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই য়ুরিথিয়াসের মৃত্যু ঘটল। সাধাবণ মৃত্যু।

এতদিন যা ছিল তা অতি স্বাভাবিক। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও ছিলনা কোন অসদ্ভাব। কিন্তু য়ুরিথিয়াসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল দ্বন্দ্ব আর কোলাহল।

নায়কহীন মাইসেনির শূন্য সিংহাসন অধিকার করলেন সুযোগ-সন্ধানী আত্রেয়ুস। নিজেকে তিনি রাজা হিসেবে ঘোষণা করলেন। ক্রিসিফাসের হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে য়ুরিসথিয়াসের হৃতসিংহাসন উদ্ধার পর্যন্ত থিয়েস্টেস ভ্রাতার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই সহযোগিতা করেছিলেন। এমন কি দুঃখটুকুও সমভাগে ভাগ করে এলিসের রাজসিংহাসন ছেড়ে থিয়েস্টেসও ভ্রাতৃসহগামী হয়েছিলেন। কিন্তু সুখের মুহূর্তে আত্রেয়ুসের স্বার্থপরতা এবং মাইসেনির সিংহাসন সম্পূর্ণ নিজ কুক্ষিগত করা ও থিয়েস্টেসকে অস্বীকার করাটিকু মেনে নিতে পারলেন না থিয়েস্টেস। শুরু হল ভ্রাতৃকলহ।

পূর্বেই বলা হয়েছে অসংখ্যের এক জীবনশিল্পী নিপুণ এবং সভাগতৎপরতায় এক মহাকাব্যের ঘটনা সাজিয়েছেন। দুই ভ্রাতার কলহ সেই পূর্বনির্দিষ্ট ঘটনার পতিফলন। পেলপ্‌স বংশের প্রতি হার্মেস তনয় মার্টিলাসের অভিশাপ কার্যকারী হবার জন্যেই যেন এই কলহ।

পাঠক, এখনি আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে বহুদিন পূর্বের আর একটি ঘটনায়। অনিন্দ্যকান্তি পেলপ্‌স তখন সদ্য যুবক। তাঁর রূপের খ্যাতি জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। পেলপ্‌স সেদিন রাজা নন। তিনি তখন অসংখ্য স্বপ্ন দেখা এক যুবক মাত্র। বাহুতে আছে শক্তি, হৃদয়ে আছে স্বপ্ন, দেহে আছে সৌন্দর্য, মনে আছে সুন্দরী রমণীর প্রতি আসক্তি। অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে তিনি এক সাধারণ গ্রীসিয়ান। আর তাঁর বংশপরিচয় গৌরবের। স্বয়ং জিউসের তিনি বংশধর।

এলিসের সিংহাসনে তখন রাজা অয়নোমাউস। প্রবল তাঁর প্রতিপত্তি। বিশাল তার বাহুবল। এবং এলিসের শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজা অয়নোমাউসের মনে ক্ষোভ ছিল না। ছিল না অপ্রাপ্তিজনিত কোন হতাশা বোধ। এবং এলিসের সিংহসনে বসে তিনি এক গর্বিত ও সুখী রাজন।

কিন্তু সুখের মধ্যেও দুঃখের স্পর্শ থেকে থাকে। সুখের গভীরে দুঃখ থাকে লুকিয়ে। এবং সেই লুক্কাইত দুঃখ একদিন আত্মপ্রকাশ করে। সুখ আর দুঃখ যেন যমজ ভাই।

এক গভীর রাত্রে সহসাই তাঁর সুখনিদ্রার অবসান ঘটল। গভীর নিশার বক্ষপট ভেদ করে অয়নোমাউসের উদ্দেশে উচ্চারিত হল এক মর্মন্তুদ ভবিষ্যৎ বাণী। যা ছিল রাজা অয়নোমাউসের স্বপ্নেরও অতীত।

সুখী অয়নোমাউসের অন্যতম সুখের কারণ ছিল কন্যা হিপ্পোডামিয়া। পরমাসুন্দরী এই কন্যাটি যেন রাজবংশের দুষ্পাপ্য একটি মণিরত্ন বিশেষ। হিপ্পোডামিয়া এতই রূপবতী ছিলেন যে অতি অল্প বয়েসেই বহু রাজপুরুষ তাঁর রূপ লুব্ধ হয়ে তাঁকে স্ত্রী রূপে পেতে চেয়েছিলেন। লোকমুখে কন্যার রূপস্তুতি শুনতে অয়নোমাউসের ভালই লাগত। মনে মনে এই কন্যার কারণে তিনি বেশ গর্বিতই ছিলেন। তিনি তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে হিপ্পোডামিয়ার প্রহরী করে রাখতেন। রক্ষা করতেন নয়নের মণির মতো।

গ্রীক পুরাণে ভবিষ্যৎ বাণী এবং দৈবআদেশ বরাবরই অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিক্ষেত্রেই ভবিতব্য মানা এবং তা পালন করার কারণে বিরাট ঘটনা ঘটানো ছিল স্বাভাবিকতা। গ্রীকপুরাণের আদ্যান্তে মনে হয় বিধিনির্দেশ ছাড়া কোন চরিত্রই সম্পূর্ণ না। তাদের গতিবিধিও দৈবনিয়ন্ত্রিত। নইলে যে হিপ্পোডামিয়া ছিলেন অয়নোমাউসের আনন্দ, সেই হিপ্পোডামিয়াই একটিমাত্র ভবিষ্যত বাণীর কারণে হয়ে উঠলেন ত্রাসের প্রতিমা।

অয়নোমাউসের প্রতি সুস্পষ্ট দৈববাণী উচ্চারিত হল, তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা এবং অপরূপা কন্যাই হবেন তাঁর মৃত্যুর কারণ। কন্যার কোন এক প্রণয়ী অথবা স্বামীর হস্তে অয়নোমাউস হবেন নিহত।

আসলে মানুষ যে নিজেকেই ভালোবাসে সব থেকে বেশী। সেখানে মাতাপিতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কেউ কিছু না। অয়নোমাউসের

ক্ষেত্রেও তাই প্রতিফলিত হল। দীর্ঘদিনের ধ্যানধারণা, কন্যার প্রতি স্নেহ নিমেষে হল পরিবর্তিত। জীবন একদিন নাশ হবেই। তবু সেই জীবননাশের কারণে ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তিত হলেন অয়নোমাউস। আসলে প্রাণী মাত্রেই মৃত্যুর সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে জীবনের কথা চিন্তা করে বলেই বোধহয় জীবন এত বিচিত্র এবং গতিময়।

তিনি স্থির করলেন হিপ্পোডামিয়ার অসংখ্য পাণিপ্রার্থীকে নির্মূল করবেন। কিন্তু সাধারণভাবে তা সম্ভব না। প্রযোজন কৌশলের। এবং অচিরেই তিনি একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন।

দৈব অনুগ্রহে অয়নোমাউস একটি বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। বায়ুগতি সম্পন্ন বেশ কিছু শক্তিমান অশ্বের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। অশ্বগুলি একান্তই তাঁব নিজের। পৃথিবীর কোন দুরন্ত গতি সম্পন্ন অশ্ব দৈবঅনুগৃহীত এই অশ্বগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারত না। এমনকি বেশ কিছু ব্যবধানের পিছনে থেকেও তিনি প্রতিযোগিতায় জয়ী হতেন।

অয়নোমাউস সহসা ঘোষণা করলেন কন্যার বিবাহ দেবেন। কিন্তু যেহেতু কন্যার অসংখ্য পাণিগ্রাহী সেই হেতু তিনি একটি অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। যে কোন যুবাপুরুষই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিযোগীকে অবশ্যই রাজা অয়নোমাউসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। অলিম্পাস থেকে করিন্থের ইস্‌থুমাস পর্যন্ত এই দৌড়ের খেলা। যদি কোন যুবক রাজাকে দৌড়ের মাঠে পরাস্ত করে ইস্‌থুমাস পৌঁছতে পারে সেই পাবে তাঁর অপরূপা কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে। আর যদি পাণিপ্রার্থী যুবক পরাজিত হয় তাহলে তাকে রাজার হস্তে ভল্লাঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

অয়নোমাউসের অভিসন্ধি অন্য কেউ বুঝে উঠতে পারেননি। এমনকি কন্যা হিপ্পোডামিয়াও না। কিন্তু বুঝেছিলেন রথচালক

মার্টিলাস। হারমেস তনয় মার্টিলাস। কিন্তু এ সম্বন্ধে মার্টিলাস ছিলেন সম্পুর্ণ নির্বিকার। অয়নোমাউস একাধারে তাঁর বান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। রাজপরিকল্পনায় তিনি কোন বাদ সাধেন নি। কিন্তু তিনি যুবকদের পরিণাম জানতেন।

অয়নোমাউসের পরিকল্পনা সার্থক হল। তিনি চেয়েছিলেন হিপ্পোডামিয়ার পাণিপ্রার্থীদের নিধন। এবং তাঁর বিবাহ না দেওয়া। একের পর এক সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

প্রতিটি দৌড়ের পূর্বে অয়নোমাউস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে অগ্রাধিকার দিতেন। কারণ তিনি জানতেন পৃথিবীর কোন অশ্বশক্তির ক্ষমতা নেই তাঁর অশ্বকে পরাজিত করতে পারে। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে তিনি যুবকদের পশ্চাৎ হতে অতিক্রম করতেন এবং ঠিক অতিক্রমের মুহূর্তে নিপুণ ভল্লাঘাতে তাদের পৃষ্ঠ ভেদ করতেন।

এদিকে যখন হিপ্পোডামিয়ার বিবাহের কারণে বেশ কিছু যুবকের মৃত্যু ঘটছে তখন অন্য আর এক প্রান্তে চলছে হৃদয়ের খেলা।

হিপ্পোডামিয়ার রূপের সংবাদ পেলপ্‌সও পেয়েছিলেন। জন মুখে প্রচারিত রূপনন্দিনীকে চাক্ষুস দেখার বাসনা তিনি ছাড়তে পারলেন না। কিন্তু রাজনন্দিনীর দেখা পাওয়া সহজসাধ্য না। বিশেষ, বর্তমানে রাজা অয়নোমাউসের নির্দেশ হিপ্পোডামিয়া কোন পুরুষের দৃষ্টিগোচরে আসতে পারবেন না। এজন্য প্রহরীদের প্রতিও ছিল কঠোর নির্দেশ।

তবু বাসনা যেখানে অদম্য, নিষেধের বেড়াজাল সেখানে আকাঙ্খিতকে দমিয়ে রাখতে পারে না। দেখা হলো দুজনের। এক অপরাহ্নে। রাজ উদ্যানে তখন রাজকন্যা অলস ভ্রমণে ব্যস্ত।

দুজনেই মুগ্ধ হলেন দুজনকে দেখে। দুজনেই অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী। দুজনে যেন দুজনের জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একে যেন অপরের পরিপূরক। উভয় উভয়কে দেখার পরেই পরস্পরকে হৃদয় দিলেন। মনে-প্রাণে একে অপরকে চাইলেন। কিন্তু মুহূর্তেই

শঙ্কিত হলেন হিপ্পোডামিয়া। তাঁদের মিলন সহজসাধ্য না। বরং তা অসম্ভবের পর্যায় পড়ে।

রাজ ঘোষিত শর্ত বড় কঠিন এবং কঠোর। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস রাজশক্তিকে লঙ্ঘন করতে পারে না। পরস্পরকে চাওয়া যতই তীব্র হোক না কেন, চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে ব্যবধান দুস্তর। পেলপ্‌স যতই রূপবান পুরুষ হোন না কেন, যতই কেন হিপ্পোডামিয়ার হৃদয়ের সাম্রাজ্য দখল করুন, অয়নোমাউস ঘোষিত শর্ত মেনেই তবে তাদের মিলন সম্ভব। হিপ্পোডামিয়া জানেন সে একরকম অসম্ভব। পিতাকে ঘোড়দৌড়ে পরাস্ত করে এই যুবক কিছুতেই তাঁকে জয় করতে পারবেন না। অথচ এই যুবককে তাঁর চাই। একে ছাড়া জীবন বৃথা। এমন রূপবান পুরুষের মৃত্যুচিন্তায় শিহরিতা হলেন হিপ্পোডামিয়া। করুণ চোখ মেলে তিনি তাকালেন পেলপ্‌স এর দিকে। পেলপ্‌স তখনও নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন, সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, 'এমন করে কি দেখছেন সুনয়না?'

'আপনাকে। আর আপনি?'

'আপনার কথার প্রতিধ্বনি আমি।'

ম্লান হাসলেন হিপ্পোডামিয়া। সে হাসিতে বোধ করি প্রাণের অভাব ছিল। সামান্য বিস্মিত হয়ে পেলপ্‌স বললেন, 'যদিও আপনার হাসিটি বড়ই সুন্দর। তবু কোথায় যেন কিসের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আপনি কি কোন কারণে বিষাদমগ্না?'

সহসা উত্তর দিলেন না হিপ্পোডামিয়া। ক্ষণিক নীবরতার পর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি কি রাজাদেশ শোনেন নি?'

'হ্যাঁ সুতনুকা, শুনেছি বৈকি!'

'তাহলেও কি আপনি বলবেন আমার বিষাদের কোন কারণ নেই?'

'আমি বুঝতে পারছি না এতে আপনার বিষাদের কি কারণ থাকতে পারে। রাজা অয়নোমাউস তো অসঙ্গত শর্ত আরোপ করেন

নি। তিনি উপযুক্তের হাতেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে চান। যে কোন রাজাই তাই চাইবেন।'

পুনর্বার নীরব হলেন হিপ্পোডামিয়া। মনে মনে ভাবলেন, হায় যুবক তুমি জাননা সে কতো কঠিন শর্ত। রাজার অশ্বকে পরাজিত করা কোন অশ্বারোহীর পক্ষে সম্ভব না। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অর্থ বড়ই ভয়াবহ।

'কি এত চিন্তা করছেন, হিপ্পোডামিয়া ?'

'আমি—'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি যে তোমাকে হারাতে চাই না পেলপ্‌স।'

'সে তো আমিও না, হিপ্পোডামিয়া। তাই আমিও স্থির প্রতিজ্ঞ।'

'কিসে ?'

'রাজ ঘোষিত শর্ত মেনেই আমি তোমাকে জয় করে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু তা যে অসম্ভব।'

'অসম্ভব ? আমি পেলপ্‌স। আমার শক্তি সম্বন্ধে আমি সজাগ। ভুলে যেও না আমি দেবরাজ জিউসের বংশধর। টাণ্টালাসের পুত্র আমি। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আমি ভয় পাই না।'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু তুমি জান না, বিনা কৌশলে রাজা অয়নোমাউসকে অশ্ব দৌড়ে পরাজিত করা তোমার পক্ষেও অসম্ভব।'

'কেন ?'

'দৈবশক্তিতে শক্তিমান অশ্বগুলি ঝঞ্ঝা অপেক্ষাও প্রবল গতি-সম্পন্ন।

'তাহলে উপায় ? যে কোন কৌশল, যে কোন তৎপরতার বিনিময়ে আমি তোমাকে চাই হিপ্পোডামিয়া। তোমাকে পত্নী হিসেবে না পেলে আমার জীবন বৃথা।'

হিপ্পোডামিয়া কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পেলপ্‌সএর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ধীরে নিজেকে পেলপ্‌স-এর বাহুবন্ধনে

সঁপে দিতে দিতে অস্ফুটে বললেন, 'আমিও যে তোমার উক্তিরই প্রতিধ্বনি।'

প্রহরীদের উপঢৌকনে বশীভূত করে প্রেমিক প্রেমিকা মিলিত হন প্রতিদিনই। উভয়েই স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতের। আর দুজনেই খুঁজতে থাকেন অয়নোমাউসকে কৌশলে পরাজিত করার সূত্র। অবশেষে উপায় স্থির করলেন হিপ্পোডামিয়া। রথচালক মার্টিলাসকে বশীভূত করতে পারলেই অয়নোমাউসকে পরাজিত করা সম্ভব। কিন্তু মার্টিলাসকে প্রহরীদের মত সামান্য উপঢৌকনে বশীভূত করা সম্ভব হবে না। তাঁর জন্যে দরকার বড় কিছু উৎকোচ। তাও ঠিক করলেন প্রেমিক-প্রেমিকা। তারপর একদিন গোপনে উভয়ে সাক্ষাৎ করলেন মার্টিলাসের সঙ্গে। প্রথমে মার্টিলাস রাজী না হলেও শেষপর্যন্ত বশ না মেনে পারলেন না।

সূর্যদেব তখন সদ্য বিদায় নিয়েছেন আপন পরিক্রমা সেরে। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে রাত্রির গভীরে আত্মসমর্পণে চলেছে। নিজ কক্ষে তখন বিশ্রাম করছিলেন মার্টিলাস। এমনি সময়ে প্রেমিক যুগলের আবির্ভাব। রাজদুহিতাকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন মার্টিলাস। কণ্ঠে সেই রেশটুকু টেনেই প্রশ্ন করলেন, 'রাজনন্দিনী হিপ্পোডামিয়া, তুমি এখানে? এই অসময়ে?'

হিপ্পোডামিয়ার কণ্ঠে কোন দ্বিধার রেশ ছিল না। বেশ সহজে আর সাবলীল ভঙ্গিমায় বললেন, 'একটি বিশেষ কারণে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি মার্টিলাস।'

'বিশেষ কারণে? আমার কাছে? বেশ বল, কি সে প্রয়োজনীয় কারণ?'

'আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।'

'আশ্চর্য, রাজা অয়নোমাউসের কন্যা আমার সাহায্যপ্রার্থী?'

'হ্যাঁ মার্টিলাস। আপনি সাহায্য না করলে আমাকে মৃত্যুই বেছে নিতে হবে।'

'রাজকন্যার মৃত্যু আমার কাম্য নয়। বল কি ভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'এই যুবকের নাম পেলপ্‌স।'

এক ঝলক পেলপ্‌সএর দিকে তাকিয়েই মার্টিলাসের চোখের কোণে ফুটে উঠল এক বিজ্ঞ হাসি। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তাহলে এই কন্দর্পকান্তির যুবক তোমার প্রেমপ্রার্থী এবং তুমি তাকে ভালবাস।'

ওষ্ঠপ্রান্তে সলাজ হাসির স্পর্শ নিয়ে হিপ্পোডামিয়া বললেন, 'আপনি বিচক্ষণ, আপনার অনুমান নির্ভুল।'

'কিন্তু এই যুবক যদি তোমার পিতার সম্মুখে তোমার পাণিপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ায় তাকেও তো রাজাদেশ মানতে হবে।'

'রাজার যখন আদেশ, তখন সে আদেশ তো মানতেই হবে।'

'কিন্তু তার পরিণাম?'

'সেই কারণেই তো আপনার কাছে আসা।'

'তুমি নিশ্চয়ই জান হিপ্পোডামিয়া, অশ্বদৌড়ে অয়নোমাউসকে পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব না।'

'জানি। তবু তাঁকে পরাজিত হতেই হবে।'

'তা কেমন করে সম্ভব? তিনি দৈববলে বলীয়ান।'

'অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য প্রয়োজন কৌশলের।'

'কৌশল?'

'হ্যাঁ, কৌশল। আর তা পারেন একমাত্র আপনিই।'

'কেমন করে?'

'আপনি তাঁর রথ সারথী। আপনাকে তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর রথচক্রের লৌহশলাকাটি আপনি পরিবর্তন করবেন। সেই স্থলে রাখবেন একটি মোমশলাকা।'

'না, এ বিশ্বাসঘাতকতা। এ অন্যায়।'

'অন্যায়ের বদলে অন্যায় করাই তো রাজনীতি।'

'তিনি তো কোন অন্যায় করেননি।'

'করেছেন। এবং এখনও করে চলেছেন। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন অশ্বদৌড়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এবং তা নিশ্চিত জানার পরও তিনি কত গুলি তরুণের প্রাণ হরণ করেছেন। একি অন্যায় নয়?'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর মার্টিলাস বললেন, 'হতে পারে। তবে সে অন্যায়ের শাস্তি আমার দ্বারা প্রদত্ত হবে কেন? আমি জানি প্রেম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যায় এবং অশোভন বলে কিছু নেই। কিন্তু অয়নোমাউসের সঙ্গে আমার প্রেম এবং যুদ্ধের সম্পর্ক না। তাঁকে পরাজিত করার মধ্যে আমার কোন স্বার্থসিদ্ধি ঘটছে না।'

এতক্ষণ পেলপস্ চুপ করেই ছিলেন। অতঃপর তাঁর কথা বলার সুযোগ এল।

'একেবারে নিঃস্বার্থের মত আপনাকে এ কাজ করার অনুরোধ নিয়ে আমরা আসিনি মার্টিলাস।'

'তোমার অভিপ্রায় স্পষ্ট করে বল যুবক।'

'অয়নোমাউস পরাজিত হলে এলিসের সিংহাসন হবে আমার। এবং সিংহাসনপ্রাপ্তির পর, এলিসের অর্ধ রাজত্বের অধীশ্বর হবেন মার্টিলাস।

'কিন্তু রাজত্বের জন্যে বন্ধু বিসর্জন?'

'বন্ধুর বিনিময়ে রাজত্ব প্রাপ্তির সংবাদ শোনা যায় না, কিন্তু রাজত্ব প্রাপ্তির পর বন্ধুলাভ বড়ই সুলভ।'

'কথাটি আংশিক সত্য হতে পারে কিন্তু—'

'ভুলে যাবেন না মার্টিলাস, একটি রাজত্ব লাভের জন্য শতশত প্রাণ বিনষ্ট হয় আর এলিসের অর্ধ রাজত্ব মাত্র একটি জীবনের বিনিময়ে —এ কিন্তু সর্বৈব সত্য—।',

বড়ই দ্বিধায় পড়লেন মার্টিলাস। মাত্র একটি জীবনের বিনিময়ে অর্ধরাজত্ব। তাও এমন একটি জীবন যা তাঁর নিজের কন্যার কাছেই মূল্যহীন। হতে পারেন অয়নোমাউস তাঁর বন্ধু কিন্তু হিপ্পোডামিয়াও তাঁর কন্যা। কন্যার কাছেই যখন পিতার জীবনের মূল্য নেই তখন নিছক বন্ধুত্বের জন্য অর্ধরাজত্ব বিসর্জন দেবার কোন অর্থ আছে কিনা এটুকু চিন্তা করার জন্য মার্টিলাস সময় প্রার্থনা করলেন, 'আমাকে, অন্তত একটি রাতের জন্য ভেবে দেখার সময় দাও। কাল প্রত্যুষেই আমি জানাব আমার সম্মতি অথবা অসম্মতি।'

মৃদু হাসলেন পেলপ্‌স। কারণ তিনি মার্টিলাসের দোদুল্যমানতা দেখে বুঝেই নিয়েছেন কি হবে তাঁর সিদ্ধান্ত। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষার সুফল সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময়টুকু দিয়েই ফিরে গেলেন প্রেমিক যুগল।

অলিম্পাস শীর্ষে উপস্থিত হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বীযুগল। অয়নোমাউসের রাজকীয় রথ সুসজ্জিত। রথারূঢ় অয়নোমাউস গর্বিত দৃষ্টি ক্ষেপণ করলেন পিতা আরেজ প্রদত্ত তাঁর ধবলশুভ্র অশ্বগুলির পানে। ফুটন্ত যৌবন এবং তেজোদীপ্ত ভঙ্গিমায় অশ্বগুলি বড় মাপের দৌড়ের জন্য প্রস্তুত। তাঁর ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠল এক নিষ্ঠুর হাসি। ফিরে তাকালেন প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। সত্যই অসাধারণ রূপবান এ যুবক। তাবৎ কালের মধ্যে তিনি এমন রূপবান পুরুষ আর দেখেননি। নিঃসন্দেহে এ যুবা তাঁর কন্যার যোগ্য প্রার্থী। কিন্তু কিছুই করার নেই। দৈববাণী বড়ই নিষ্ঠুর। তাঁর কন্যার প্রেমিক অথবা স্বামীর দ্বারা তিনি হবেন নিহত। নিষ্ঠুর কণ্টক তিনি নিষ্ঠুরতা দিয়েই উৎপাটিত করতে চান। আপন জীবন অপেক্ষা কন্যার জীবন তো আর মূল্যবান হতে পারে না।

অবশেষে দৌড় শুরুর ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রতিবারের মত এবারও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে অগ্রাধিকার দিলেন। নিমেষে পেলপ স-

এর অশ্বটি বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে গেল। পেলপ্‌স কোন রথযান গ্রহণ করেন নি। তিনি মাত্র একটি অশ্ব সম্বল করেই দৌড় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। পেলপ্‌স-এর দ্রুতধাবমান দেহটি যখন বিন্দু-সদৃশ হয়ে গেছে তখনি অয়নোমাউস আদেশ দিলেন মার্টিলাসকে। নিজে তৈরী হলেন তীক্ষ্ণধার ভল্লটি দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করে। কারণ অয়নোমাউস জানেন, অশ্ব অপেক্ষা পবনের শক্তি অনেক দ্রুত। তাঁর অশ্বগুলি নিমেষেই সম্মুখবর্তী যুবককে অতিক্রম করবে। এখন হতে ভল্লটিকে সজাগ না রাখলে তিনি সঠিক মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারেন।

সত্যই অয়নোমাউসের অশ্বগুলি দৈব্যশক্তিতে শক্তিমান। নইলে যা ছিল মাত্র বিন্দু তাই ক্রমশ গোচরে বৃহদাকার ধারণ করছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে পেলপ্‌স-এর ছুটন্ত শরীরটি। অর্থাৎ দূরত্বের ব্যবধান কমছে। কিন্তু যতটা অয়নোমাউস আশা করেছিলেন ঠিক ততটা ব্যবধান দ্রুততর গতিতে কমে আসছিল না। মনে মনে তারিফ করলেন অয়নোমাউস। যুবকের অশ্বচালন পদ্ধতি নিপুণতার পরিচয় দেয়। অন্যান্য সময়ে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করতে পারতেন। কিন্তু এ যুবকের গতি নিঃসন্দেহে তাঁদের অপেক্ষা দ্রুততর। তাগিদ দিলেন মার্টিলাসকে। নিহত যাকে হতেই হবে কিছু পূর্বে হলেই বা ক্ষতি কি?

অবশেষে ব্যবধান কমতে কমতে যখন অয়নোমাউস প্রায় যুবকের কাছাকাছি এসে পড়ছেন তখন কিন্তু দৌড় শেষের প্রান্তভাগ আর বেশী দূর না। মাত্র কয়েক ক্রোশ পথের ব্যবধান। অয়নোমাউসের ভ্রূ রেখায় কুঞ্চন দেখা দিল। সত্যই যুবকের গতি বড় ক্ষিপ্র। তাঁর দৈবপ্রেরিত অশ্বগুলি এখনও পর্যন্ত যুবককে অতিক্রম করতে পারল না। আর মাত্র কয়েক ক্রোশ। তবে কি এ যুবকের কাছে তাঁকে পরাজিত হতে হবে?

কিন্তু এ বিভ্রম ক্ষণিকের জন্য। হ্যাঁ, তিনি স্পষ্টই দেখলেন ইসথুমাসের প্রান্তভাগ যতই নিকটবর্তী হচ্ছে উভয়ের ব্যবধান ততই

কমে আসছে। এখন যুবকের সমস্ত শরীর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর দেরী করা সমীচীন নয়। মুহূর্তের মধ্যে ভল্ল সমেত হস্তটি যুবকের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে তুলে ধরলেন। ঠিক যে মুহূর্তে তিনি যুবককে অতিক্রম করবেন সঙ্গে সঙ্গেই নিক্ষেপ করবেন হস্তধৃত ভল্লটি।

কিন্তু সহসাই অন্য কিছু ঘটে যায়। প্রায় তিনি ভল্লটি নিক্ষেপ করতে উদ্যত, কারণ যুবকের সঙ্গে তখন তাঁর ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ হাতের মত। সহসা অয়নোমাউসের সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠল। এবং তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন তাঁর রথযানটি একপাশে কাত হয়ে আছড়ে পড়েছে মাটিতে। তিনি সম্পূর্ণ ধরাশায়ী। ধরাশায়ী মার্টিলাস। ধরাশায়ী ফুটন্ত যৌবনের প্রতীক শ্বেতশুভ্র অশ্বগুলি। ধুলিলুণ্ঠিত অবস্থায় তিনি করুণ চোখ মেলে দেখলেন অগ্রবর্তী যুবক ইসথুমাসের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে বিজয়ী হয়ে গেল। প্রমাদ গুনলেন অয়নোমাউস। নিয়তিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখলে কেই বা তা না করেন?

সম্ভবত পালাতেই চেয়েছিলেন অয়নোমাউস। তা আর হোল না। তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে যুবক ঠিক তখন তাঁর সম্মুখে। মৃত্যু ভয়ে ভীত রাজা ফিরে তাকালেন বন্ধু মার্টিলাসের দিকে, সাহায্যের আশায়। সহসা একটি চমক তাঁকে সত্য জানতে সাহায্য করল। এমন বিপদের মুহূর্তেও এমন অঘটনের মাঝেও মার্টিলাস আশ্চর্যজনক ভাবে নির্বিকার এবং উদাসীন। আর কিছু বুঝতে তাঁর দেরী হল না। বুঝলেন এসব কিছুই মার্টিলাসের কারসাজি। নইলে তাঁর রথচক্র কখনও এমনভাবে ভেঙে পড়তে পারে না।

অন্য কিছু চিন্তার পূর্বেই যুবকের তীক্ষ্ণধার অসি ফলক আমূল বিদ্ধ করল অয়নোমাউসকে। একবার নয়। অন্তত তিনবার।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সরোষে অভিসম্পাত করলেন অয়নোমাউস, 'মার্টিলাস, মৃত্যুলগ্নে আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, যে কারণে তোমার বিশ্বাস হনন তা কোনদিনও পূর্ণ হবে না।'

অয়নোমাউসের মৃত্যু হল। এলিসের সিংহাসন দখল করলেন পেলপ্‌স। বিবাহ করলেন প্রিয়তমা হিপ্পোডামিয়াকে। দেশ জুড়ে তখন উৎসবের বন্যা। খুশির উৎসব। নতুন রাজার অভিষেক ও রাজকন্যার বিবাহ।

কিন্তু মার্টিলাস? কোথায় তিনি? সমগ্র এই উৎসব যার প্রচ্ছন্ন অবদানেই সম্ভব হয়েছে। না, পৃথিবীর কোথাও তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপকারীর ঋণ নিক্তির ওজনে পরিশোধ করেছেন পেলপ্‌স নামের এক রূপবান এবং রাজ্যলোভী যুবক। ইউবোইয়ার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত গেরাসথুস সমুদ্রের নীল সলিলে তখন তিনি সমাধিস্থ। হ্যাঁ যোগ্য প্রত্যুত্তরই বটে। মার্টিলাস তার পুরস্কার দাবী করলে প্রবঞ্চক পেলপ্‌স তাঁকে বলপূর্বক গেরাসথুসের অশান্ত বক্ষে জীবন্ত নিক্ষেপ করেন।

অয়নোমাউসের মৃত্যুকালীন অভিশাপ ফলবতী হল। বিশ্বাসঘাতকার পরিণাম কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ হল। কিন্তু মার্টিলাসের অন্তিম কালীন অভিশাপ? সে যে বড় ভয়াবহ। বড় শোচনীয়।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অভিশাপ দিলেন মার্টিলাস, যে মহিলার কারণে এবং যে রাজ সিংহাসনের লোভে পেলপ্‌স নিষ্ঠুরের মত মার্টিলাসকে হত্যা করলেন তার পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী। হিপ্পোডামিয়ার মত সুন্দরী স্ত্রীকে পুত্রের কারণে চিরতরে হারাতে হবে। এবং পেলপস্‌ বংশ হবে অভিশপ্ত বংশ। পেলপ্‌স বংশের বংশধরদের রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। তাদের ঘটবে শোচনীয় মৃত্যু। এবং পুত্রের কারণে পেলোপিড বংশ হবে কলঙ্কিত।

সে অভিশাপ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। হিপ্পোডামিয়ার মত সুন্দরী স্ত্রীর হাত ধরে এলিসের রাজসিংহাসনে তিনি বসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ললাটে আঁকা হয়েছিল অভিশাপের কলঙ্ক তিলক।

ক্রিসিফাসের মত প্রিয়পুত্রকে হারানোর কারণে মনে পেলেন প্রচণ্ড আঘাত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রিয়পুত্রের মৃত্যুর

জন্য দায়ী কে? এ সবই নিয়তির পূর্বলিখন। নইলে বৈধপত্নী এবং সেই পত্নীর গর্ভজাত দুই সন্তানের প্রতি কেনই বা নেমে আসবে শাস্তির বিধান, সমাজ অস্বীকৃত অবৈধ সন্তান ক্রিসিফাসের কারণে? কোন রাজা অথবা মহারাজা কখনোই তাঁদের অবৈধ সন্তানের জন্য আপন পত্নী অথবা বৈধ সন্তানদের প্রতি শাস্তির বিধান দিতেন না। কিন্তু পেলপ্‌স-এর ক্ষেত্রে ঘটল তার ব্যতিক্রম। তিনজনকেই তিনি দোষী সাব্যস্ত করলেন ক্রিসিফাসের মৃত্যুর জন্য। শাস্তির ভয়ে রাজ্য হতে পলায়ন করলেন দুই পুত্র। আত্রেয়ুস এবং থিয়েস্টেস। আর একদার প্রিয়তমা, পত্নী হিপ্পোডামিয়া রাজরোষ হতে বাঁচার কারণে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন আরগোলিসে। এবং আত্মগ্লানিতে দিলেন আত্মবিসর্জন।

যুবরাজ য়ুরিসথিয়াসের মৃত্যুর পরই শুরু হল ভ্রাতৃকলহ। কারণ য়ুরিসথিয়াসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক ভবিষ্যদ্বাণীই সব কিছু কোলাহলের সূচনা করল।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল মাইসেনির ভবিষ্যৎ নায়ক হবেন একজন পেলোপিড। পেলেপিড অর্থে পেলপস্‌ বংশজাত কোন সন্তান। হয়ত বা প্রথমাবস্থায় থিয়েস্টেস মাইসেনির শূন্য সিংহাসনের জন্য ব্যাকুল ভাবে লালায়িত ছিলেন না। কিন্তু আত্রেয়ুসের সিংহাসন লাভের ব্যগ্রতা এবং ভ্রাতাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার কারণেই থিয়েস্টেসের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা জেগে উঠেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে আত্রেয়ুস নিজেকে রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ফলে থিয়েস্টেসও নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন। মাইসেনির সিংহাসন যখন যে কোন একজন পেলপস্‌ বংশীয় সন্তানের জন্য সংরক্ষিত তখন কেনই বা সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা হবেন আত্রেয়ুস। পেলপ্‌স-এর সন্তান হিসাবে তিনিও একজন দাবিদার। এবং বেশ যুক্তিপূর্ণ কারণেই

থিয়েস্টেস অতঃপর নিজেকে ঐ সিংহাসনের একজন অংশীদার হিসেবে ভ্রাতা আত্রেয়ুসের প্রতি জানালেন বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ।

ভ্রাতৃকলহ যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন দেবতারাও বাদ গেলেন না। তাঁরাও একেক পক্ষ অবলম্বন করে অবস্থা আরো জটিলতর করে তুললেন। স্বয়ং জিউস নিলেন আত্রেয়ুসের পক্ষ। আর আলোকদেবী আর্টেমিস দাঁড়ালেন থিয়েস্টেসের স্বপক্ষে।

রাজ-পরিবারে ঘটনার শেষ থাকে না। যে কোন রাজ-পরিবারে অসংখ্য অবাঞ্ছিত ঘটনা সেই পরিবারে সুখ শান্তি বিনষ্ট করে। ইতিমধ্যে পেলপস্ বংশে আরও একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা সবার অলক্ষ্যে ঘটেছিল। ভ্রাতৃকলহে এই ঘটনাটিও নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় না।

সাধারণত গ্রীসের নারী এবং পুরুষরা ছিলেন প্রকৃত সৌন্দর্যের অধিকারী। রাজপুরুষ হতে আরম্ভ করে অতি সাধরণের মধ্যেও রূপ এবং সৌন্দর্যের কোন অভাব ছিল না। গ্রীকপুরাণে আরো একটি জিনিসেব অভাব ছিল না। তা হোল ব্যভিচার এবং নরনারীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমহীনতা। আসলে সুলভ প্রেমনিবেদন এবং গভীরতাহীন ভালবাসার পরিণাম অচিরেই পুরুষ এবং নারীকে অন্যমনা করতে দেরী করত না। ইরোপী ছিলেন যথার্থই সুন্দরী নারী। যেমন তাঁর সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি তাঁর উদগ্র কামনা মদির দেহবল্লরি। অথচ তিনি ছিলেন অতীব লঘুচিত্তের রমণী। ভালবেসে বিবাহ করেছিলেন আত্রেয়ুসকে। সে ভালবাসায় কতখানি গভীরতা ছিল তা রীতিমত চিন্তার অবকাশ রাখে। কারণ আত্রেয়ুসকে বিবাহের পরও তিনি একনিষ্ঠা ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই গোপন প্রেমে লিপ্ত হলেন। আসক্ত হলেন অন্য পুরুষের প্রতি। এই পুরুষটি আর কেউ নন। স্বয়ং থিয়েস্টেস। গোপন প্রেমের অভিসারে তারা দুজনেই মগ্ন। দুজনেই জানেন এই প্রণয় অবৈধ। এই গোপন মিলন অবাঞ্ছিত। তবুও তাঁরা লিপ্ত হলেন লঘু প্রেমে। কে জানে

হয়ত বা পরকীয়া প্রেমের অন্য মাধুর্যের স্বাদ তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তবে ভালবাসার গভীরতা যাই থাক বৈষয়িক লাভের দিকটি থিয়েস্টেস অবজ্ঞার চোখে দেখলেন না। ভালবাসার কারণে ত্যাগের মূল্য বোধ হয় থিয়েস্টেসের ছিল না। তাঁর চোখে তখন প্রেমের থেকে অন্য স্বপ্নের ঘোর বেশী। তা হল রাজত্ব লাভ। রাজ সিংহাসনের মোহ। আর এই মোহটুকু ছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

প্রেমকে কাজে লাগালেন অন্য স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। রাণী ইরোপীকে এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে জানালেন আপন মনের অভিসন্ধি।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মার্টিলাস অভিশপ্ত করেছিলেন পেলপ্‌সকে। তাঁর বংশধরদের রক্তক্ষয়ী বিভীষিকাময় মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। আর হারমেস? মার্টিলাসের শোকসন্তপ্ত পিতা? তিনি কোন অভিশাপের মধ্যে যাননি। বদলে, নিজে ঐশ্বর্যের দেবতা হয়ে পেলপ্‌স পুত্র আত্রেয়ুসকে পাঠিয়েছিলেন একটি অভূতপূর্ব উপহার। সোনালী পশমের বিরাট শিংওয়ালা একটি মেষশাবক। মেষ শাবকটি কেবলমাত্র অভূতপূর্ব তা নয়। সুদৃশ্য এই শাবকটি একটি দুষ্প্রাপ্য জন্তুর উপমাহীন নজিরও বটে। উপহারটি গ্রহণ করে আত্রেয়ুস নিজেকে খুবই ভাগ্যবান এবং গর্বিত মনে করেছিলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভবিষ্যতে এমন অমূল্য প্রাণীর অধিকারী যিনি হবেন তিনিই হবেন শেষ পর্যন্ত দেশনায়ক।

সেদিন মনে মনে গোপনে হেসেছিলেন হারমেস। চমৎকারিত্বে আত্রেয়ুস যতই কেন মুগ্ধ হন, হারমেস জানতেন, এমন একটি সম্পদ ভবিষ্যতে ডেকে আনবে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে অনিবার্য কোলাহল।

এদিকে মেষ শাবকটি পাবার পর আত্রেয়ুস আলোক দেবী আর্টেমিসকে সন্তুষ্ট করার জন্য শাবকটিকে উৎসর্গ করলেন তাঁর উদ্দেশে। শাবকটির দেহ থেকে সমস্ত মাংস বিছিন্ন করে রাখলেন

তাঁর চরণে। কিন্তু নিজে রেখে দিলেন প্রাণীটির আসল সম্পদ সেই সোনালী পশমের চর্মখণ্ড আর সুদৃশ্য এবং কারুময় শৃঙ্গলতিকা।

বলাবাহুল্য এতে আর্টেমিস সন্তুষ্ট তো হলেন না বরং মনে মনে রেখে দিলেন একটি চাপা অসন্তোষ। পরবর্তী কালে ভ্রাতৃদ্বয়ের গোলযোগে আর্টেমিস আত্রেয়ুস পক্ষ অবলম্বন না করে থিয়েস্টেসের স্বপক্ষে ছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে ঘোষণা করার পরই মেষশাবকের সোনালী পশম আরো অমূল্য হয়ে উঠল। কারণ ঐ সোনালী পশম যার কাছেই থাকুক না কেন তিনিই হবেন দেশের রাজা। আত্রেয়ুস অতি সাবধানে সেটিকে তাঁর আপন কক্ষে একটি গোপন স্থানে লুকাইত রাখলেন। এই গোপন স্থানের সংবাদ কারো পক্ষেই রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নারী এবং নারীর মোহিনী রূপ বারংবার পৃথিবীকে করেছে বিপর্যস্ত। বহু অশান্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করেই। নারীর ছলনাময়ী রূপ এবং মোহজাল প্রায়শঃই পুরুষকে করে আচ্ছন্ন। এবং সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় পুরুষ নিজের অজান্তেই অনেক গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেয় যা পরবর্তী কালে তারই মৃত্যুবাণ হয়ে ফিরে আসে।

আত্রেয়ুসের ক্ষেত্রেও তাই হল। এক রমণীয় দুর্বল মুহূর্তে আত্রেয়ুস তাঁর রাণী ইরোপীর কাছে ব্যক্ত করে ফেললেন কোথায় তিনি রেখেছেন সেই দুষ্প্রাপ্য সোনালী পশমের মেষ চর্মটিকে।

একদিন, বসন্তদিনের মধ্যাহ্নে, নির্জন বনবীথিকার নিভৃত কুঞ্জে থিয়েস্টেসের অঙ্কশায়িনী হয়ে রানী ইরোপীও মোহবিমূঢ়তায় ব্যক্ত করে ফেললেন কোথায় রেখেছেন আত্রেয়ুস তাঁর সেই সোনালী পশমের মেষচর্মটি।

প্রেম যেখানে কেবল নিতেই জানে, কিছু দিতে নয় সেখানে তা হয়ে ওঠে কেবল স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র। আর এই অস্ত্রটিকে কিছুতেই হস্তচ্যুত করলেন না ভাগ্য বিড়ম্বিত থিয়েস্টেস।

আনন্দঘন দ্বৈতসংগমের চরম মুহূর্তে তিনি রানীকে জানালেন তাঁর মনের গোপন অভিলাষটুকু।

আবেগে এবং আশ্লেষে বিভোর ইরোপীকে নিজ বক্ষে ধারণ করে, তাঁর ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে অস্ফুটে থিয়েস্টেস বললেন, 'ইরোপী, প্রিয়তমা আমার।

শীর্ণাঙ্গী লতার মত তখন ইরোপীর শরীর কাঁপছিল থিরথির করে। তিনিও অস্ফুটে জবাব দিলেন, 'আমি তো তোমারই।'

'একথা ঠিক ?'

'তাতে কি কোন অবিশ্বাসের কারণ ঘটেছে ?'

'না। কিন্তু একটি সংশয় মনকে বড় বিষন্ন করে তুলেছে ইদানীং ?'

'সংশয় ? কিসের সংশয় ?'

'ভালবাসার মানুষকে অদেয় কিছু থাকতে পারে না একথা কি তুমি বিশ্বাস কর ইরোপী ?'

'নিশ্চয় করি।'

'যদি তোমার কাছে আমার কোন কিছু প্রার্থনা থাকে তা কি তুমি অপূর্ণ রাখবে ?'

'তোমার কোন চাওয়াই তো আমি অপূর্ণ রাখিনি থিয়েস্টেস। আমার স্বামীর থেকেও আমি তোমাকে বেশী ভালোবাসি।'

'একথা তুমি আমাকে অনেকবারই বলেছ। পারো তার প্রমাণ দিতে ?'

'প্রমাণ ? বেশ বলো কি প্রমাণ তুমি চাও ?

ভনিতা রেখে এবার সরাসরি থিয়েস্টেস আসল প্রসঙ্গে গেলেন। বললেন, 'একটি, অতি দুষ্প্রাপ্য বস্তু, যা একমাত্র তুমিই আমাকে দিতে পার।'

'কি সে বস্তু, যা একমাত্র আমিই তোমাকে দিতে পারি ?'

'সোনালী পশমের মেষ চর্ম।'

প্রায় শিহরিতা হলেন ইরোপী। ভালবাসাকে মধ্যস্থ করে তাঁর

প্রেমিক তাঁর কাছে অনেক বড় কিছু চেয়ে ফেলেছেন। আর এটুকু করা মানে নিজের জীবন থেকে অনেক বড় কিছু হারিয়ে ফেলা। বড় ধন্দে পড়লেন ইরোপী। একদিকে তাঁর স্বামীর জীবন এবং সম্মানের প্রশ্ন অন্য দিকে প্রেমিকের ব্যাকুল প্রার্থনা। ঠিক যখনি ইরোপী এই মহা দ্বন্দ্বের সাগরে নিমজ্জিত তখনি থিয়েস্টেস তাঁর কূটনীতির চতুর চালটি নিক্ষেপ করলেন, 'আমি জানি ইরোপী। পৃথিবীর কোন নারীই নিজের স্বামী অপেক্ষা অন্য কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। তাদের যা কিছু ভালোবাসা তা বাক্যবিন্যাসে অথবা চটুল প্রেম নিবেদনে। কিন্তু…'

কথা শেষ করতে পারেন না থিয়েস্টেস। কেননা ইরোপীর চম্পক কলি সদৃশ অঙ্গুলিগুলি ততক্ষণে থিয়েস্টেসের ওষ্ঠ প্রান্ত রূদ্ধ করেছে। তারপর এক সময় অতি ধীরে অতি নিম্নস্বরে ইরোপী বলেন, 'না থিয়েস্টেস, তুমি যা ভাবছ তা না। আমি তোমাকে যথার্থই ভালোবাসি। কেবল ভাবছিলাম স্বামীর সঙ্গে এ প্রবঞ্চনা কি উচিত কর্ম হবে?'

মৃদু হাসলেন থিয়েস্টেস, 'প্রবঞ্চনা? কিন্তু যদি বলি প্রবঞ্চনার শুরু তো অনেকদিন পূর্বেই ঘটেছে। এই যে এই বসন্ত দ্বিপ্রহরে, স্বামীর অগোচরে অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী তুমি। এ কি তোমার স্বামীর প্রতি প্রবঞ্চনা না?'

'হয়ত। কিন্তু সে সবই তো তোমার জন্যে? ভালোবাসার জন্যে।'

'ঠিক। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, সেও তো ভালোবাসার অধিকারে।'

এরপর আর ইরোপীর পক্ষে যুক্তি শানানো সম্ভব হয়নি। অতঃপর আত্রেয়ুসের অজান্তে অতি সংগোপনে সুরক্ষিত সেই মহার্ঘ বস্তুটি তুলে দিলেন থিয়েস্টেসের হস্তে।

বহু প্রতীক্ষিত এবং আকাঙ্ক্ষিত সোনালী পশমের মেষ চর্মটি হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েস্টেস নিজেকে মাইসেনির সিংহাসনের

যোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষণা করলেন। এবং আত্রেয়ূস ঘোষিত পূর্ব শর্তের কথাও স্মরণ করালেন। সোনালী পশমের মেষ চর্মের অধিকারী যিনি একমাত্র তিনিই হতে পারেন দেশের সর্বাধিনায়ক।

থিয়েস্টেসের এহেন ঘোষণায় আত্রেয়ূস সামান্য বিচলিত হলেও তিনি প্রায় নিশ্চিন্তই ছিলেন যে তাঁর সৌভাগ্য সম্পদ তাঁর গৃহে নিরাপদেই অবস্থান করছে। তাই ভ্রাতার এই ঘোষণা উন্মাদের প্রলাপ ভেবেই তিনি নিশ্চুপ হয়েছিলেন। কিন্তু সহসা একদিন আত্রেয়ূস সমীপে এসে উপস্থিত হলেন থিয়েস্টেস। কোন কিছু চিন্তার অবকাশ না রেখেই সরাসরি তিনি বললেন, 'ভ্রাতা আত্রেয়ূস নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ব ঘোষিত শর্তের কথা বিস্মৃত হননি?'

থিয়েস্টেসের কার্যকলাপে কিছুদিন যাবৎ আত্রেয়ূস বেশ বিরক্তই ছিলেন। তদুপরি থিয়েস্টেসের সিংহাসন দাবীর ঘোষণাটিও তাঁকে কিয়ৎ বিচলিত করেছিল। কিন্তু তিনি চিন্তা করতে পারেন নি যে থিয়েস্টেস সরাসরি তাঁর সম্মুখে এসে এভাবে দাঁড়াতে পারেন। কণ্ঠে বেশ বিরক্তির রেশ টেনেই তিনি বললেন, 'তোমার অভিপ্রায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না থিয়েস্টেস। তোমার এ কথার কি অর্থ?'

'অর্থ অতি প্রাঞ্জল। সোনালী পশমের মেষ চর্মের অধিকারী যিনি হবেন তিনিই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ রাজা।'

'হ্যাঁ, সেকথা আমার স্মরণে আছে।'

'এখনও নিশ্চয়ই সে ঘোষণাই বলবৎ রয়েছে?'

'তাতে কোন দ্বিরুক্তির প্রশ্ন আসছে না।'

'তাহলে এখন হ'তে মাইসেনির রাজা আমি, আত্রেয়ূস নন।'

কুঞ্চিত ভ্রূ যুগল ঘনবদ্ধ হল। রোষকষায়িত নেত্রে আত্রেয়ূস বললেন, 'কোন স্পর্দ্ধায় তুমি একথা বলছ থিয়েস্টেস। তুমি জান তোমার উক্তির পরিণাম কি?'

'পরিণাম সম্বন্ধে আমি সর্বদাই সজাগ।'

'তাহলে শুনে রাখ থিয়েস্টেস, সোনালী পশমের মেষচর্ম সম্পূর্ণ ভাবে আমার কুক্ষিগত।'

'না আত্রেয়ূস! আপনি যা মনে করেন ঘটনা তা না। সেই মহার্ঘ বস্তুটি এখন আর আপনার অধিকার ভুক্ত না।

'অসম্ভব।'

'কিন্তু তাই সম্ভব হয়েছে। সমস্ত রাজসভাকে সাক্ষী রেখে সমস্ত দেবকুলের প্রতি আনুগত্য প্রদান করে আমি সকলের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি সে বস্তু আমার অধিকারে সুরক্ষিত। যদি আত্রেয়ূস তা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে মাইসেনির রাজ সিংহাসনের স্বপ্ন চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে আমি এ রাজ্য থেকে নির্বাসন নেব। অন্যথায় আপনাকেই সে ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে।'

'বেশ তবে তাই হোক। আমি এখনই সভাস্থলে সে বস্তুটি এনে উপস্থিত করছি।'

কিন্তু আত্রেয়ূসের পক্ষে সোনালী পশমের মেষচর্ম আনা সম্ভব হল না। বিমূঢ় বিস্ময়ে তিমি নতশিরে ফিরে এলেন রাজসভায়।

'কি আত্রেয়ূস' থিয়েস্টেসের কণ্ঠে তখন বিজয়ীর সাফল্য, 'কোথায় আপনার মেষচর্ম?'

'সেটি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে নেই।'

'দেবতা হারমেস প্রদত্ত সোনালী পশমের মেষ চর্মের কোন নির্দিষ্ট অবস্থান ক্ষেত্রে নেই। সেটি যখন যার অধীনে থাকবে সেই তার আবাসগৃহ হিসেবে পরিগণিত হবে। এবং আপনার ঘোষিত শর্ত অনুসারে মাইসেনির রাজ-সিংহাসন হবে তাঁর। এই দেখুন সেই মেষ চর্ম। এখন আমিই এর মালিক।'

এরপর সত্যই থিয়েস্টেস আপন বস্ত্রাঞ্চল থেকে প্রকাশ্যে উপস্থিত করলেন মেষ চর্মটি।

চমকে উঠলেন আত্রেয়ূস। আর মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন এই অলৌকিক কাণ্ডটি কেমন করে সম্ভব হয়েছে। অতি সংগোপনে

যা তিনি সুরক্ষিত রেখেছিলেন লৌহ পেটিকার অন্তরালে তা কেমন করে অন্যের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে শোভা পায়। সহসাই তাঁর মনে হল পত্নী ইরোপীর কথা। তিনি ছাড়া আর কেউই মেষ চর্মের সন্ধান জানেন না। তবে কি নারীর স্বভাবজাত ছলনাময়ী রহস্যের খেলায় ইরোপী মগ্ন হয়েছিলেন? বিচিত্র কি? এই তো নিয়ম। নারী চরিত্র স্বয়ং দেবরাজ জিউসের পক্ষেও অজ্ঞাত।

'কি ভাবছেন আত্রেয়ূস? এখনও কি সন্দেহ রয়েছে স্বর্ণ পশমের চর্ম আপনার অধিকার ভুক্ত নয়?'

ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলিত করে আত্রেয়ূস বললেন, 'মহার্ঘ ঐ বস্তুটি যে আর আমার কাছে নেই এ সকলেই জানলেন। কিন্তু আমি ভাবছি তা কেমন করে সম্ভব?'

'অসম্ভব কিন্তু সত্যে পরিণত হয়েছে। অতএব—'

আত্রেয়ূস কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। সহসা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন দেবরাজ জিউস। সভাগৃহেব প্রত্যেকেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতে প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে বসতে বলে জিউস এগিয়ে এলেন বিবদমান দুই ভ্রাতার সম্মুখে। থিয়েস্টেসের কথার সূত্র টেনে জিউস বললেন, 'অতএব, ঘোষিত নিয়ম মেনে নিলে আত্রেয়ূসকে মাইসেনির সমস্ত অধিকার ছেড়ে চিরদিনের জন্য নির্বাসন নিতে হবে।'

নত মস্তকে আত্রেয়ূস বললেন, 'হ্যাঁ দেবরাজ। তাই-ই হবে। নিজের অস্ত্রে আমি নিজেই পরাজিত। আমাকে মাত্র একটি রাতের সময় দেওয়া হোক। আগামী কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইসেনি ছেড়ে আমি বিদায় নেবো।'

জিউসকে অভিবাদন করে চলেই যাচ্ছিলেন আত্রেয়ূস। সহসা জিউসের আহ্বানে ফিরে তাকালেন, 'আত্রেয়ূস আইনতঃ তুমি এখন এ রাজ্যের কেউ নও। তবু এ রাজ্য পুনর্দখলে তোমার ভূমিকাও কিছু কম না। তোমার বাহুবল না পেলে য়ূরিসথিউসের পক্ষে

এ রাজ্য দখল করা সম্ভব ছিল না। য়ুরিসথিউসের মৃত্যুর পর এক দৈববাণী তোমাদের ভ্রাতৃকলহের সম্মুখে এনে ফেলেছে। দৈববাণী অনুসারে পেলপ্‌স-এর দুই সন্তানের মধ্যে যে কোন একজনই এ রাজ্যের রাজা হবে।'

সামান্য অধৈর্য হয়ে থিয়েস্টেস বললেন, 'কিন্তু দেবাদিদেব, এ প্রশ্নের সমাধান তো হয়েই গেছে। তবে আর কালবিলম্বের কিই বা প্রয়োজন?

'না বৎস। কোন দুরূহ সমস্যার সমাধান এত শীঘ্র হয় না। বিশেষ এর সঙ্গে যখন একটি রাজসিংহাসনের প্রশ্ন জড়িত। অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, হয়ত কোন উপায়ে অথবা ছলচাতুরিতে হারমেস প্রদত্ত স্বর্ণ পশমের মেষ চর্মটি এখন তোমার আয়ত্তাধীন। আত্রেয়ূস তার ঘোষিত শর্ত অনুসারে নিজেই নিজের কাছে পরাজিত। কিন্তু এই সিংহাসন হস্তান্তরিত বীরোচিত সম্মানে ভূষিত হল না। এমনকি কোন দৈব নির্দেশও এই বিভাজনকে মহিমান্বিত করছে না।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন দেবাদিদেব?'

'যদিও এক্ষেত্রে আত্রেয়ূস পরাজিত। এবং আত্রেয়ূস আইনত মাইসেনির এখনও একচ্ছত্র নায়ক নন। তাই মাইসেনির সিংহাসনে তিনি তার নিজের নিয়ম প্রয়োগ করতে পারেন না। আমি মনে করি সিংহাসনের প্রশ্নে আরো একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন। এবং সেই ক্ষেত্রেও যদি সে পরাজিত হয় তবে নিঃসন্দেহে তুমিই হবে মাইসেনির রাজা।'

জিউস তাঁর বক্তব্য শেষ করে ফিরে তাকালেন সভাগৃহের উপস্থিত সকলের দিকে। প্রত্যেকেই সমস্বরে তাঁকে সমর্থন জানালেন। আত্রেয়ূসও আর একটি সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হলেন। কেবল নীরব রইলেন থিয়েস্টেস। কিন্তু প্রতিবাদও জানাতে পারলেন না। কারণ স্বয়ং জিউসের বিরুদ্ধাচরণ করা গর্হিত কর্ম।

থিয়েস্টেসের মর্মবেদনার কারণ উপলব্ধি করে জিউস বললেন, 'না থিয়েস্টেস, এখনই এত মর্মাহত হবার কোন কারণ ঘটেনি। সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য আমি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখে করব তাতে জয়লাভের সম্ভাবনা তোমারই বেশী। তোমরা সকলেই জানো সূর্যদেব অ্যাপোলো তাঁর নিজের নিয়মেই পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রতিদিন পশ্চিম প্রান্তে গমন করেন।'

সভাকুলেব সকলেই জানালেন একথা সর্বজনবিদিত।

'কেবল তাই না। এই-ই নিয়ম। এই-ই মহাসত্য। এ নিয়মের ব্যতিক্রম আজও ঘটেনি। এসো, আমরা সকলেই মহান সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করি মাইসেনির সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের জটিল প্রশ্নটির সমাধানভার তিনি যেন নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। কেননা তিনিই মহান ফোবিয়াস। তিনি ভবিষ্যতদ্রষ্টা। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর গণনার দৃষ্টিতে জেনে গেছেন ভবিষ্যতে কে হবে এ রাজ্যের রাজা। তিনি কেবল এটুকুই সবাইকে জানিয়ে দিন তার রথচক্রের পরিক্রমা মারফৎ।

'আপনার বক্তব্য কিন্তু পরিষ্কৃত হল না দেবাদিদেব।' এবারও থিয়েস্টেস তাঁব প্রশ্ন রাখলেন জিউস সমীপে।

'যদি আগামীকাল প্রভাতে অ্যাপোলো তাঁর রথচক্রের পরিক্রমা চিরসত্যের নীতিতে পরিচালিত করেন তাহলে বুঝব মাইসেনির ভবিষ্যৎ রাজা হবেন থিয়েস্টেস। আর যদি তার ব্যতিক্রম দেখা দেয়, অর্থাৎ চিরচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে সূর্যদেব যদি পশ্চিম প্রান্ত হতে উদিত হয়ে পূর্বদিকে অস্তমিত হন তাহলে দেশবাসী সুনিশ্চিত ভাবে জানবে মাইসেনির ভবিষ্যৎ দেশনায়ক আত্রেয়ুস। তোমরা কি আমার প্রস্তাবকে সমর্থন যোগ্য মনে কর?'

সমস্বরে সকলে জানালেন নিজেদের সোল্লাস সম্মতি। মনে মনে উল্লসিত হলেন থিয়েস্টেস। কারণ তিনি জানতেন প্রকৃতি কখনই নিজ নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। কেবল আত্রেয়ুস হলেন বিস্মিত

এবং বিষণ্ণ। এ কি অসম্ভব পরিকল্পনা মহামতী জিউসের ? অথচ জিউস তাঁর সমর্থক। তবে কি একযোগে প্রত্যেকেই তাঁর বিনাশ চান ? তাঁর স্ত্রী ইরোপী ? তাঁর প্রধান সমর্থক দেবাদিদেব জিউস ? বিষণ্ণ আত্রেয়ুস অতঃপর ফিরে গেলেন আপন অন্তঃপুরে।

দেশবাসীর উৎকণ্ঠা, আত্রেয়ুসের উদ্বেগ আর থিয়েস্টেসের উল্লাস অনিদ্র রাখলো মাইসেনিকে। আরো একজন অনিদ্র হলেন সে রাত্রে। তিনি দেব অধিকর্তা জিউস। সবার অলক্ষ্যে তিনি সাক্ষাৎ করলেন সূর্যদেব অ্যাপোলোর সাথে। হুকুম করলেন নিজ ইচ্ছা প্রতিফলনের।

অতঃপর পরদিন প্রভাতে প্রত্যেকেই মহাবিস্ময়ের সাথে অবলোকন করল, প্রকৃতিতে অঘটনও ঘটে। চির সত্য অন্তত একটি দিনের জন্যও সত্য বিস্মৃত হয়। সূর্যদেব পূবগগন ছেড়ে দিন পরিক্রমা শুরু করলেন পশ্চিম প্রান্তের পর্বত অন্তরাল হতে। দৈবইচ্ছা মেনে নিলেন সকলে। দেশবাসীর জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে মাইসেনির সিংহাসনে আরোহণ করলেন আত্রেয়ুস। আর মাইসেনি পরিত্যাগ করে চিরনির্বাসনের পথ বেছে নিলেন থিয়েস্টেস।

সকলেই ভেবেছিলেন ভ্রাতৃদ্বয়ের কলহ বুঝিবা এখানেই শেষ হল। কিন্তু তা না। এতদিন যে কলহ ছিল মৌখিক তা রূপান্তরিত হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। মার্টিলাসের মৃত্যুকালীন অভিশাপ। পেলপ্‌স্ বংশের পরিণতি রক্তক্ষয়ী বিভীষিকায়।

রাজা হবার পরই আত্রেয়ুস তাঁর দ্বিতীয় প্রধান শত্রুকে নিধন করলেন। বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে রজ্জুবদ্ধ ইরোপীকে নিক্ষেপ করলেন। ইরোপী তো কেবলমাত্র একটি অন্যায়ে দোষী নন। তিনি যে প্রকৃতই ব্যভিচারিণী। ব্যভিচারিণীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

এরপরই শুরু হল মৃত্যুর বীভৎস খেলা। দান আর প্রতিদানে চলল মৃত্যুর তাথৈ নৃত্য।

ইরোপীর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পাবার পরই নির্বাসিত

থিয়েস্টেস অপমানের প্রতিশোধ নিলেন আত্রেয়ুস পুত্র প্লিসথেনাসকে হত্যা করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে থিয়েস্টেস অপেক্ষা আত্রেয়ুস ছিলেন অনেক বেশী কর্মদক্ষ, তৎপর এবং কূটনীতিজ্ঞ। অন্তত শয়তানের চাপল্য তাঁর মস্তিষ্কেই খেলা করত বেশী।

প্লিসথেনাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ এবং সুন্দরী পত্নীর অপসারণ ঘটেছে যার কারণে তাকে তিনি সহজে পরিত্রাণ দেবেন এমন কথা চিন্তাই করা যায় না।

অকল্পনীয় এবং বীভৎস এক পরিকল্পনা করলেন আত্রেয়ূস। অন্তত বর্তমান পৃথিবীর কোন সভ্য মানুষের পক্ষে তা সহ্য করাও অসম্ভব।

নিজ ঔদার্য এবং ভ্রাতৃপ্রেমে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান প্রমাণ করার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন মাইসেনির অর্ধরাজ্য ভ্রাতা থিয়েস্টেসকে প্রদান করবেন। এমত ঘোষণায় জনগণ সাধুবাদ জানালেন। থিয়েস্টেস ভাবলেন হয়ত বা আত্রেয়ূসের সুবুদ্ধির উদয় ঘটেছে। হয়তবা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত তিনি।

আত্রেয়ূসের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন থিয়েস্টেস। অবশ্য মাইসেনিতে এবার তিনি একা এলেন না। সঙ্গে নিলেন তিন পুত্রকে। আগলাউস, অর্কোমেনুস এবং ক্যালিলিয়ন। আস্তানা গড়লেন শহরের এক প্রান্তে। কারণ আত্রেয়ূসের কতটা সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে এ সম্বন্ধে তিনি বোধহয় কিছুটা সন্দিহানও ছিলেন। তাঁকে বন্দী করার এ একটা ফন্দী কিনা তাও তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবুও নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত করেই তিনি তিনপুত্র সহ আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাজবাড়ির বিরাট ভোজ সভায় থিয়েস্টেসকে আমন্ত্রণ জানালেন আত্রেয়ুস। অবশ্য মাইসেনিতে এসে তিনি কোন দুর্ব্যবহার পাননি। বরং প্রতিদিনই রাজ প্রহরীরা এসে তাঁদের তদারক করে যেত। সমস্ত অসুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও রেখেছিল

প্রহরী দল। ভোজ সভার দিন অতি প্রত্যুষে প্রহরীর দল এসে তাঁর তিনপুত্রকে পূর্বাহ্নে সাদরে রাজগৃহে নিয়ে গেল। দ্বিপ্রহরে যথারীতি রাজকীয় অশ্ববাহিনী তাঁকেও ভোজন কক্ষে পৌঁছে দিল। আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ছিল না। না আচরণে, না আচারে।

অতঃপর ভোজ পর্ব শুরু হল। রাশিকৃত রাজকীয় খাদ্য আর পানীয়ে সমস্ত স্থানটি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিরাট ভোজ-টেবিলের চতুর্দিকে আমন্ত্রিত সব বাজ অতিথির দল। তাঁরা সকলেই দেশের সম্মানিত নাগরিক। আহারাদির সময়ে সুমিষ্ট স্বরে গীত ও বাদ্যাদি ধ্বনিত হচ্ছিল। এইভাবে একসময় ভোজনপর্ব সমাপ্তও হল। পর্যাপ্ত আহারে প্রত্যেকেই প্রায় বেসামাল। কিন্তু প্রত্যেকেই একটি কারণে সামান্য বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করছিলেন। দেশের সর্বাধিনায়কের উপস্থিতিতে তাঁরা কিন্তু কেউই কিছু বলে উঠতে পারছিলেন না। আত্রেয়ুস বুঝেছিলেন সকলের অস্বাচ্ছন্দ্যের হেতু কিন্তু? তাঁকে কিন্তু বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। মুখে ছিল না কোন দ্বেষ বা হিংসার ছায়া। বেশ সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ভ্রাতা থিয়েস্টেসের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করছিলেন। অবশেষে ভোজ সমাপনান্তে সহসাই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর ভাবলেশহীন কণ্ঠে সকলের উদ্দেশে বললেন, 'মাননীয় অতিথিবৃন্দ, আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার একটি ব্যবহারে আপনার কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ভাবছেন এ কেমন ধারা অতিথি আপ্যায়নের রীতি। সমস্ত আহারাদির মধ্যে আমি আমার ভ্রাতা থিয়েস্টেসকে বিশেষ একটি পলান্ন ভোজনে তৃপ্ত করেছি। অথচ আপনারা সকলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ঐ বিশেষ পলান্নটি আপনাদের সেবনের জন্য উপস্থিত করিনি। আমি বুঝতে পেরেছি এই পক্ষপাতিত্বের জন্য আপনারা আমাকে কিঞ্চিৎ দোষা-রোপও করছেন। কিন্তু মহামান্য অতিথিগণ, ঐ পলান্নটি আমি বিশেষভাবে আমার ভ্রাতার জন্যই প্রস্তুত করিয়েছি। কারণ আমার ভ্রাতা থিয়েস্টেস এক বিশেষ ধরনের মাংসে আসক্ত। যা আপনাদের

কারোর পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব না। অবশ্য আপনারা যদি জানতে আগ্রহী হন কি সে বিশেষ মাংস যা কেবল আমার ভ্রাতার পক্ষেই ভোজন সম্ভব, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করব।'

বক্তব্য শেষ করেই আত্রেয়ুস মাত্র দুবার করধ্বনি দিলেন। দুই জন প্রহরীকে বস্ত্রাবৃত দুটি পাত্র হাতে ভোজন কক্ষে ঢুকতে দেখা গেল। তারা এসে পাত্র দুটি সুদৃশ্য ভোজন-টেবিলের উপর ন্যস্ত করে ফিরে গেল কক্ষের বাইরে। অতঃপর রাজা আত্রেয়ুস অপেক্ষাকৃত বয়ঃবৃদ্ধ এক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উঠে আসতে নির্দেশ দিলেন।

'মান্যবর বান্ধব, আপনি যেহেতু বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনিই পাত্রের আবরণ উন্মোচন করে দেখুন, ঐ মাংসে কি আপনার রসনা পরিতৃপ্ত হতো?'

বৃদ্ধ উঠে এসে স্বহস্তে পাত্রের বস্ত্রখণ্ড উন্মোচিত করেই শিহরিত হলেন। তারপর প্রায় বিনাবাক্য ব্যয়ে তিনি ফিরে গিয়ে নিজের আসনে বসে পড়লেন।

'মহাশয়ের কি এমন খাদ্যে প্রবৃত্তি হোত?'

বৃদ্ধ কোন জবাব দিতে পারেন না। তিনি নীরবে নতমস্তক হলেন। এরপর একে একে আরো অনেকেই এলেন। ফিরে গেলেন সভয়ে। অবশেষে ভ্রাতার উদ্দেশে বললেন, 'ভ্রাতা থিয়েস্টেস, এঁদের কারোর পক্ষেই ঐ পল গ্রহণ করা সম্ভব না। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, একমাত্র তোমার পক্ষেই তা সম্ভব হতে পারে এবং হয়েওছে। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে তুমিই বরং দেখ, আমার বাক্য মিথ্যা না। এসো ভাই।'

থিয়েস্টেসের মধ্যেও একটি বিরাট কৌতূহল অনেকক্ষণ হতেই উঁকি দিচ্ছিল। কি মাংস ওখানে আছে, যা সে ছাড়া আর কারো পক্ষে ভোজন সম্ভব না। সত্বর উঠে এসে বস্ত্রাঞ্চল সরিয়ে যা

দেখলেন তাতে তাঁর সমস্ত শরীর মুহূর্তে কেঁপে উঠল। শরীরের সমস্ত রক্ত মস্তকে আশ্রয় নিল। তারপর এক কঠিন ক্রোধ আর স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেবলমাত্র তাকিয়ে রইলেন আত্রেয়ূসের পানে। তখন তাঁর চোখের কোণে অশ্রুপাত হচ্ছিল।

'কি ভ্রাতা, তুমি কি এমন দৃশ্যে অসুস্থ বোধ করছ? আমি তো ভেবেছিলাম—

আত্রেয়ূসের কথা শেষ হল না। অকল্পনীয় বীভৎস আর্তনাদে মাটিতে বসে পড়লেন থিয়েস্টেস। পৃথিবীর কোন পিতার পক্ষেই এমন দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব না। পাত্র দুটির মধ্যে তাঁর তিনপুত্রের কর্তিত মস্তক এবং রক্তাপ্লুত হস্তপদাদির অবশিষ্ট রয়েছে।

পূর্বের অসমাপ্ত কথার জের টেনে আত্রেয়ূস বলে উঠলেন, 'ভেবেছিলাম এমন সুস্বাদু মাংস অবলোকনে তুমি উল্লসিত হবে। সাধুবাদ জানাবে। প্রহরী, আমার ভ্রাতা অসুস্থ বোধ করছেন, একজন বৈদ্যকে এখনি ডেকে পাঠাও এখানে।'

'চুপ কর্, চুপ কর্ শয়তান,' নিমেষে সমস্ত অসুস্থতা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন থিয়েস্টেস, 'মানুষ যে এমন ভয়ংকর শয়তান হতে পারে তা তোকে দেখার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি—ওঃ জিউস, এ নাকি তোমার বংশধর—।'

আত্রেয়ূসের মুখে তখন শয়তানের নির্লিপ্ত সর্পিল হাসি। ধীরে ধীরে বললেন, 'বোধহয় শয়তানীতে আমি এখনও আমার ভ্রাতার সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারিনি। ভ্রাতার পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম, তাকে দ্বিচারিণী করা, তার দুর্বলতার সুযোগে ভ্রাতাকে সর্বস্বান্ত করার চেষ্টা, ভ্রাতার সন্তানকে হত্যা করা এগুলো তো সেই শয়তানীর পর্যায় পড়ে তাই না থিয়েস্টেস।'

'ওরে শয়তান, আবার বলছি চুপ কর্। আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে নৃশংস উল্লাসে আমার পুত্রদের হত্যা করে তাদেরই মাংস আমায় খাইয়েছিস, তেমনি এক নৃশংস উল্লাসের মধ্যে তোরও ধ্বংস

হবে, ধ্বংস হবে তোর পুত্ররাও। মৃত্যু চরম বীভৎস হয়ে দেখা দেবে তোর এবং তোর পুত্রদের মধ্যে। আর আমিও প্রতিজ্ঞা করছি তোর নৃশংস মৃত্যু না দেখে কবরে আশ্রয় নেবো না।'

'তার আর বোধহয় সময় পাবে না থিয়েস্টেস। ঐ চেয়ে দেখ, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী। ওদের এড়িয়ে রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব না। প্রহরীরা, বন্দী কর ঐ শয়তানকে। তারপর ওর জ্যান্ত দেহ থেকে মাথাটা উপড়ে আমার কাছে নিয়ে এস।'

প্রহরীরা উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে এগিয়ে এসেছিল। তারা বন্দী করতে চেয়েছিল থিয়েস্টেসকে। কিন্তু ভয়াবহ একরোখা জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কোথা থেকে যেন সেই মুহূর্তে একশত বন্যবরাহের পাশবিক শক্তি তাকে বলশালী করে তুলেছিল। হয়ত পুত্র হত্যার জিঘাংসায় তাঁর ধমনীতে তখন প্রচণ্ড বেগে শোণিত প্রবাহ শুরু হয়েছিল। অন্তত স্বল্প পরিসরের সম্মুখ সমরে এমন অকল্পনীয় লড়াই রাজা আত্রেয়ুসও দেখেননি। তিনি কেবল দেখলেন তাঁর অতি বলশালী যোদ্ধারা পরাজিত এবং আহত হয়ে ভূমিপৃষ্ঠ গ্রহণ করেছে। এবং সাবলীল দক্ষতায় সবকটি যোদ্ধাকে পরাস্ত করে থিয়েস্টেস বীরদর্পে ভোজন কক্ষ পরিত্যাগ করে নিমেষে বাতাসের মতেই মিলিয়ে গেলেন।

পেলপ্‌স-এর বিশ্বাসঘাতকতা। মার্টিলাসের অভিশাপ। ধীরে ধীরে পেলপ্‌স বংশধরদের নিয়ে চলল সর্বনাশা বীভৎস মৃত্যুর দিকে। কলঙ্কিত সেইসব মৃত্যু। অসম্মানিত পরিণতি। ক্রিসিফাসের নিধন। হিপ্পোডামিয়ার আত্মহত্যা। ইরোপীর পাতিব্রত্যহীনতা। নিষ্ঠুর আক্রোশের স্বীকার হয়ে অসহায়ের মত সমুদ্র বক্ষে মৃত্যু বরণ।

প্লিসথেনাসের হত্যাকাণ্ড। তারপর তিনপুত্রের শোচনীয় পরিণাম। এখানেই শেষ না। মার্টিলাসের অভিশাপ ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে চলল আরো সর্বনাশা পরিণতির দিকে।

ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুধার্ত থিয়েস্টেস একাকী হেঁটে চলেছেন বনমধ্যে। তিনপুত্রের মৃত মুখগুলি তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। একদিকে শোক, অন্যদিকে পরাজয়ের গ্লানি। তারই মধ্যে কঠিন জিঘাংসা চোখের কোণে উপচে পড়ছে। মৃত পুত্রদের নামে তিনি শপথ করেছেন। তাদের হত্যার প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? সহায় সম্বলহীন ভিক্ষুকের মত তাঁকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এমন কি ভিক্ষাও মেলে না। কারণ আত্রেয়ুসের আদেশে প্রহরীদের শ্যেন দৃষ্টি চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কারো হাতে ধরা পড়া মানেই মৃত্যু। অথচ এখনিই মৃত্যু তিনি চান না। অন্তত যে পর্যন্ত না পুত্র হত্যার প্রতিশোধ তিনি নিতে পাচ্ছেন।

অবসন্ন হয়ে তিনি বসেছিলেন বনমধ্যে এ বিরাট মহীরূহের নিম্নে। কয়েকটি ফলমূল আর ঝরনার জল ছাড়া দুদিন তার পেটে কিছুই পড়েনি। রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে আজ তিনি সর্বশ্রান্ত।

অপরাহ্নের প্রহর কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে নামছে সন্ধ্যার ছায়া। বন্য পাখিরা ফিরে আসছে তাদের নিলয়ে। আর কিছুক্ষণ পরই রাতজাগা পশুর দল বনবিহারে নির্গত হবে। সারাদিন পথপরিক্রমার পর অবসন্ন দেহটি সবে মাত্র তন্দ্রার কোলে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছিল এমন সময়, প্রায় আচম্বিতে, এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। চকিতে চতুষ্পার্শে অবলোকন করে বুঝতে পারলেন এ কোন মনুষ্য কণ্ঠ নয়। সূর্যডোবা রক্তিম আকাশ থেকে ভেসে আসছে সেই কণ্ঠস্বর বাতাসের নদীতে ভর করে। এ নিশ্চয়ই কোন দৈববাণী। চকিতে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। কান পাতলেন

বাতাসের বুকে। হ্যাঁ, স্পষ্ট, স্পষ্টই শুনলেন এ দৈববাণী তারই উদ্দেশে ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

'থিয়েস্টেস।'

আরে, এতো তারই নাম ধরে ডাকছেন।

'থিয়েস্টেস, তুমি শুনতে পাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আপনি কে ?'

'আমি মহান ফোবিয়াসের দূত।'

'বলুন, কি আপনার আজ্ঞা ?'

'এ আজ্ঞা নয়, তোমার প্রতি মহান ফোবিয়াসের নির্দেশ। তবে তার আগে তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'বলুন প্রভু।'

'তুমি কি সত্যই তোমার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ চাও ?'

'হ্যাঁ চাই। নিশ্চয়ই চাই। আমৃত্যু এই আমার চরম প্রতিজ্ঞা।'

'তাহলে যে তোমাকে তোমার আরো একটি সন্তান বিসর্জন দিতে হবে।'

'আরো একটি সন্তান, মানে,—'

'হ্যাঁ, তোমার কন্যা সন্তান পেলোপিয়া।'

'কিন্তু, সে যে অতি সাধ্বীরমণী। পবিত্র পুষ্পের মত একটি মেয়ে। সে তো কখনও রাজনীতির জটিল কোলাহলে থাকে না। বরং জন্মাবধি সে রাজনীতির কুটিল আবর্ত থেকে দূরেই সরে থেকেছে।'

'তবু তাকেই বিসর্জন দিতে হবে। এখনও ভেবে দেখ থিয়েস্টেস, একদিকে তোমার কন্যা পেলোপিয়া। অন্যদিকে তোমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ। কি তুমি চাও ?'

একথার সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না থিয়েস্টেস। কেবল অসহায়ের মত শূন্য পানে তিনি তাকিয়ে রইলেন অব্যক্ত

বেদনা নিয়ে। পুনর্বার দৈববাণী শোনা গেল, 'পেলোপিয়া তোমার কন্যা হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার বন্ধন কতটুকু? চির-দিনই সে তোমার কাছ হতে বহুদূরে। বরং যারা একদা তোমার দক্ষিণ হস্ত হতে পারত—'

'বলুন প্রভু, আমায় কি করতে হবে?'

'কোন্ পথ তুমি বেছে নিলে?'

'শত্রুর নিধন রাজ পুরুষের একমাত্র কাম্য। তার জন্যে আরো একটি সন্তানকে বিসর্জন দিতেও আমি রাজী।'

'কিন্তু সেকাজ বড় কঠিন! তুমি কি তা পারবে?'

'একমাত্র নিজের মৃত্যু ঘটানো ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজই আমার পক্ষে অসম্ভব না।'

'পেলোপিয়ার গর্ভে তোমাকে সন্তানের জন্ম দিতে হবে।'

'না,' আর্তনাদ করে উঠলেন থিয়েস্টেস, 'না, প্রভু, একথা শোনাও পাপ।'

'সেই সন্তানই তোমার শত্রুকে নিধন করবে। এছাড়া আত্রেয়ূসের নিধন তোমার পক্ষে সম্ভব না।'

'প্রভু।'

'ডেল্‌ফির দৈববাণী মিথ্যা হবার না। তুমি না চাইলেও তাই ঘটবে। এই-ই তোমার এবং আত্রেয়ূসের ভবিষ্যৎ।'

আর কোন শব্দ বাতাসের বুকে ধ্বনিত হল না। থিয়েস্টেস টের পেলেন কখন যেন সন্ধ্যা রাত্রির গভীরে ডুব দিয়েছে।

তখনো ভালো করে ভোরের আলো ফোটেনি। গাছে গাছে অসংখ্য পাখিদের ঘুমভাঙা কূজনে সমস্ত বনাঞ্চল মুখরিত। সবে শীতের শুরু। স্বল্প কুয়াশা প্রকৃতিকে বেশ রহস্যময়ী করে রেখেছে। বনের আরো সব প্রাণীদের চোখে তখনও নিদ্রার জাড্য। কিন্তু

সিসিয়নের ঐ শান্ত নির্জন বনস্থলীতে পাখিদেরও আগে একটি মাত্র প্রাণীর ঘুম ভেঙে গেছে। সে পেলোপিয়া। কুমারী পেলোপিয়া। অতি প্রত্যুষে ওঠা তার স্বভাব। সূর্য ওঠার পূর্বেই তার স্নান সারা হয়ে যায়। আজ অবশ্য সামান্য বেলা হয়েছে। আকাশের পূর্বভাগ বেশ গোলাপী আভায় ছেয়ে গেছে। নির্ঝরিণীর শীতল জলে সে অবগাহন স্নানে ব্যস্ত। দেহ মন পবিত্র হয়ে যায় ঐ শীতল জলে অবগাহন করলে। স্নান শেষে ধীরে ধীরে সে নগ্ন দেহে উঠে আসে। না, এখানে এমন কোন পঙ্কিল এবং লোলুপ দৃষ্টিচ্ছায়া নেই যা তার ঐ পবিত্র কুমারী দেহটিকে স্পর্শ করবে। এখানে আছে সবুজ পত্রশোভিত বৃক্ষরাজি। আছে দূরবর্তী বিশাল পর্বতমালা। বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। অসংখ্য পক্ষীদল তার নগ্ন দেহের চারপাশে খেলা করে যায়। আর আছে গাছেদের বুকে ফুটে থাকা নানারঙের পুষ্প-সম্ভার। আছে দুগ্ধবতী গাভীদের দল অথবা হরিণ শাবকের পাল।

না, এদের কাছে কিছু লজ্জার নেই। এরা সব শান্ত প্রকৃতিরই অঙ্গ। এদের দৃষ্টিতে নেই কামনার পঙ্ক। নেই জটিল লালসা।

বিংশতিবর্ষীয়া পেলোপিয়ার সর্বাঙ্গে যৌবনের উচ্ছল বদান্যতা। শ্বেতশুভ্র দীর্ঘ সমুন্নত দেহ যৌবনভারে সামান্য পীড়িত। তবু সেই দেহে নেই কামনার উদগ্র চাঞ্চল্য। বরং আছে নির্জন প্রকৃতির স্নিগ্ধতা। সেরূপ জ্বলন্ত আগুনের মত দৃষ্টিকে অন্ধ করে না। চন্দ্রালোকিত রাতের স্নিগ্ধ আবেশের মত মন ভরিয়ে দেয়।

উত্তর প্রান্ত থেকে শিরশিরে বাতাস বইছিল। শীত আসন্ন। স্নানান্তে পেলোপিয়া বেশ শীত অনুভব করল। ঝটিতি সে একটি বস্ত্রখণ্ডে দেহের জলবিন্দু মুছে নিয়ে তার হৃদয়ের মত সুন্দর এবং পবিত্র রঙের সাদা পোষাকে দেহ আবৃত করল।

এখন তার অনেক কাজ পড়ে আছে। দেবী এথেনার উপাসনা গৃহের সন্নিকটে সে একটি ছোট বাগান করেছে। যদিও বাগানের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ প্রকৃতির বুকে ফুটে থাকা পর্যাপ্ত পুষ্প

তার সব উপাসনার কাজ মিটিয়ে দেয়। তবু স্বহস্তে নির্মিত এবং সযত্নে বর্ধিত চন্দ্রমল্লিকা অথবা কৃষ্ণচূড়া যখন পুষ্প প্রসব করে তখন অন্য আর এক আত্মতৃপ্তিতে মন ভরপুর হয়ে ওঠে। এছাড়া রয়েছে গাভীদের পরিচর্যা, আছে হরিণ শাবকদের তত্ত্বাবধায়ন। এসব কাজ শেষ হতে হতেই সময় হয়ে যাবে ভজনের। অনেক দূরদূরান্ত থেকে আসবে কত মানুষ। আর্ত বিপন্ন মানুষ। তাদের কাছে দেবী এথেনার বাণী পৌঁছে দিতে হয়। ব্যথিত, বিষণ্ণ মানুষগুলো দৈবের অপার করুণার কথা মন দিয়ে শোনে। উপলব্ধি করে তাঁর মহান অনুগ্রহের। শান্ত্বনা পায় মনে।

ইতিমধ্যেই সময় হয়ে যাবে মানুষের প্রত্যক্ষ সেবার। অসুস্থ জীর্ণ মানুষেব দল ছুটে আসবে তার দাতব্য চিকিৎসালয়ে। এ ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সিসিয়নের রাজা থেস্প্রোটাস। থেস্-প্রোটাস স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে তার দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী করে দিয়েছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বিশেষ চিকিৎসকের অধীনে পেলোপিয়াকে শিক্ষাদান করিয়েছেন। কেবলমাত্র জ্বরজ্বালাই না। শল্য চিকিৎসাতেও সে বিশেষ পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে।

সিসিয়নের সমস্ত দীন-দরিদ্র আর হতভাগ্য মানুষের কাছে বিংশতি-বর্ষীয়া পেলোপিয়া কবে আর কখন যেন 'মা পেলোপিয়ায়' রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সিসিয়নের দরিদ্র মানুষের কাছে পেলোপিয়া এক সাধ্বী রমণী। বয়ঃজ্যেষ্ঠরাও পেলোপিয়াকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করে।

দিনশেষে সন্ধ্যা নামলে শুরু হয় দেবীর প্রার্থনা সঙ্গীত। পেলোপিয়া তার সুমিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে মোহিত করে রাখে প্রতিটি শ্রোতাকে। তারপর প্রার্থনা গীত শেষে, রাত্রি আরো গভীর হলে সাধারণ মানুষের মত সামান্য আহারান্তে সে নিদ্রা যায়। এমনি করেই কেটে যায় তার শান্ত সহজ আর আনন্দময় জীবনযাত্রা। প্রতিরাত্রে শয়নের পূর্বে তার মনে হয় চতুষ্পার্শের জগত কি সুন্দর, কি পবিত্র কি নির্মল কি

প্রশান্ত। মনে মনে সে ভাবে এই জীবনই সে চেয়েছিল। এর থেকে অন্য কোন সুখের পৃথিবী তার কাম্য না।

সেদিন আকাশে কোন চাঁদ ছিল না। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। আকাশের বুকে তখন বায়সের গাত্রবর্ণ বিরাজ করেছে। তদুপরি ঘন কুয়াশা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিঞ্চিৎ পূর্বেই ভজন গীত শেষ হয়েছে। শ্রোতারা সব ভক্তিপ্রসাদ গ্রহণ করে ফিরে গেছে নিজ নিজ গৃহে। তার রাতের আহার অতি সামান্য। কিছু ফলমূল, একটু রুটি, একটু পনীর আর দুধ। এতেই সে সন্তুষ্ট। এর বেশী কোন্ কিছুরই সে প্রত্যাশী না। আহারান্তে সে গেল শুতে। অবশ্য শয়নের পূর্বে নির্বাপিত করল তৈলাধারে রক্ষিত আলোক শিখাটি। সমস্ত পর্ণকুটিরটি নিমজ্জিত হল নিঃসীম আঁধারে।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল মনে পড়ে না। হঠাৎ খুটখুট শব্দে তার নিদ্রা ভেঙে গেল। কে যেন তার পর্ণকুটিরের দরজায় আঘাত করছে। অন্ধকারে চোখ মেলে সে সহসা কিছুই বুঝতে পারল না। তদুপরি আকাশে চাঁদ অনুপস্থিত। চাঁদের গতিবিধিতে সময় নিরীক্ষণ করতে সে জানত। কিন্তু তখন অন্ধকারে রাত্রির কত প্রহর অতিবাহিত হয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। আবার সেই খুটখুট শব্দ। তার নিদ্রা সম্পূর্ণ অপসৃত হল। সামান্য বিস্ময় নিয়ে সে শয্যায় উঠে বসল। এত রাত্রে নিশ্চয় কারো আগমন ঘটেছে তার গৃহে। কিন্তু কে সে? কিই বা সে চায়? তবে কি অসুস্থ কেউ? নিতান্ত বিপন্ন হয়ে তার সাহায্য প্রার্থনায় এসেছে? অবশ্য তার ভক্তদের মধ্যে কতিপয় রমণী আসন্নপ্রসবা। হয়ত বা তেমনি কেউ।

ত্বরিতে পেলোপিয়া উঠে বসল শয্যা 'পরে। আলো জ্বালানোর প্রয়োজন। কিন্তু চকমকি পাথরদুটি সে কাছাকাছি কোথাও খুঁজে পেলো না। ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার দরজায় দ্রুত করাঘাত শোনা গেল। বেশ বোঝা গেল শব্দকারী নিশ্চিন্ত বিপন্ন। কারণ ঘনঘন

শব্দাঘাত তার ব্যগ্রতা প্রকাশ করছে। আলো জ্বালার চেষ্টা পরিত্যাগ করে পেলোপিয়া দ্রুত অর্গল মুক্ত করল কক্ষের।

প্রচণ্ড মত্ততায় যেমন খ্যাপ্যা বাতাস উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ে, অথবা বন্য পশু অতর্কিতে ঝাঁপ দেয় অসতর্ক পথিকের 'পরে, ঠিক তেমনি করেই অজানা এক রহস্যময় দুরাত্মা ঝাঁপিয়ে পড়ল সাধ্বী রমণীর দেহের 'পরে। কোন কিছু চিন্তার আগেই, সেই ঝোড়ো বাতাসের আক্রমণে সে হল বিপর্যস্ত, এলোমেলো। ক্ষুধার্ত বন্য পশুর তৃষিত আঁচড়ে সে হল লুণ্ঠিত। হতবাক বিহ্বলতায় সামান্যতম প্রতিরোধেরও সে সুযোগ পেলো না। এমনকি একটি আর্তচীৎকারে সে পৃথিবীর আর কাউকে জানাতেও পারল না এক বীভৎস আর কামার্ত পশুর লালসার আগুনে কলুষিত হল তার জীবন, যৌবন। দলিত মথিত হল অনাঘ্রাত একটি পুষ্প।

সেই ক্ষুধিত পশুটা, যেমন অতর্কিতে এসেছিল, ফিরেও গেল তেমনি ঝটিতি। সেই পশু নিঃশব্দে তার পাশবিক ক্ষুধা মিটিয়ে গেছে। কেবল রেখে গেছে কামনার উত্তপ্ত বিষবিন্দু। আর, একখানি তরবারি। তার কোষে বাঁধা ছিল একটি তরবারি। পশুটির অজান্তে পেলোপিয়া সংগ্রহ করে নিয়েছে তার লুণ্ঠনকারীর ঠিকানা। সে কেবল জানতে চায়, দেখতে চায় কে সেই হতভাগ্য মানুষ যে তার কামনার আগুনে তাকে ছারখার করে দিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল। পেলোপিয়া খুঁজে পেলো না তার আক্রমণকারীকে। তবু সে এথেনার মন্দির প্রাঙ্গণে এক অলক্ষ্য স্থানে লুকিয়ে রাখল সেই তরবারিটি। তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন সেই হতভাগ্য মানুষটির সাক্ষাৎ সে পাবেই।

এই ঘটনার মাত্র কিছুদিন পরই রাজা আত্রেয়ুস এসে হাজির হলেন সিসিয়নে। লোকমুখে তিনি খবর পেয়েছেন থিয়েস্টেস নাকি সিসিয়নে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সিসিয়নে তিনি থিয়েস্টেসের কোন চিহ্নই পেলেন না। চারিদিকে তন্নতন্ন খুঁজেও কোথাও

পেলেন না তাঁকে। এমনি সময়ে একদিন দেবী এথেনার মন্দির প্রাঙ্গণে সুন্দর ছোট্ট বাগানের মধ্যে দেখতে পেলেন পেলোপিয়াকে। একাকিনী বিষণ্ন পেলোপিয়া তখন অন্য এক দুঃখিত চিন্তায় বিপন্না। দূর থেকে তাকে দেখাচ্ছিলও ঠিক বিষাদের প্রতিমার মত। অজানা এক আশঙ্কায় তার সারা দেহমন আবিল হয়ে উঠেছে। সেই দুঃস্বপ্নের রাত্রির কথা সে কাউকেই বলতে পারেনি। এরই কিছুদিন পর পেলোপিয়া উপলব্ধি করল তার মাতৃত্ব আসন্ন। হ্যাঁ, সেই হতভাগ্য মানুষটি তাকে কেবলমাত্র লুণ্ঠনই করেনি, তার দেহের অভ্যন্তরে সেই পুরুষ রেখে গেছে অবাঞ্ছিত বিষফলটি। পেলোপিয়া ভেবে পাচ্ছে না কেমন করে তার কুমারী জীবনের এই গরলটি পৃথিবীর কাছে তুলে ধরবে।

নিজের চিন্তায় পেলোপিয়া এতই ধ্যানস্থ ছিল যে সে টেরই পায়নি কখন রাজা আত্রেয়ূস তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। হরিৎ বনস্থলীর বুকে সদ্য ফোটা পুষ্পের মত মেয়েটিকে দেখে রাজা আত্রেয়ূস সহসা বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। অতি সাধারণ পোষাকে একটি রমণী যে এত সুন্দরী হতে পারেন তা তাঁর চিন্তার অতীত ছিল। তাছাড়া বহুদিন তিমি নারীসঙ্গ বঞ্চিত। ক্লিয়োলার মৃত্যুর পর তার জীবনে এসেছিল ইরোপী। ইরোপীকে তিনি যথেষ্টই ভালো বেসে-ছিলেন। কিন্তু তার বিশ্বাসহীনতা তাঁকে একসময়ে নারীবিদ্বেষী করে তুলেছিল। বিষবৎ পরিত্যাগ করতেন নারীর অন্তরঙ্গতা। মনে হতো নারী মাত্রই সর্পকুলোদ্ভব। কিন্তু সহসা এই নির্জন বনমাঝে, এমন নিষ্পাপ সারল্যমাখা সুন্দরী রমণীর মুখাবলোকনে তিনি নারীব বিশ্বাসহীনতার পূর্বস্মৃতি ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন এক নারীর প্রবঞ্চনায় তিনি সর্বস্ব হারাতে বসেছিলেন। মাত্র একবার দর্শনেই হৃদয় দিয়ে ফেললেন পেলোপিয়া নামের বিংশতিবর্ষিয়া নারীকে। অভিভূত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

অজানা অচেনা এই পুরুষের ঘনিষ্ঠতা পেলোপিয়ার ভালো

লাগছিল না। কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ সেই ধর্ষণরাত্রির আগে হলে পেলোপিয়া সহজভাবেই গ্রহণ করত আত্রেয়ুসকে। কিন্তু জীবনের এক একটি ঘটনা মানুষকে জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। পুরুষের লালসার ছায়া সে দেখতে পেয়েছে। পুরুষের কামার্ত চোখের চাহনি চিনতে এখন আর তার ভুল হয় না। তবু তার সহজাত শালীনতা বোধটুকু তখনও লুপ্ত হয়নি। কণ্ঠে ভদ্রতার সুর বজায় রেখেই সে জবাব দিল, 'আমি পেলোপিয়া। সিসিয়ানের সকলেই আমাকে মা পেলোপিয়া বলেই জানে।'

'তার মানে তুমি দেবী এথেনার শিষ্যা ?'

'তিনিই আমার আরাধ্যা।'

'কিন্তু তোমার কিইবা বয়েস। এই বয়েসে সংসার পরিত্যাগ করে যাজকবৃত্তি গ্রহণের কি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে ?'

'না। তবে আমার এমন জীবনই পছন্দ।'

'তুমি কি আমাকে জান ?'

'না।'

'আমি মাইসেনির রাজা।'

'তা হবে।'

'আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কৌতূহল জাগছে না ?'

'রাজাদের সম্বন্ধে আমার কোনদিনও কোন কৌতূহল নেই।'

'তুমি কি কোনদিনও নিজেকে দর্পণে দেখেছ ?'

'দর্পণ তো বহিঃরূপের ধারক। একজন সাধ্বীরমণী অন্তর রূপের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। দর্পণে তার কোন প্রয়োজন নেই।'

'যদি কোনদিন নিজেকে দর্পণে দেখতে তাহলে বুঝতে পারতে তুমি রাজরানী হবার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছ।'

'আমার রাজরানীতে কোন স্পৃহা নেই।'

'কিন্তু আমার আছে। আমি মাইসেনির রাজা। তোমাকে আমার পত্নীর সম্মান দিতে চাই। বল কে তোমার পিতা ? আমি তাঁর কাছ থেকেই তোমাকে চেয়ে নেব।'

আত্রেয়ুসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার মাত্র তাকালো পেলোপিয়া। সত্যই কি এই রাজা তাকে বিবাহ করতে চান? না এও এক পুরুষের ভনিতা। অবশ্য কিছুদিন পূর্বে এই পুরুষকে প্রত্যাখান করতে তার এক মুহূর্ত সময় লাগত না। কিন্তু তার আসন্ন কুমারী মাতৃত্বের কলঙ্ক থেকে এ পুরুষের প্রস্তাব তাকে মুক্তি দিতে পারে। আত্রেয়ুসের প্রশ্নের জবাবে পেলোপিয়া কেবলমাত্র বলল, 'সিসিয়নের রাজা থেসপ্রোটাসই পারেন আপনার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে।'

'তাই বল। আমারই ভুল হয়েছিল। পূর্বেই বোঝা উচিত ছিল সাধারণের গৃহে কখনই এমন অসামান্যা রূপসীর জন্ম হয় না। আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করছি।'

কালক্ষেপণ না করে আত্রেয়ুস তখনই দেখা করলেন থেসপ্রোটাসের সঙ্গে। বললেন আপন মন-অভীপ্সার কথা।

কিন্তু থেসপ্রোটাস ছিলেন সিসিয়ানের দুর্বলচিত্ত রাজা। আত্রেয়ুসের বিক্রমের কথাও তাঁর অবিদিত ছিল না। আত্রেয়ুস যে অতি নৃশংস প্রাণের নরপতি সে কথাও তার অগোচরে ছিল না। তাই তিনি সব সত্য গোপন করে আত্রেয়ুসের রোষানল থেকে বাঁচতে চাইলেন। তিনি জানতেন পেলোপিয়ার পিতাকে? পেলোপিয়ার সঙ্গে আত্রেয়ুসের কি সম্পর্ক। তবু, সেই সবকিছু উহ্য রেখেই থেসপ্রোটাস বললেন, 'মহামান্য আত্রেয়ুস পেলোপিয়াকে কি বিবাহ করতে চান?'

'হ্যাঁ রাজা থেসপ্রোটাস, আপনার কন্যা পেলোপিয়াকে আমি রাজমহিষী করতে চাই। এবং আপনার সম্মতিক্রমেই তা সম্ভব হোক এই আমার ইচ্ছা।'

'এতো বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। আপনার মত পুরুষকার রাজনের হস্তে পেলোপিয়ার নারীজন্ম সার্থক হবে একথা কেই বা অস্বীকার করতে পারে।'

'তাহলে দিনক্ষণ স্থির করুন। আমি এ রাজ্যে আছি আর মাত্র সাতদিন। এরই মধ্যে আপনি সবকিছু সুসম্পন্ন করবেন এও আমার আর একটি ইচ্ছা।'

সদর্পে ফিরে গেলেন আত্রেয়ুস। এবং সাতদিনের মধ্যেই তিনি পেলোপিয়াকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে ফিরে এলেন মাইসেনিতে।

সময় স্থির থাকে না। নদীর স্রোতের মত সে অনন্তকাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে পৃথিবীর বুকে। দেখতে দেখতে রানী পেলোপিয়া একটি সন্তানের জন্মদান করলেন। রাজপ্রাসাদে শুরু হল আনন্দ উৎসব। সুরায় ডুবে গেলেন রাজা আর প্রজা। নবজাতকের সুন্দর মুখশ্রী অবলোকনে রাজা আত্রেয়ুস গর্বিত হলেন। আদর করে শিশুর নাম রাখলেন ইজিসথুস।

সারা রাজ্যে যখন উৎসবের বন্যা রানী পেলোপিয়ার মনে তখন নেই সুখের চিহ্ন। পৃথিবীর আর কেউ না জানুক রানী পেলোপিয়া তো জানে এ শিশু কে? কি তার পরিচয়? এ শিশুর সত্যকার পিতা কে তা সে নিজেও জানে না। কেবল জানে ইজিসথুসের সঙ্গে রাজা আত্রেয়ুসের কোন পিতাপুত্রের সম্পর্ক নেই। মনে মনে পেলোপিয়া সিদ্ধান্ত নিল। মিথ্যার মালা কণ্ঠে ধারণ করে এই শিশু ভবিষ্যতে মাইসেনির সিংহাসনে আরোহণ করতে পারে না। জন্মে যার কলঙ্কের টিকা সে কখনই কর্মজীবনে জননায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তা হতে দেওয়াও উচিত না। সত্যকে মিথ্যার নির্মোকে লুক্কাইত রাখা উচিত না। সত্য প্রকাশিত হলে এ শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। তার থেকে মিথ্যার কণ্ঠ এখনই রোধ করে দেওয়া উচিত।

অতঃপর এক অতি গভীর নিশীথে, রাজা আত্রেয়ুস যখন সুখ শয্যায় নিদ্রামগ্ন, পেলোপিয়া অতি সন্তর্পণে তার কুমারীজীবনের বিষফলটি বুকে তুলে নিল। কৃষ্ণবর্ণের অবগুণ্ঠন আড়ালে নিজেকে লুক্কাইত করে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নেমে এল পথে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যখন পর্বতশীর্ষে এসে পৌঁছল তখন সূর্য পূব গগনে অত্যুজ্জ্বল।

শিশুটির দেহ উন্মুক্ত করে তাকে নির্জন পর্বত শৃঙ্গের ছোট্ট পরিসরে ফেলে রাখল। শিশুটির সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে ঊর্ধ্ববাহু মেলে দিল আকাশের পানে। দেবী এথেনার কাছে প্রার্থনা জানাল শিশুর অন্তিম ক্ষণ ত্বরান্বিত করার জন্য।

কিন্তু দৈব ইচ্ছা যে অন্য। দেলফির ভবিষ্যদ্বক্তা ফোবিয়াসের দৈববাণীর কথা যে পেলোপিয়ার জানা ছিল না। জানা ছিল না এ শিশুর মৃত্যু এভাবে হতে পারে না। বরং এ শিশুর ছোট্ট হাতের অসীম ক্ষমতায় একদিন মাইসেনির ইতিহাস পরিবর্তিত হবে।

দৈবকৃপায় এক মেষ-পালক তখন সেই পথ দিয়ে সমতল ভূমিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ শিশুর পরিত্রাহী কান্নায় সে বিচলিত হয়ে সেই স্থানে এসে চমকে উঠল। মাইসেনির রানী পেলোপিয়াকে চিনতে তার বিন্দুমাত্র সময় অতিবাহিত হল না। এমনকি যে নবজাতকের জন্য দেশে আনন্দের বন্যা তাকে চিনতেও তার দেরী হল না। ঝটিতি সে স্থান পরিত্যাগ করে রাজসভায় পৌঁছল। সেখানে তখন তুমুলকাণ্ড। রানীসমেত রাজপুত্র নিরুদ্দেশ। রাজাদেশ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিকে। যেখানে যেমন অবস্থায় রানী এবং রাজকুমারকে পাওয়া যাবে সেই ভাবেই যেন তাকে রাজগৃহে নিয়ে আসা হয়।

মেষপালকের সংবাদে অসংখ্য প্রহরী সমেত রাজা আত্রেয়ুস ছুটলেন সেই পর্বতশীর্ষে। তখনও শিশুর ক্রন্দন থামেনি। পুত্র সমেত রানীকে ফিরে পেয়ে রাজা আনন্দিত হলেন বটে। কিন্তু বিস্মিতও হলেন। এবং যেই মুহূর্তে তিনি বিস্মিত নেত্রে রানীর দিকে ফিরে তাকালেন পেলোপিয়া সহসা ছুটে এসে তাঁর বিশাল বক্ষে আছড়ে পড়ল। কাঁদল অঝোর ধারায়। সস্নেহে বক্ষে ধারণ করে রাজা ভাবলেন সদ্য প্রসূতির সাময়িক মানসিক বিকার মাত্র। এ রোগ অনেকেরই হয়। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী না। পত্নী এবং পুত্রসমেত রাজা ফিরে এলেন রাজঅন্তঃপুরে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরো কয়েকটি বছর। ইজিসথুস

তখন সাতবছরের বালকমাত্র। কিন্তু ঐ বয়েসেই তার অমিতবিক্রম আকর্ষণীয়। অবলীলাক্রমে সে একটি সিংহশিশুকে তুলে আছাড় দিতে পারে। ছোট্ট হাতের একটি মুষ্ট্যাঘাতে ছাগ মস্তক চূর্ণ করে দেয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মল্লযোদ্ধাও ইজিসথুসকে সহজে পরাস্ত করতে পারে না। মাঝে মাঝে শিশুটির দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ুস অবাক হয়ে যান। মাত্র সাতবছর বয়েসে যে শিশু তার শরীরে এত শক্তি ধারণ করতে পারে ভবিষ্যতে যে সে মহাবিক্রমশালী বীরযোদ্ধায় পরিণত হবে এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। পুত্রগর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন আত্রেয়ুস। আরো অধিক উৎসাহে তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুরুদের কাছে শিশুর শিক্ষা দিতে থাকেন। তাকে ঐ বয়েসেই করে তোলেন অসিচালনায় অতি দক্ষ। তবে একটি বড় আশ্চর্যের ব্যাপার অবলোকন করেছেন আত্রেয়ুস। বালক ইজিসথুস কিন্তু কখনোই অন্য কোন তরবারির সাহায্যে লড়াই করে না। তার একটি নিজস্ব তরবারি আছে। শোনা যায় এটি নাকি তার মা পেলোপিয়া তাকে উপহার দিয়েছে। দীর্ঘাকার ঐ তরবারিটি চালনা করা সত্যই বড় শক্ত। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে অমন তরবারি চালনায় বালককে কখনোই ক্লান্ত হতে দেখা যায় না।

ঠিক এমনি সময়ে বালকের শক্তি পরীক্ষার একটি অভাবনীয় সুযোগ পেলেন আত্রেয়ুস। দীর্ঘদিন পর আত্রেয়ুসের প্রহরীবৃন্দ একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই খুঁজে পেল থিয়েস্টেসকে। থিয়েস্টেস তখন পথে পথে ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আত্রেয়ুসকে হত্যা করা অনেক দূরের কথা। তাঁর নখাগ্র স্পর্শ করার মত শক্তি এবং জনবল তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়েছিলেন মাইসেনির প্রান্তে। এবং যতই তাঁর চেহারার পরিবর্তন ঘটুক অথবা দীন দরিদ্রের বেশে থাকুন না কেন, প্রহরীদের চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। ধরা পড়লেন এবং বন্দী হয়ে আনীত হলেন রাজসম্মুখে।

আত্রেয়ুস চিরদিনই শঠতায় পারঙ্গম। প্রকাশ্যে তিনি কোন শত্রুতাচরণ করলেন না বটে কিন্তু থিয়েস্টেসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটি ক্রুর ফন্দী খেলা করল। নিজ হস্তে অথবা প্রহরীদ্বারা তিনি থিয়েস্টেসকে হত্যা করতে চাইলেন না। পুত্র ইজিসথুস তাঁকে নিধন করুক এমন বাসনায় বন্দীকে তিনি রাজমহলের একটি কক্ষে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করার সুযোগ দিলেন। প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন বন্দীকে যেন তারা শৃঙ্খলিত করে না রাখে।

প্রায় নজরবন্দী অবস্থায় থিয়েস্টেস একাকী সেই কক্ষে বিচরণ করেন। প্রকাশ্যে কোন প্রহরী তাঁকে পাহারা দেয় না বটে কিন্তু তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পাবেন সদাসতর্ক পাহারাদার তাঁর গতিবিধির উপর নজর রেখেছে। অথচ বন্দীকে তারা বেশ যত্নেই রেখেছে। রাজকীয় বেশবাস, রাজকীয় আহার এবং বাসস্থান। কোথাও কোন অস্বাচ্ছন্দ্যের কিছু নেই।

থিয়েস্টেস ভেবে উঠতে পারলেন না এ কেমন ধারা বন্দীজীবন। নাকি এও ঐ দুরাত্মা আত্রেয়ুসের কোন ভয়ংকর চাল?

এদিকে আত্রেয়ুস পুত্র ইজিসথুসকে প্রতিদিনই বন্দীর বিরুদ্ধে বিরূপ করে তুলতে লাগলেন। থিয়েস্টেস যে আত্রেয়ুসের চিরশত্রু তাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করালেন। শেষে এমন এক সময় উপস্থিত হল যখন আত্রেয়ুসের হুকুম পেলেই ইজিসথুস থিয়েস্টেসকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দেরী করবে না। বালকের রক্তে তখন শত্রু হত্যার কঠিন সঙ্কল্প। এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন আত্রেয়ুস এবং ঠিক তখনই তিনি আদেশ দিলেন চিরশত্রুকে তরবারির নির্মম আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

তারপর, একদা গভীর নিশীথে, থিয়েস্টেস যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করল সাতবছরের বালক ইজিসথুস। দেখল পিতৃশত্রুকে।

বালকের রক্তে কাপুরুষতা ছিল না। ঘুমন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে

নির্দ্বিধায় একটি তরবারির আঘাতে চিরনিদ্রায় পাঠাতে পারত। কিন্তু তা সে করল না। ধীরে ধীরে ঘুমন্ত মানুষটির শয্যাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করল। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের একটি পেষণে তাঁর নিদ্রা ভাঙাল। আহ্বান জানালো সম্মুখ সমরে।

নিদ্রাচ্যুতিতে যদিও থিয়েস্টেস বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, তবু, দীর্ঘ তরবারি হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান বালককে দেখে তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন। সামান্য এই বালক এসেছে তাঁর প্রাণহরণ করার জন্যে? চকিতে তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত রাজশোণিত উত্তাল হয়ে উঠল। আত্রেয়ুসের সীমাহীন স্পর্ধায় তিনি আরো অপমানিত বোধ করলেন। তারপর মাত্র একটি লহমা। নিরস্ত্র থিয়েস্টেস চকিতে কয়েকপদ পিছু হটে কেবলমাত্র বাহুবল সম্বল করে বালকের মোকাবিলা করতে চাইলেন। যদিও বালকের শিক্ষিত অসি বারংবার তাকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল, তবুও তিনি মনে মনে তার অসিচালন পদ্ধতির প্রশংসা না করে পারলেন না।

ক্ষিপ্র তৎপরতায় যখন তিনি বালকের আঘাতগুলি পাশ কাটিয়ে চলছিলেন, সহসা একটি বস্তু অবলোকনে তিনি পুনর্বার বিস্মিত হলেন। সে বস্তুটি হল বালকের হস্তধৃত তরবারিটি। এ অস্ত্র বালক কোথায় পেল? এ অস্ত্র তো তার হাতে থাকার কথা না। তবে কি?

আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে তিনি বালককে প্রশ্ন করলেন, 'বালক, তুমি কে?'

'আমি ইজিসথুস।'

'এ নাম আমি পূর্বে শুনিনি। কি তোমার পরিচয়? কে তোমার পিতা?'

'আমি রাজা আত্রেয়ুসের পুত্র।'

'আত্রেয়ুসের পুত্র এত শক্তিশালী? সত্যই এ ভাবা যায় না। কিন্তু সত্য বলবে কি, যে তরবারির সাহায্যে তুমি আমাকে আক্রমণ

করছ সে তরবারি তুমি কোথা থেকে পেলে ?'

'এ আমার মায়ের দান ?'

'তোমার মা ? কে তিনি, কি তাঁর নাম ?'

'আমার মা পেলোপিয়া। তিনি এখানকার রানী।'

'পেলোপিয়া, তোমার মা ? কিন্তু তিনি এ তরবারি কেমন করে পেলেন ?'

'আমি জানি না, তবে বহুদিনই এটি আমার মায়ের কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। এখন তিনি শত্রু নিধনের জন্য আমাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।'

'বৎস ইজিসথুস, তুমি কি নিশ্চিত জান তুমি যাকে তোমার পিতা বলে মনে কর ঐ তরবারি তার ?'

'আমি নিশ্চিত জানি, এটি আমার পিতা আত্রেয়ুসের না। কারণ আমার পিতাই একদিন আমার মাতাকে এ তরবারির প্রকৃত মালিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাছাড়া, আমার মাতা এই তরবারি আমার হাতে দিয়ে আদেশ করেছেন, এ তরবারির প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করে তাঁর সামনে উপস্থিত করতে।'

এতক্ষণে প্রকাশ্য দিবালোকের মত বালকের পরিচয় তাঁর সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন বালক ইজিসথুস কার সন্তান। সহসা তিনি মস্তকের উপর নিজের হস্ত তুলে বালককে আক্রমণ করতে মানা করলেন, 'থামো বৎস থামো। তুমি কি জান, তুমি কার বিরুদ্ধে অসি চালনা করছ ?'

'আপনি আমার পিতার শত্রু। তাই আমারও শত্রু।'

'আর আমি যদি বলি তুমি এতদিন যা জেনেছ তা তোমার ভুল। বরং আমি বলতে পারি, তুমি তোমার অজানিতে তোমার পিতাকেই হত্যা করতে চাইছ। আত্রেয়ূস আমাকে নিধন করার জন্য তোমাকে ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছেন।'

এ হেন সংবাদ শোনার জন্য বালক প্রস্তুত ছিল না। তরবারি

উত্তোলিত রেখেই সে প্রশ্ন করল, 'আপনার এ কথার অর্থ ?'

'অর্থ, আমিই তোমার ন্যায় সঙ্গত পিতা।'

'প্রমাণ ?'

'প্রমাণ তোমার মাতা পেলোপিয়া। একমাত্র সেই পারে তোমার সত্যকার পরিচয় দিতে। তুমি তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। প্রমাণিত হবে কে তোমার পিতা।'

'আর আপনার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে ?'

'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তোমার তরবারির নিচে নিজের বক্ষ এগিয়ে দোব।'

থিয়েস্টেসকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বালক ইজিসথুস তখনি ছুটে গেল পেলোপিয়ার কাছে। তাকেও কোন রকম সুযোগ না দিয়ে প্রশ্নবাণে করল জর্জরিত, 'এ তরবারি কার ?'

সহসা এ প্রশ্নে পেলোপিয়া কোন জবাব দিয়ে উঠতে পারছিল না। দ্বিতীয়বার বালকের কাছ থেকে ঐ একই প্রশ্ন আসায় সে ধীরে ধীরে বলল, 'যিনি তোমার পিতা, এ তরবারি তাঁরই।'

'তার অর্থ রাজা আত্রেয়ুস আমার পিতা নন ?' বালকের কণ্ঠস্বরে তখন বয়স্কের কাঠিন্য।

'না ইজিসথুস। তিনি তোমার পিতা নন।'

'আমার পিতাকে তুমি দেখলে চিনতে পারবে ?'

'না। কারণ আমি তাকে কোনদিনই দেখিনি।'

'আশ্চর্য! কিন্তু সেই লোকটি এখন এই রাজমহলের একটি কক্ষে রাজা আত্রেয়ুসের বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তিনি বলছেন একমাত্র তুমিই তাঁকে সনাক্ত করতে পার। আর এই তরবারিটির মালিক হিসেবে দাবী জানাচ্ছেন।'

'কই ? কোথায় সে ?'

'তাহলে চল।'

মাতা-পুত্রে যখন সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল, অধীর প্রতীক্ষায়

দেওয়ালের দিকে মুখ রেখে থিয়েস্টেস তখন উভয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সহসা পদশব্দে মুখ ফেরাতেই শোনা গেল একটি আর্ত চিৎকার—'না, না, এ হয় না, এ হতে পারে না। এ অধর্ম। এ পাপাচার। এ পৃথিবীর কলঙ্ক।'

বিস্মিত বালক ইজিসথুস মাতার ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি মা? কি হয় না? কি হতে পারে না? এ লোকটি কি আমার পিতা নন?

'জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না' দুহাতে মুখ ঢেকে পেলোপিয়া তখন বসে পড়েছে মেঝের 'পরে। কাঁদছে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কিন্তু আমি জানি সব কিছু।' স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে বললেন থিয়েস্টেস, 'সে রাতে আমার অগোচবে আমাব তববাবি খোয়া যায়। তারপব বহুদিনই ঐ তববারিব খোঁজ কবি। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই না। দীর্ঘদিন পব হলেও ও তরবারি চিনতে আমাব ভুল হয়নি। আমি যে মিথ্যা বলছি না তার প্রমাণ ঐ তববাবিব হস্তধৃত অংশটির মধ্যে লুক্কাইত অবস্থায় আমার নাম খোদিত করা আছে।'

চকিতে পেলোপিয়া তার সমস্ত কান্না বিসর্জন দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ছুটে যায় বালকেব কাছে। কেড়ে নেয় তববারিটি। তারপর থিয়েস্টেস নির্দিষ্ট স্থানে সত্যই খুঁজে পায় তাঁর নামাঙ্কন।

মাত্র একটি লহমা। মার্টিলাসেব অভিশাপ অথবা জারজ সন্তান ক্রিসিফাসের মৃত্যু, পরিচিত পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া ছোট্ট দুটি ঘটনা। পেলপ্‌স বংশে আরো একবার রক্তক্ষয়ী মৃত্যুর পরিণাম দেখা গেল।

চিরদিন যে নিষ্পাপ রমণী চেয়েছিল ধরণীব এক কোনে, রাজত্ব নয়, রাজকন্যা অথবা মহিষী হয়ে না, অনাবিল জীবনের মূর্তিময়ী পবিত্রতা হয়ে বেঁচে থাকতে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকেও হতে হল পুরাণের এক ট্র্যাজিক নায়িকা। জীবনের উচ্চতর সোপান হতে ক্লেদাক্ত রাজনীতির শিকার হয়ে তাকে নেমে আসতে হল অপমানের

পঙ্কিলতায়। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির পরিহাসে নিষ্কলঙ্ক শ্বেতশুভ্র পুষ্পটির বক্ষে নেমে এল ভ্রমরের কৃষ্ণছায়া। আপন অজানিতে পিতার ঔরসে জন্ম দিতে হয়েছে পিতার সন্তানকে।

এর পরের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। পিতৃতরবারি আপনবক্ষে ধারণ করে বিড়ম্বিতা পেলোপিয়া ফিরে গেল দেবী এথেনার কাছে। সাধ্বীরমণী রেখে গেল কয়েক কোঁটা তাজা রক্তের দাগ।

তবু সে রক্তের ধারা পেলপ্‌স-বংশের শেষ রক্তধারা না। নিষ্কৃতি পাননি রাজা আত্রেয়ুসও।

মাতৃরক্তে রক্তাক্ত তরবারি নিয়ে হাজির হল বালক ইজিসথুস, আত্রেয়ুস সমীপে। রক্তাক্ত তরবারি দেখে আত্রেয়ুস ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। এতদিনে তাঁর শেষ শত্রু নিধন হল। তারপর ঠিক যে মুহূর্তে বালককে অভিনন্দন জানাতে ছুটে এলেন এলেন তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরতে, বদলে পেলেন তীক্ষ্ণধার তরবারির তীব্র আঘাত, যা ততক্ষণে তাঁর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে তাঁকে রক্তস্নানে স্নান করিয়ে দিয়েছে।

মার্টিলাসের অভিশাপ। সে তো মিথ্যা হবার না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রীক প্রেমকথা (গল্প)

অমৃত কন্যা (উপন্যাস)

পঞ্চম পিতা (রহস্য)

সোনার ঈগল (কিশোর রহস্য)

গভীরে কুয়াশা (রহস্য)

পাপড়ি রহস্য (রহস্য) (যন্ত্রস্থ)

মহাকালীর মুণ্ডমালা (কিশোর রহস্য)

মহামতি বিদুর (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ

শ্রীমতী ভয়ংকরী (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ

নাটক

খাঁচার পাখি

পদ্মপাতায় জল

অঘটন

মধুরেণ

ছন্দপতন

নিহত শতাব্দী

নায়িকা হরণ (যন্ত্রস্থ)